চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 283 Tuesday, 12 September, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৮৩ সংখ্যা ✱ ২৫ ভাদ্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

পুজোয় শহরবাসীকে ঝাঁ চকচকে রাস্তা বোনাস দিতে এবার উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। পুরসভার তরফে যার জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় একটি পুকুরের সীমানা হিসাবে দেওয়া তারে পা লেগে এক শিশুর মৃত্যু হল। ওই তারে ছিল বিদ্যুৎপ্রবাহ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

জি২০ সম্মেলনের মধ্যেই বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চিনের প্রিমিয়ার লি কিয়াং। যদিও তাঁদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল না। ...বিস্তারিত পাতা ৬

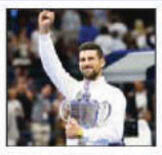

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেনের ফাইনালে মেদভেদেভকে হারিয়ে কেরিয়ারের ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম হাতে তুলে নিলেন নোভাক জকোভিচ। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই অভিষেককে হেনস্থা করা হচ্ছে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ মঙ্গলবার বিদেশ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরের দিন অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। ওই কমিটির অন্যতম সদস্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বেছে বেছে ওই ১৩ সেপ্টেম্বরে অভিষেককে ইডির তলব নিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীদের একাংশ। এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অভিষেককে নানাভাবে বিরক্ত করা হচ্ছে। কোনও কারণ ছাড়াই হেনস্থা করা হচ্ছে। আসলে আমাদের যুব রাজনৈতিক নেতাদের সহ্য করতে পারছেন না। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। গণতন্ত্রে এটা হয় না। কেন একথা বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''যেকোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল হতে পারে, আবার ভাল নাও হতে পারে। কিন্তু তা বলে প্রতিহিংসা ঠিক নয়।'' এই প্রসঙ্গেই ৩৪ বছরের বাম জমানার প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল নেত্রী দাবি করেছেন, ''আমি তো সিপিএমের কাউকে (যারা ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল) টাচ করিনি।'' তবে বিজেপির ধারাবাহিক প্রতিহিংসা ওদের কাছেই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আজকে আপনারা ক্ষমতায় আছেন, তাই এসব করছেন। কাল আপনারা যখন ক্ষমতায় থাকবেন না তখন তো অন্য কেউ আসবে। তারাও তো এটাই করবে।'' রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের

টুইটার হ্যান্ডেল থেকে ইডির তলবের প্রসঙ্গটি জানিয়ে নাম না করে মোদি-শাহকে কটাক্ষের সুরে লেখেন, '৫৬ ইঞ্চির ছাতির ভীরুতা এবং অন্তঃসারশূন্যতা দেখে অবাক না হয়ে উপায় কী!' এরপরই এদিন এবিষয়ে মুখ খোলেন তৃণমূল নেত্রী। উল্লেখ্য, এর আগে শেষবার অভিষেককে ইডি ডেকে পাঠিয়েছিল পঞ্চায়েত ভোটের আগে। সেই সময় নবজোয়ার যাত্রায় ভোটের প্রচারে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। যদিও সেবারে যাত্রা থেকেই অভিষেক সাফ জানিয়েছিলেন, ভোটের আগে ইডির কাছে হাজিরা দিয়ে নষ্ট করার মতো সময় নেই তাঁর কাছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন মেটার পর ডাকলে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। তবে তারপর আর তাঁকে তলব করেনি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তার মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চোখের অস্ত্রোপচার করিয়ে ফিরেও আসেন অভিষেক। যদিও এবারের তলবে তিনি হাজিরা দেবেন কিনা সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানাননি অভিষেক। লিপস এন্ড বাউন্ডস সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে ইডি জানিয়েছিল, এখনও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই ওই সংস্থার সিইও পদে রয়েছেন। এরপরেই হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন তোলেন, কেন অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকে পাঠানো হচ্ছে না। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে তিনি ইডিকে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে কারণেই তড়িঘড়ি ইডির তলব বলেই একাংশের বক্তব্য। অন্যদিকে শনিবারের মধ্যরাতে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, ওই রাতে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। অন্য চিঠিটি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রকে। মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো রাজ্যপালের সেই চিঠিতে কী রয়েছে, তা নিয়ে তখন থেকেই তুঙ্গে জল্পনা। এবার এবিষয়েই মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সেরকম বিশেষ কোনও চিঠি দেননি। উনি (রাজ্যপাল) বিদেশ সফরের জন্য আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দু'চার কথা লিখেছেন।'' শেষবেলার ভোটপ্রচারে ধূপগুড়ি মহকুমা হবে বলে ঘোষণা করে তৃণমূলের পালে হাওয়া টেনেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই হাওয়ার টানে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে ভোট বৈতরণী পার করেছে তৃণমূল। আর ভোট মিটতেই ভাইপোর দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখলেন পিসি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে বসে ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ধূপগুড়ি মহকুমা হচ্ছে। ধূপগুড়ি শহর, গ্রামীণ ও বানারহাটের একাংশ নিয়ে মহকুমা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে প্রশাসনিক আধিকারিকরা কথা বলছেন।''

মাদ্রিদে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক! মমতার সঙ্গে থাকছেন মহারাজও

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

১৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার মাদ্রিদে লা লিগার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার তেভাজের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মমতা। সোমবার ওই বৈঠকের কথা টুইট করে জানানো হয়েছে লা লিগার তরফে। প্রসঙ্গত, মাননীয়ার স্পেন সফর শুরু হতে চলেছে এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে। এক্স হ্যান্ডলে লা লিগা যে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে, সেখানে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার ফুটবলের উন্নতিকল্পে লা লিগার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি 'মউ' সাক্ষরিত হতে পারে। মমতার সঙ্গে ওই বৈঠকে থাকার কথা কলকাতার তিন প্রধানের কর্তাদের। উপস্থিত থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। বিশেষত হলেও তিনি যে ফুটবলের প্রতিও সম-আগ্রহী তা ইতি মধ্যেই সকলের জানা। তাঁর উপস্থিতি লা লিগার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের ওজন আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। থাকবেন মোহনবাগানের ফুটবলকর্তা দেবাশিস দত্ত, ইস্টবেঙ্গলের প্রণব দাশগুপ্ত এবং মহমেডানের ইশতিয়াক আহমেদ। লা লিগার একটা 'কলকাতা সংযোগ' অবশ্য অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতার মাধ্যমে রয়ে গিয়েছে। ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল আইএসএল। প্রথমবারেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কলকাতার টিম অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা। যারা লা লিগার ক্লাব অ্যাটলেটিকো ডি মাদ্রিদের ফ্র্যাঞ্চাইজি। সেই অ্যাটলেটিকো যা কালক্রমে এটিকে মোহনবাগান এবং এখন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস

ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতেই সৌরভ লন্ডন থেকে মাদ্রিদে আসবেন বলে সূত্রের খবর। লা লিগার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ওই বৈঠকে থাকার কথা ছিল ভারতের ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীরও। কিন্তু সুনীলের পক্ষে তাঁর সদ্যোজাত সন্তান এবং স্ত্রী সোনমকে ছেড়ে বিদেশে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই এখনও পর্যন্ত খবর। মমতার স্পেন সফরে যে কলকাতার তিন প্রধান ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডানের কর্তারা যাচ্ছেন, তা আগেই জানা গিয়েছিল। কিন্তু কেন তাঁরা লগ্নি আনার সফরে যাচ্ছেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। সোমবার সেই জল্পনাতেও ইতি পড়ল লা লিগা কর্তৃপক্ষের টুইটে। অন্যদিক সৌরভ ক্রিকেটের অন্যতম মহীরুহ হয়েছে। উল্লেখ্য, লা লিগা স্পেনের বিশ্বখ্যাত ফুটবল লিগ। এই টুর্নামেন্টের বয়স ৯৪ বছর। এই লিগে খেলে স্পেনের প্রথম সারির ২০টি ক্লাব। তাদের মধ্যে বিখ্যাততম তিন- রিয়েল মাদ্রিদ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনা। অধুনা চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। ইউরোপের পেশাদার ফুটবল লিগগুলির মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পরেই লা লিগার স্থান। বাঙালি বরাবরই ফুটবল প্রিয়, ফুটবল নিয়ে বাঙালির উন্মাদনার আবেদনই আলাদা, সেই উন্মাদনায় লা লিগার বুস্টার এফেক্ট আনতে উদ্যোগী বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও যা বাংলার ফুটবল ভবিষ্যতে এক আলাদা মাত্রা আনতে চলেছে বলেই মত সকলের।

সশরীরেই নুসরতকে হাজিরা দিতে হবে, নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে নুসরত জাহানকে। সোমবার এমনই নির্দেশ দিল আলিপুরের জজ কোর্ট। টলিপাড়ার তারকা মুখ নুসরত। একইসঙ্গে তিনি তৃণমূলের সাংসদও। তাঁর বিরুদ্ধে সম্প্রতি আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগ ইডি তাঁকে সমনও পাঠিয়েছে। আগামিকাল মঙ্গলবার তাঁকে হাজিরা দিতে হবে ইডি দফতরে। তার আগে সোমবার জজ কোর্টে এই প্রতারণার অভিযোগসংক্রান্ত মামলাতেই নুসরত জাহানের হাজিরার কথা ছিল। যদিও তিনি আসেননি। সামাজিক বেশ কিছু দায়বদ্ধতা ও পারিবারিক কারণে আসতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন, দাবি সূত্রের। তবে পাল্টা বিচারকও জানিয়েছেন, সশরীরেই হাজির হতে হবে

তৃণমূলের তারকা-সাংসদকে। ৪ ডিসেম্বর ফের এই মামলার শুনানি। 'সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড' নামে এক সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে নুসরত জাহান-সহ মোট ৮ জনের নাম উঠে আসে। ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে এই সংস্থা প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। ৫০০ জনের কাছ থেকে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে বলে টাকা নেওয়া হলেও, ফ্ল্যাট দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সংস্থার যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সেখানে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে টাকা জমা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই গড়িয়াহাট থানার দ্বারস্থ হন 'প্রতারিত'রা। কিন্তু প্রতারিতদের দাবি, পুলিশ সে অভিযোগ নেয়নি। এরপর আলিপুর আদালতে দায়ের হয় মামলা। আদালত দু'বার নুসরতকে ডেকেছিল বলেও খবর। তবে হাজিরা দেননি তারকা সাংসদ। এই ফ্ল্যাট কেনাবেচা, টাকা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ওঠায় বিজেপি মাঠে নেমে পড়েছে। সম্প্রতি বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা সেই সব 'প্রতারিত'দের নিজে সোজা হাজির হন ইডি দফতরে। সেখানে অভিযোগ জানানো হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইডি নুসরত জাহানকে মঙ্গলবার তলব করেছে। তার আগে সোমবার ছিল আলিপুর আদালতে হাজিরা। হাজির হননি তিনি। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ৪ তারিখ শুনানি দিতে হবে। এখন এই সাঁড়াশি চাপ অভিনেত্রী-সাংসদ কেমন করে সামলান সেটাই দেখার।

গোপন কথা গোপনে থাক, মুখ্যমন্ত্রীকে চিন্তায় ফেলতে চাই না, বললেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ কখনও 'তুঘলকীয়' কার্যকলাপ, কখনও আবার 'ভ্যাম্পায়ার'-এর সঙ্গে তুলনা! রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোসকে নাম না করে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল যে টানাপোড়েন চলছে সেই নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন ব্রাত্য। তবে তাঁর এই মন্তব্যে গুরুত্ব নিতেই নারাজ রাজ্যপাল বোস। নিজের বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন, একজন জুনিয়র কী বলেছেন তাঁর জবাব তিনি দিতে ইচ্ছুক নন। গত ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সিভি আনন্দ বোসের কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা করে তাঁকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ব্রাত্য বসু। এরপর শনিবার রহস্য বাড়িয়ে রাজ্যপাল টুইট করে লেখেন, 'কী হয় তা দেখার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' পাল্টা শিক্ষামন্ত্রী সেই টুইট নিয়ে খোঁচা মেরে লেখেন, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান! শহরে নতুন ভ্যাম্পায়ার এসেছে। শহরবাসী নিজেদের খেয়াল রাখুন। ভারতীয় পুরাণ মতে রাক্ষস প্রহরের জন্য অপেক্ষায় আছি।' সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যপাল বোস। সেখানে একাধিক ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। তবে সাংবাদিকরা 'ভ্যাম্পায়ার' প্রসঙ্গ তুললে স্পষ্ট তিনি বলেন, ''একজন জুনিয়র কী বলেছেন, তার জবাব আমি দেব না।'' ব্রাত্য বসু যে পদাধিকার বলে নিচু তাও বুঝিয়ে দেন এদিন। রাজ্যপালের এই জবাব না দেওয়ার মন্তব্যকেও 'জবাব' হিসাবেই দেখেছেন রাজনৈতিক মহল। রাজ্যপাল নিজে সাংবিধানিক প্রধান। তাই কোন মন্ত্রী তাঁকে কী বলছেন সে বিষয় যে তিনি এতটুকু ভাবিত নন সে কথাই এ দিন বুঝিয়ে দিয়েছেন বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। শনিবার মধ্যরাতে দিল্লি ও নবান্নে খামবন্দি চিঠি পাঠান রাজ্যপাল। চিঠিতে কী রয়েছে? তা যদিও এখনও স্পষ্ট করেননি তিনি। এ দিকে, খামবন্দি সেই চিঠি নিয়ে দানা বেধেছে রহস্য। ঠিক কী 'অ্যাকশন' বোসের? দিল্লিকেই বা কী জানালেন তিনি? সে বিষয়টিও স্পষ্ট করেননি। তবে এদিন সাংবাদিকদের সামনে চিঠির বিষয়বস্তু আরও রহস্য বাড়ালেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে বললেন, ''গোপন কথা গোপনই থাকুক।'' সঙ্গে এও বললেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফরের আগে তাঁকে চিন্তার মধ্যে ফেলতে চান না। তাঁর ফেরার পর এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। এদিন বাংলার সাংবিধানিক প্রধান বললেন, তিনি এ রাজ্যে কাজ করতে পেরে ভীষণ খুশি। এরপরই বাংলার আইএএস-আইপিএসদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্নে রাজ্যপাল বললেন, ''কেউ কেউ পক্ষপাতদুষ্ট, সকলে নয়।''

পর্যটন দফতর থেকে সরানো হল বাবুলকে, বসবেন ইন্দ্রনীল, ঝগড়াই কাল হল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ গত কয়েকদিন ধরেই এনিয়ে জল্পনাটা চলছিল। আর অবশেষে সত্যি হল সেই জল্পনা। পর্যটন দফতরের মন্ত্রীত্ব গেল বাবুল সুপ্রিয়র। সেই জায়গায় পর্যটন দফতরে দায়িত্ব পাচ্ছেন ইন্দ্রনীল সেন। এদিকে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনেই ইন্দ্রনীল সেন ও বাবুল সুপ্রিয়র মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে খবর। বাবুল সরাসরি বলে বসেছিলেন, তুমি কেন কাজ আটকে রেখেছ? আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ ইন্দ্রনীল সেন জানিয়ে দিয়েছিলেন, যা বলার দিদিকে গিয়ে বল। আর সেদিনই বোঝা গিয়েছিল এই বচসার জল অনেক দূর গড়াতে পারে। এবার একেবারে মন্ত্রীত্ব গেল বাবুল সুপ্রিয়র। তবে তাঁকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ও অচিরাচরিত শক্তির দফতরের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। কার্যত এক গায়ককে সরিয়ে পর্যটন দফতরে বসানো হল অপর গায়ককে। এদিকে এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভায় একাধিক রদবদল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের আগে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এদিকে পর্যটনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর থেকে বাবুল সুপ্রিয় থেকে সরানো নিয়ে নানা মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কার্যত বাবুল সুপ্রিয়র ক্ষমতা খর্ব হল বলে মনে করছেন অনেকেই। এদিকে সম্প্রতি ফেসবুকে পোস্ট করে কিছুটা অন্য সুর ধরেছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। নির্বোধের সঙ্গে তর্ক করোনা বলেও উল্লেখ করেছিলেন তিনি। এরপরই ইঙ্গিত মিলেছিল সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও বিরক্ত বাবুল। তবে শেষ পর্যন্ত পর্যটন দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বাবুল সুপ্রিয়কে। পুজোর মুখে ঠিক যে সময় বাংলার পর্যটন মরসুম শুরু হচ্ছে ঠিক তার আগেই বড় সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যটন দফতর থেকে সরানো হল বাবুল সুপ্রিয়কে। এদিকে বিগতদিনে বিজেপিতে থাকার সময় তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেখানেও তাঁর ডানা ছাঁটা হয়েছিল। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। আর সেখানে এসেও পর্যটন দফতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বাবুল সুপ্রিয়কে। তবে সূত্রের খবর, তিনি যে পর্যটন দফতরে থাকতে চান না সেব্যাপারে তিনি নাকি উপরমহলে জানিয়েছিলেন। তবে এনিয়ে বাবুলের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মোট ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ রাজভবন-রাজ্য সরকার সংঘাত এখন চরমে উঠেছে। সেটা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের হুমকি এবং মাঝরাতে চিঠি পাঠানো সেই সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি নিজেই অ্যাকশন নেবেন বলে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন। তাতে সরগরম হয়ে ওঠে রাজ্য-রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে এবার পাল্টা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। আজ, সোমবার থেকেই এই বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এই কর্মসূচি শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত চলবে বলে খবর। এদিকে এই পাঁচদিন ধরে রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। তার জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেওয়া হয়েছে। আজ, সোমবার কলকাতা, উত্তরবঙ্গ এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ কর্মসূচি। ইতিমধ্যেই রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন অধ্যাপক থেকে প্রাক্তন উপাচার্যরা। আর আগামীকাল মঙ্গলবার রবীন্দ্রভারতী, কাজি নজরুল, আলিপুরদুয়ার এবং মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে উপাচার্য নিয়োগ করার বিষয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের শিক্ষা দফতরকে অন্ধকারে রেখে কাজ করছিলেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে সংঘাত চরমে উঠেছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, রাজভবনের কথায় চললে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করবে রাজ্য সরকার। ধরনায় বসবেন তিনি নিজে। তবুও এই বিবাদের নিষ্পত্তি হয়নি। এবার নেওয়া হয়েছে পাল্টা অ্যাকশনের কর্মসূচি। প্রেসিডেন্সি এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার চলবে বিক্ষোভ। আর শেষ দিন শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার জন্য।

প্রাথমিক দুর্নীতিতেও পার্থ-যোগ! বিস্ফোরক সিবিআই, মঙ্গলবার তোলপাড় ফেলা রিপোর্ট পেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ৯/১১। বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেওয়া সেই জঙ্গি হামলা। আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সেই জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ সোমবার উঠে এল কলকাতা হাইকোর্টে। নেপথ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা। এদিনই কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই-এর আইনজীবীর 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের' মতো ২০১৪ সালে প্রাথমিক নিয়োগের টেট পরীক্ষার সুবিশাল নিয়োগ দুর্নীতির পর্দাফাঁসের কথা ছিল। আবার কি নতুন কারোর নাম প্রকাশ্যে আনতে চলেছে সিবিআই? তাই নিয়েই জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এদিন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। তবে এদিন মামলা শুনলেন না বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। যেহেতু একজন আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছে, তাই এদিন নিয়োগ দুর্নীতির মামলা শোনেননি তিনি। এদিন এজলাসে সিবিআই এর আইনজীবী বলেন, ''সমাজের বৃহত্তর অংশের এব্যাপারে আগ্রহ আছে। তাই মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত রিপোর্ট দেব।'' প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে সেই রিপোর্টে আরও বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন সিবিআই-এর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলির মন্তব্য, ''সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জেরে এই মামলা বিলম্বিত হচ্ছে।'' আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের মন্তব্য, ''৯/১১ শুধু ধ্বংসের দিন নয়।

এদিন স্বামীজি শিকাগোয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাই সত্যি সামনে আসবেই।'' সিবিআই-এর আইনজীবী উল্লেখ করেন, কীভাবে মন্ত্রীর সচিব সব ডিলিট করেছিলেন চাপে পড়ে, সেই তথ্য সামনে আসবে। চাপে পড়ে এমন কোন তথ্য মুছে ফেলতে হয়েছিল মন্ত্রীর সচিব, রিপোর্টে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে বলে সিবিআই-এর আইনজীবী জানিয়েছেন। সিবিআই-এর আইনজীবী দাবি করেন, পার্থকে নিয়ে অজানা তথ্য থাকবে রিপোর্টে। নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি যোগ রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সিবিআই-এর আইনজীবী এও উল্লেখ করেন, প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল পার্থর দফতরে। সিবিআই-এর রিপোর্টে কী উল্লেখ থাকবে, তা নিয়ে এখন জল্পনা তুঙ্গে।

আইনজীবী স্ত্রীকে খুন করে ৩৬ ঘণ্টা স্টোররুমে লুকিয়ে প্রাক্তন সরকারি কর্তা!

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ বাংলো বিক্রি নিয়ে বিবাদের জেরে স্বামীর হাতে খুন হতে হল সুপ্রিম কোর্টের এক মহিলা আইনজীবীকে। ৬১ বছর বয়সী ওই আইনজীবীর নাম রেণু সিনহা। রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর), উত্তর প্রদেশের নয়ডায় তাঁদের বাসভবন থেকেই পাওয়া গিয়েছিল ওই আইনজীবীর দেহ। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন তাঁর স্বামী নিতিননাথ সিনহা। তিনি ভারতীয় রাজস্ব বিভাগের প্রাক্তন আধিকারিক। সোমবার, তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ৩৬ ঘণ্টা ধরে তিনি ওই একই বাড়ির স্টোররুম লুকিয়ে ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। রেণু সিনহার ভাই-ই প্রথম পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। রবিবার সকালে তিনি পুলিশকে জানান, দু'দিন ধরে তিনি রেণুকে ফোন করে যাচ্ছেন, কিন্তু, তিনি সাড়া দিচ্ছেন না। রেণুর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করার পরই, নয়ডায় সিনহা পরিবারের বাংলোতে হানা দিয়েছিল স্থানীয় পুলিশ। বাংলোটি ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল। পুলিশ তালা ভেঙে বাংলোয় ঢুকেছিল। বাংলোর এক বাথরুম

থেকে রেণুর রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তাঁর স্বামী নিতিননাথ সিনহা। তাঁর ফোনও বন্ধ ছিল। অথচ, নয়ডার সেক্টর ৩০-এর ওই বাড়িতে শুধু তাঁরা স্বামী-স্ত্রীই থাকতেন। তাঁদের ছেলে থাকেন বিদেশে। নিতিনের বিরুদ্ধেই রেণুকে হত্যার অভিযোগ করেছিলেন রেণুর ভাই। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, প্রৌঢ় দম্পতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিবাদ লেগেই ছিল। এরপরই, পুলিশ নিতিনের খোঁজ শুরু করে। তাঁর ফোন ট্র্যাক করা হয়। দেখা যায়, তাঁদের বাংলোতেই ফোনের শেষ লোকেশন রয়েছে। এরপর, বাংলোয় তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালানো হয়। ছাদের স্টোররুমে তাঁকে পাওয়া যায়। পুলিশের দাবি, ৩৬ ঘণ্টা ধরে ওই ঘরেই নিজেকে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন নিতিন সিনহা। পুলিশি জেরার মুখে নিতিননাথ সিনহা তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের বাংলোটি ৪ কোটি টাকায় বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তার জন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে অগ্রিম হিসেবে কিছু টাকাও নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, বাংলো বিক্রির বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর স্ত্রী রেণু। এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আগেও একাধিকবার বিবাদ হয়েছিল। এই বিবাদের জেরেই তিনি স্ত্রীকে হত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে ওই প্রাক্তন সরকারি কর্তা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই রেণুর মৃত্যু হয়েছে। তবে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ আরও জানিয়েছে, মৃতা আইনজীবী দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। মাত্র এক মাস আগেই তাঁকে সম্পূর্ণ ক্যান্সারমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্যান্সার জয় করলেও, গার্হস্থ্য হিংসার হাত থেকে রক্ষা পেলেন না তিনি।

মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ২,১২২, জল ও খাদ্যাভাবে দুর্বিষহ অবস্থা মানুষের

রাবাত, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মরক্কোয় মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। গত শুক্রবার রাতের ভয়াবহ ভূমিকম্পে সোমবার সকাল পর্যন্ত মরক্কোয় মোট মৃত্যু ২-হাজার ছাড়িয়েছে, সংখ্যাটি ২,১২২। আহতের সংখ্যা বহু। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ।উত্তর আফ্রিকার ছোট পাহাড়ি দেশ মরক্কো। শুক্রবার রাতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে সেই দেশ। স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ১১.১১ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৬.৮। এর পর ছোট ছোট কয়েকটি আফটার শকেও কেঁপেছে মরক্কো। মারাকাশ শহর থেকে ৭২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। রাতে যে সময় কম্পন অনুভূত হয়, অনেকেই তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ভূমিকম্পের প্রতিঘাতে একাধিক বাড়ি ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। গত ৬০ বছরে মরক্কো এত বীভৎস প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়নি। সোমবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ২,১২২ ও আহতের সংখ্যা ২,৪০০। ভূমিকম্পে ভয়াবহ এই পরিস্থিতির মধ্যেই জল ও খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। যদিও এই সংকটের সময় মরক্কোর পাশে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বঙ্গোপসাগর

চেন্নাই, ১১ সেপ্টেম্বর ঃমৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বঙ্গোপসাগর। রবিবার গভীর রাত ১.২৯ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় বঙ্গোপসাগরে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৪.৪। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৭০ কিলোমিটার গভীরতায়। ৯.৭৫ অক্ষাংশ ও ৮৪.১২ দ্রাঘিমাংশ। তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই থেকে ৫৫৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে ৫৬৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, তামিলনাড়ুর ভেলোর থেকে ৬৪৭ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র।

ভাগাড়ে ধস, জল জমার আশঙ্কা হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা,১১সেপ্টেম্বরঃ বেলগাছিয়া ভাগাড় নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের। হাওড়া শহরে একমাত্র ভাগাড়ে বছরের পর বছর সব আবর্জনা পড়ে সেখানে দু'-তিনটি জঞ্জালের পাহাড় তৈরি হয়েছে। বিপজ্জনক ওই পাহাড় কেটে বায়ো মাইনিং পদ্ধতিতে জঞ্জাল অপসারণের কাজ শুরু করেছিল কেএমডিএ। ও ভাগাড়ের মধ্যে দিয়েই গিয়েছে একটি ১০ ফুট চওড়া নিকাশি নালা। পুরসভার নিকাশি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নালার মাধ্যমে শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র ও উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত নর্দমার জল গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত শহরের অন্যতম বড় নিকাশি খাল, পাচাশোলা গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ, বৃষ্টি হলে শহরের জমা জলের অনেকটাই ওই খাল দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। কিন্তু দ'দিন আগে ধসের জেরে ভাগাড়ের নিকাশি নালাটির প্রায় ১০০ ফুট অংশ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ধস পরিষ্কার করতে না পারলে দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রের নিকাশির জল বেরোতে পারবে না। এর উপরে যদি আবার বৃষ্টি হয়, তা হলে উত্তর হাওড়া, দক্ষিণ হাওড়া এবং মধ্য হাওড়ার অনেক এলাকায় জল জমে যাবে। সেই জল নামতে সপ্তাহ পেরিয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই গত সোমবার হওয়া বৃষ্টির জেরে সালকিয়া ও বামনগাছি এলাকায় জমা জল দু'দিন পরেও নামেনি বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।হাওড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ' ধসের জেরে আবর্জনা পড়ে নর্দমাটির অনেকটাই বুজে গিয়েছে। মঙ্গলবারই এ নিয়ে নিকাশি দফতরের সঙ্গে বৈঠক করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নালাটি পরিষ্কার করতে নির্দেশ দিয়েছি। পে লোডার দিয়ে সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।' ইতি মধ্যেই দু'টি বড় পে লোডার ধস পরিষ্কারের কাজে লেগেছে। উপস্থিত রয়েছেন পুরসভার পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকেরা

বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা,১১ ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জি-২০শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী সংহতি জোরদার করারএবংবৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন।শেখ হাসিনা শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর চার দফা সুপারিশে এই আহ্বান জানান।তিনি শীর্ষ সম্মেলনে ' আর্থ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁর সুপারিশের প্রথম পয়েন্টে বলেছেন, ' জি-২০এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছেএবং বাংলাদেশ সংকট মোকাবেলায় কার্যকর সুপারিশ তৈরি করতে তাদের প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে।ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রগতি ময়দানের ভারত মান্দাপান কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে।শেখ হাসিনা দ্বিতীয় পয়েন্টে বলেন, মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে এবং সারা বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী সাহসী,দৃঢ় এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।তিনি বলেন,বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোকে তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত।তৃতীয়ত,ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের ত্রয়ীকার সদস্য হিসেবে তিনি বলেন,জলবায়ুজনিত অভিবাসন মোকাবেলায় অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষতি এবংক্ষয়ক্ষতি তহবিল চালু করার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।তিনি আরও বলেন, ' কপ-২৮এ, আমি সকলকে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার সাথে ক্ষতি এবং ক্ষতির জন্য তহবিল বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অবশেষে অভিমত ব্যক্ত করেন, সব মানুষেরই উপযুক্ত জীবনযাপনের সমান অধিকার থাকা উচিত।দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের তাদের ডিনজ দেশে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক সম্প্রদায় ভুলবেন না এবং তাদের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।শেখ হাসিনা আরো বলেন,আমরা আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাতেও শক্তিশালীকরণে জি-২০ অংশীদারদের সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।তিনি বলেন,আমাদের একে অপরের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেএবং আমাদের মাতৃ পৃথিবীর যত নেওয়ার জন্য নিজেদেরকে পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।'২০২২সালে গঠিত জাতিসংঘ মহাসচিবের গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপের একজন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শেখ হাসিনা উল্লিখিত সুপারিশগুলো করেছেন শীর্ষ সম্মেলনের এই অধিবেশনে ভাষণকালে তিনি আরো বলেন,' এমন একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা চাই যা দারিদ্র্য বিমোচন,জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন,সংঘাত প্রতিরোধএবং জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য প্রযুক্তিগত স্থনান্তরকে অর্থায়নের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এই শীর্ষ সম্মেলনটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন' মাতৃ পৃথিবী'জলবায়ু পরিবর্তনের একাধিক সংকট,কভিড-১৯ মহামারীএবং নিষেধাজ্ঞাওপাল্টা নিষেধাজ্ঞার চ্যালেঞ্জ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।তিনি উল্লেখ করেন, ' চ্যালেঞ্জগুলো মানবজাতির শান্তি ও উন্নয়নএবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য সম্প্রদায়ের গ্রহণ করা অপরিহার্য।তিনি আরও বলেন, বাস্তবতা হল মানুষ এবং আমাদের মাতৃভূমি কেবল পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমেই টিকে থাকতে পারে।' উন্নয়ন প্রচেষ্টা সবুজ এবংটেকসই উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে-উল্লেখ করে তিনি বলেন,এখন,আমরা সার্কুলার অর্থনীতির পদ্ধতিও নিচ্ছি।বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে নগণ্য অবদান রাখলেওএর পরিণতির শিকার হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।বিশ্বব্যাংকের গ্রাউন্ডসওয়েল রিপোর্ট ২০২২অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে২০৫০সালের মধ্যে ১৩.৩মিলিয়ন মানুষকে তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থল থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।শেখ হাসিনা বলেন, যদিও বাংলাদেশের প্রশমনের সুযোগ কম। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এবং এসডিজি অর্জনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিপজ্জনক প্রভাব মোকাবেলায় অনেক রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৯৭সালে তিনি গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ণ বা আশ্রয় নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন।তিনি উল্লেখ করেন। এই উদ্যোগের অধীনে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত তাঁর সরকার প্রায় ৮লাখ ৪০হাজার ভূমিহীনও গৃহহীন পরিবারকে বিনা মূল্যে বাড়ি ওজমি দিয়ে পুনর্বাসন করেছে।তিনি বলেন ' লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত করা। বাংলাদেশ'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল'হিসেবে পরিচিত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,তারা দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং জলবায়ু অভিযোজনে শক্তিশালী অবস্থা অর্জন করেছে। দুর্যোগ মেকাবেলার জন্য তাঁর সরকার৪ হাজার৫৩০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে।এছাড়া এখন বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ' কিল্লা' নামে আরও৫৫০টি ঘূর্ণিঝ। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে তিনি বলেন,বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য আমরা ' ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান' চালু করেছি।শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার আমাদের ভবিষ্যপ্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ও সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' প্রণয়ন করেছে।তিনি আরও বলেন, ' আমার সরকার জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা চালু করেছে। ২০৫০সালের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন। আমরা এই বিষয়ে উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে সক্রিয় র্থনের আহ্বান জানাই।

থানে-তে লিফট ভেঙে মৃত্যু ৭ শ্রমিকের পুলিশি তদন্ত শুরু, শোকপ্রকাশ ফড়নবীশের

থানে, ১১ সেপ্টেম্বর ঃমহারাষ্ট্রের থানে শহরে নির্মীয়মান ৪০-তলা বিল্ডিংয়ের লিফট ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭-এ পৌঁছল। রবিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে থানে শহরের বালকুম এলাকায় রানওয়াল কমপ্লেক্স নামের একটি বহুতলে। মৃতদের নাম-মহেন্দ্র চৌপল (৩২), রূপেশকুমার দাস (২১), হারুন শেখ (৪৭), মিথিলেশ (৩৫), কারিদাস (৩৮), সুনীলকুমার দাস (২১)। মৃতদের মধ্যে ছ'জনের পরিচয় জানা গেলেও এক জনের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দড়ি ছিঁড়ে লিফ্টটি বেসমেন্টে আছড়ে পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার সময় লিফ্টের ভিতর সাত জন উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে জানা যায়, লিফট ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, পরে জানা যায় ৬। জীবিত অবস্থায় সুনীল কুমার (২১) নামে এক শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছিল, কিন্তু গভীর রাতে তাঁরও মৃত্যু হয়। সুনীলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭-এ পৌঁছেছে।লিফট ভেঙে পড়ার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (২), ৩৩৭ ও ৩৩৮ নম্বর ধারায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কাপুরবাওড়ি থানার সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর উত্তম সোনাওয়ানে বলেছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফ।নবীশ। এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) দুঃখপ্রকাশ করে দেবেন্দ্র লেখেন, ' এই দুর্ঘটনা খুব ভয়াবহ। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা গুরুতর জখম হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।''

মুহুর্তে রোনাল্ডোর হোটেল বদলে গেল ত্রাণ শিবিরে, ভূমিকম্প পীড়িতদের জন্য খুলে দেওয়া হল দরজা

দুরন্ত বার্তা,১১সেপ্টেম্বরঃঃ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে একটা প্রাণোচ্ছল শহর রীতিমত শ্মশানে পরিনত হয়। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে রিখটার স্কেলে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল মরক্কোর মারাকেশ শহর।এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ২০০০-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বহু মানুষ। ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে পাগলের মতো জীবিত মানুষের সন্ধান করছেন উদ্ধারকারীরা। তারই মধ্যে ভূমিকম্পে গৃহহারাদের জন্য মারাকেশ শহরে নিজের চারতারা হোটেল উন্মুক্ত করে দিলেন পর্তুগালের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আফ্রিকার এই দেশটিতে রোনাল্ডোর মালিকানাধীন হোটেলটির নাম পেস্তানা সিআর সেভেন মারাকেশ সেই হোটেলই এখন হয়ে উঠেছে বাস্তুহারাদের নয়া আশ্রয়। পেস্তানা সিআর সেভেন মারাকেশ একটি চারতারা হোটেল, ' ঠিক একধাপ নীচে। হোটেলটিতে আউটডোর সুইমিং পুল, ফিটনেস সেন্টার, রেস্তোরাঁ এবং খোলা বারান্দা রয়েছে। এম অ্যাভিনিউতে অবস্থিত এই হোটেলে মোট ১৭৪টি ঘর রয়েছে। মরক্কো ছাড়াও পৃথিবীর আরও ৪টি দেশে এই হোটেলের শাখা রয়েছে। এমনটিতে তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত না হলেও এখন ভয়ঙ্কর বিপদে মরোক্কোর মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন পর্তুগিজ তারকা। এখন তাঁর হোটেল হয়ে উঠেছে মরোক্কোর শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আশ্রয়হীন মানুষদের নিরাপদ আস্তানা। ২০২২ সালের কাতার ফুটবল বিশ্বকাপে বিশেষভাবে নজর কেড়েছিল আফ্রিকার এই দেশটি। বাঘা বাঘা তারকা ফুটবলারদের মধ্যে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন আছরাফ হাকিমি, হেকিম জিয়েচ-এর মতো ক্রীড়াবিদরা। মরোক্কোর এই দুর্দিনে ইতিমধ্যেই শোক প্রকাশ করেছেন হাকিমি। দেশ-বিদেশের মানুষকে মরোক্কোর পাশে থাকার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।ইতিমধ্যে মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মহম্মদ এই ঘটনায়. তিন দিনব্যাপী রাষ্ট্রয়.শোক পালনের ঘোষণা করার পাশাপাশি ভূকম্প পীড়িত দের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

রুইধাসা ওভারব্রিজের নিচে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু যাত্রীর

কিষাণগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারের রুইধাসা ওভারব্রিজের নিচে ট্রেন থেকে পড়ে এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবক রিতেশ কুমার কোচধামন ব্লকের বাসিন্দা।সোমবার সকালে গরিব নওয়াজ এক্সপ্রেস ট্রেনটি কিষাণগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে রুইধাসা ওভারব্রিজের নিচে পৌঁছালেই আচমকা ধাক্কা লেগে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন যুবক রিতেশ। আর ট্রেনের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয। যুবককে বাঁচাতে গিয়ে আরও একজন সামান্য আহত হয়েছেন।নিহত যুবক তার এক আত্মীয়ের সাথে কাজে যাচ্ছিলেন।কথিত আছে মৃত রিতেশ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে ছিল।তখন কেউ তার মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রেলওয়ে স্টেশনের পুলিশ ও আরপিএফ।যুবকের দেহ কিষাণগঞ্জ স্টেশনে আনা হয়েছে। যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সোমবার রেলওয়ে স্টেশনের প্রধান নীতীশ কুমার জানান, ট্রেনের গেটে ধাক্কা লেগে ট্রেনের নিচে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে আবেদন করা হচ্ছে। বর্তমানে পুলিশ ঘটনা তদন্ত করছে।

বিশ্ববাসীকে প্লাস্টিকবর্জনের আহ্বান রাষ্ট্রসংঘের

তাপস মণ্ডল ,সাগরঃআর মাত্র১০ বছর। এই সময়ের মধ্যেই প্লাস্টিকশূন্য করার চ্যালেঞ্জ জানাল রাষ্ট্রসংঘ। বিভিন্ন দেশের কাছে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত বিভাগের ৫ দিন ব্যপী সম্মেলন থেকে এই আরজি রাখা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্লাস্টিকের ব্যবহার ন্যূনতম করতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি সিম কিসলাম স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, কোনও তথ্য-পরিসংখ্যান বা আলোচনা নয়, প্লাস্টিক বর্জন নিয়ে সরাসরিপদক্ষেপ চাইছেন তাঁরা।রাষ্ট্রসংঘেরসবসদস্য দেশগুলিকে নিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত ৫ দিনের সম্মেলন হয়ে গেল নাইরোবিতে। সেখানে পরিবেশের ক্ষতিকারক সামগ্রী নিয়ে আলোচনা হয়। দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিতকরাহয়েছেপ্লাস্টিককে।দ্রুত প্লাস্টিক বর্জনে উন্নত বিশ্বের দেশগুলিকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। তবে রাষ্ট্রসংঘের তরফে এও জানানো হয়েছে, সব দেশে প্লাস্টিক বাতিল করতে একইরকম ব্যবস্থা নেবে, এমনটা ভেবে নেওয়া খুব সঙ্গত নয়। কারণ, তা কোনওদিনই বাস্তবে সম্ভব নয়। প্রত্যেকে আলাদাভাবেই প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাবেন। তাহলেই একদিন পৃথিবী হয়ে উঠবে প্লাস্টিকমুক্ত। নাইরোবির এই আলোচনায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার তরফে তথ্য দিয়ে জানানা হয়, সারা বছরে তাঁরা কত প্লাস্টিক ব্যবহর করে। বিশ্বখ্যাত পানীয় সংস্থার একটি ব্র্যান্ড জানিয়েছে, বছরের তাঁরা অন্তত ৩ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক ব্যবহার করে। অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ টন। এর ফলে সবচেয়ে বেশি দূষিত হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র উপকূল। প্রশস্ত জায়গা হওয়ায়. পর্যটকরা নানা প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে যান। এভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে প্লাস্টিক দূষণ। বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গে প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল। শৃঙ্গ অভিযানের নামে এভারেস্টে উঠে অভিযাত্রীরা অনেক সময়েই ভুলে যান ওই জায়গার পরিচ্ছন্নতার কথা। তা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি।নাইরোবির সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায়৪৭০০ জন পরিবেশমন্ত্রী, বিজ্ঞানী এবং বাণিজ্যজগতের প্রতিনিধিরা। সকলেই প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো নিয়ে একমত হয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ মেনে যে যার মতো করে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কাজ করবে। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০। তার মধ্যেই কাজের প্রভাব হাতেনাতে পেশ করতে হবে। এছাড়া এই ৫ দিনের সম্মেলনে আরও দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি খাবার নষ্ট করাও রুখতে হবে। আর কোথাও কোনওরকম উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করা হলে, তা ওই দেশের প্রাচীন জনজাতির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই করতে হবে।

ভারত ও সৌদির সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করবঃমহম্মদ বিন সলমন

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানানো হল সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স এবং প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমন বিন আবদুল আজিজ আল সৌদকে। এই সময়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মহম্মদ বিন সলমন। ভারতের আতিথেয়তায় আপ্লুত মহম্মদ বিন সলমন বলেছেন, ভারত ও সৌদির সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব।রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে রাষ্ট্রপতি মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে মহম্মদ বিন সলমন বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ বলেছেন, আমি ভারতে এসে খুবই আনন্দিত। আমি জি-২০ শিখর সম্মেলনের জন্য ভারতকে অভিনন্দন জানাতে চাই। অনেক ঘোষণা করা হয়েছে, যা জি-২০ দেশ ও বিশ্বকে উপকৃত করবে। আমরা উভয় দেশের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত তৈরি করতে একসঙ্গে কাজ করব। প্রসঙ্গত, ভারত-সৌদি বিনিয়োগ চুক্তির অধীনে দিল্লিতে ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এদিন।

পাখির চোখ আসন্ন লোকসভা ভোট!মীনাক্ষীর নেতৃত্বে ব্রিগেড সমাবেশ করবে ডিওয়াইএফআই

দুরন্ত বার্তা,১১সেপ্টেম্বরঃ বিগত দিনের সমস্ত ব্যর্থতা ভুলে, বাম ব্রিগেডের এখন পাখির চোখ আসন্ন লোকসভা ভোট। তার জন্য এবার আলিমুদ্দিনের কর্তারা এগিয়ে দিচ্ছেন তরুণ প্রজন্মকে। সূত্রের খবর, বছর শেষে টানা মিছিল ও ব্রিগেড সমাবেশ করতে চলেছে বামেদের ছাত্র-যুব সংগঠন। নেতৃত্বে থাকবেন লড়াকু নেত্রী তথা ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ছাত্র-যুবদের হাতে ব্যাটন স্থানান্তরিত করতে পার্টির হোলটাইমারদের অবসর নেওয়ার প্রথা চালুর ভাবনা ভাবছে সিপিএম , এই পথ চলার জন্য অনেকটাই প্রস্তুত সৃজন ভট্টাচার্য, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়দের মতো তরুণরা। সেই কারণে তাঁদের কাঁধে দায়িত্ব দিয়েই ব্রিগেড সমাবেশের পরিকল্পনা বিমান বসু, মহম্মদ সেলিমদের।াম ছাত্র-যুবদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে টানা মিছিল করা হবে। এরপর ডিসেম্বরে ব্রিগেড সমাবেশ। তার নেতৃত্বে থাকবেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে মীনাক্ষী, সৃজনদের কাঁধে ভর দিয়েই এগোতে চাইছে সিপিএম। মনে করা হচ্ছে, লোকসভা ভোটকে সামনে রেখেই ডিওয়াইএফআই -এর ব্রিগেড সমাবেশ। যদিও তাদের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা মীনাক্ষী ইতিমধ্যেই ভোটে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। একুশের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামের মতো হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারীর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে তাঁকে। লোকসভাতেও কি তাঁকে ফের প্রার্থী হিসেবে দেখা যাবে? সেই প্রশ্ন থাকছেই।

মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন প্রমোদ সাওয়ান্ত, সবার মঙ্গল কামনায় করলেন প্রার্থনা

উজ্জয়িনী, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। সোমবার সকালে মহাকাল মন্দিরে যান প্রমোদ সাওয়ান্ত, সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবান মহাকালের পূজার্চনা করেছেন তিনি। প্রমোদ সাওয়ান্তের সঙ্গেই মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন মন্ত্রী বিশ্বজি রানেও।পুজো দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, আজ মহাকালেশ্বরের দর্শন করেছি, গোয়ার জনগণের আরোগ্য ও মঙ্গল কামনা এবং গোয়ার উন্নতির জন্য মহাকালের কাছে প্রার্থনা করেছি। জয় মহাকাল।

চন্দ্রবাবুর গ্রেফতারির প্রতিবাদে অন্ধ্রে বনধ, দোকানপাট বন্ধ বিজওয়াড়ায়

বিজওয়াড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃঅন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নায়ডুকে গ্রেফতারির প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসছে তেলুগু দেশম পার্টি। দলের প্রধানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশ বনধের ডাক দিয়েছেন টিডিপি। অভিনেতা-রাজনীতিক পবন কল্যাণের দল জন সেনা পার্টি এই বন্ধকে সমর্থন করার ডাক দিয়েছে। বনধের ভালোই সা।। লক্ষ্য করা গিয়েছে বিজওয়াড়ায়। সেখানে এদিন বন্ধ ছিল দোকানপাট, শপিং মল সমস্ত কিছুই, রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলক কম।এ দিন সকাল থেকেই রাজ্যের বিজয়ওয়াড়া, শ্রীকাকুলাম শহরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন টিডিপি সমর্থকেরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জন বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ। টিডিপির অভিযোগ, চন্দ্রবাবু নায়ডুকে ফাঁসাতে রাজ্যের শাসকদল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের নির্দেশে মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়েছে সিআইডি। এই অভিযোগ অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির দল।অন্যদিকে, সোমবার সকালেই রাজামহেন্দ্রভারম কেন্দ্রীয় জেলে নিয়ে আসা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি প্রধান চন্দ্রবাবুকে। উল্লেখ্য, ' স্কিল ডেভেলপমেন্ট' মামলায় গত শনিবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র প্রধান চন্দ্রবাবুকে গ্রেফতার করার পর মধ্যরাত অবধি চলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। তার পরেই রবিবার সকালে চন্দ্রবাবুকে পেশ করা হয় বিজয়ওয়াড়ার দুর্নীতি বিরোধী আদালতে। সন্ধ্যায় টিডিপি প্রধানকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর ঘোষণা করে আদালত।

বিনোবা ভাবের ১২৯- তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই

নিজস্বসংবাদদাতা,১১সেপ্টেম্বরঃবিশিষ্ট গান্ধীবাদী সমাজকর্মী বিনোবা ভাবে । 'ভূ-দান' আন্দোলন ও 'সর্বোদয়' আন্দোলনের অগ্রণী এক মহ প্রাণ । তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দুঃস্হ ও গরীব মানুষের কল্যাণে ।বিনায়ক নরহরি বিনোবা ভাবে (Vinoba Bhave) ১৮৯৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের রায়গা জেলার Gagode -এ জন্মগ্রহণ করেন এক চিপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে । বাবা নরহরি শম্ভু রাও , মা রুক্মিনী দেবী । বিনোবা ভাবে পড়াশোনা করতে করতেই গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং প।।শোনা অসমাপ্ত রেখেই ওয়ার্দ্ধা আশ্রমে যোগ দেন । সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে কারারুদ্ধ হন । তাঁর লক্ষ্য ছিল সকলের উন্নয়ন । কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও জনকল্যাণ করা সম্ভব -- তা নিজের কাজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ।১৯৫১ সালে অধুনা গঠিত তেলেঙ্গানা রাজ্যের পোচামপাল্লি গ্রামের পঞ্চায়েত সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি সমবেত গ্রামবাসীদের উদ্দেশে নিজেরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ভূমিহীনদের মাঝে ভূমি দান করার আহ্বান জানান । তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে একজন ভূ-স্বামী অঙ্গীকার করেন , তিনি তার পক্ষ থেকে ১০০ একর জমি গ্রামের ভূমিহীনদের মাঝে বিলিয়ে দেবেন । এভাবেই শুরু হয় । বিনোবা ভাবে এরপর পুরো ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে (১৩ বছর ধরে) ভূমি দান করার জন্য জমিদার , সামন্তপ্রভু , ভূ-স্বামীদের বোঝাতে লাগলেন । তাঁর উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলনের নাম হয় 'ভূ-দান আন্দোলন' । শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ একরেরও বেশি জমি পুনর্বন্টন করা হয় । এই আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে বেশিরভাগ রাজ্যের সরকার ভূ-দান আইন প্রণয়ন করে । গরিব , ভূমিহীন , বর্গাচাষীদের কৃষিকাজের জন্য বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয় ।১৯৫৮ সালে তিনিই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ম্যাগসেসে পুরস্কার পান । ১৯৮২ সালের ১৫ নভেম্বর এই মহ প্রাণের জীবনাবসান হয় । মৃত্যুর পর তাঁকে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হয় । তাঁর স্মরণে প্রকাশিত হয় ডাকটিকিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ২৫ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৩৪ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৭০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃজীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ
বৃষভ রাশিঃআপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। অনুগ্রহপূর্ণভাবে তাঁদের সাহায্য
মিথুন রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন তর্কে পাওয়ার কিছু নেই বরং কেবল
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি দেওয়ার চেয়ে বেশি অঙ্গীকার ।
সিংহ রাশিঃআপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে
কন্যা রাশিঃএকটু আধটু শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন-
তুলা রাশিঃঅনাকাঙ্খিত চিন্তাগুলি আপনার মন দখল করে রাখতে পারে। নিজেকে শারীরিক কসরতে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করুন কারণ খালি মস্তিস্কই
বৃশ্চিক রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে.শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি
ধনু রাশিঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। কিন্তু বেশি চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই-
মকর রাশিঃআপনার কাজ করে দেবার জন্য অন্যকে চাপ দেবেন না এবং বাধ্যও করবেন না। অন্যের চাহিদা এবং আগ্রহের দিকে খেয়াল রাখুন- এতে অপার
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে।শুভদিনহবে
মীন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজ, আপনি কোনও

জয়নগরের ৭২ টি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে সাপ সম্পর্কিত প্রশিক্ষন ও সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বিষধর ও বিষহীন সাপের কামড় থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে এবার প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল জয়নগরে সোমবার। ইদানীং সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় সাপের উপদ্রব বেড়ে গেছে। দেখা গেছে সচেতনতার অভাবে সাপকে মেরে ফেলা হচ্ছে। সময়মত চিকিৎসকের কাছে না যাওয়ায় মৃত্যু ঘটছে। তাই এই সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবার স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকা দের প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এলো ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থা। মূলত স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রী সহ সাধারণ মানুষকে সাপ সম্পর্কিত বিষয়ে সম্যক ধারণা

দিতে এদিনের এই সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন শিবিরের আয়োজন করেছিল জয়নগর উওর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ।এদিন এই চক্রের অধীন জয়নগর ১ নং ব্লকের ৫৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৭ টি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে জয়নগর থানার সরবেড়িয়া টি এস সনাতন হাইস্কুলে এই প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উওরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ তাপস ভট্টাচার্য,বিদ্যাসাগর কলেজের প্রভেসর ডঃ নীলমেন্দু নাথ,ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার বিজন ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন সরদার, জয়নগর পূর্ব চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ সহ আরো অনেকে। এদিন শিক্ষক শিক্ষিকাদের কালাচ সাপ সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য তুলে ধরা হয়। এই সাপের কামড়ানোর লক্ষন কি,কামড়ানোর পর কি করনীয়, কোথায় গিয়ে চিকিৎসা করার দরকার সে বিষয়ে তুলে ধরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য। এছাড়া চন্দ্রবোড়া সহ একাধিক সাপের কামড়ের লক্ষন তুলে ধরা হয়।বিষহীন ও বিষধর সাপের কামড়ের লক্ষন কি ভাবে বোঝা যায় তাও তুলে ধরা হয় এই দিন। আর এদিন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে এসে সাপ সম্পর্কিত অনেক কিছু জানতে পেরে খুশি শিবিরে আসা শিক্ষক শিক্ষিকারা।এদিন বিষধর ও বিষহীন জ্যান্ত সাপ এনে ও দেখানো হয় প্রশিক্ষণ রত শিক্ষক শিক্ষিকাদের। আগামী দিনে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় সাপ সম্পর্কিত সচেতনতা মূলক শিবিরের কাজ তাঁরা চালিয়ে যাবেন বলেও জানালেন তাঁরা।

পুজোয় শহরবাসীকে ঝাঁ চকচকে রাস্তা বোনাস দিতে ৪ কোটি বরাদ্দ করল পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোয় শহরবাসীকে ঝাঁ চকচকে রাস্তা বোনাস দিতে এবার উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। পুরসভার তরফে যার জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংস্কার করা হবে বড়বাজারের কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট ও উত্তর কলকাতার কাশীপুর রোডের একটি অংশ।
কাশীপুর রোডের প্রায় এক কিলোমিটার অংশ এবং খিল রোড ক্রসিং এবং দক্ষিণে চিপুর সেতুর মধ্যে মেরামত করা হবে। সূত্রের খবর, প্রায় এক মাস আগে ভূগর্ভস্থ ড্রেনেজ লাইন বসানোর কাজ শেষ হলেও তারপর থেকে রাস্তাটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। রাস্তার একপাশে পাইপ বসানোর কাজ করা হয়েছিল কিন্তু অন্য পাশটিও খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যা পরে আর সারানো হয়নি।
কেএমসি সূত্রের খবর, ইতি মধ্যেই রাস্তা মেরামত করার জন্য একজন ঠিকাদারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত পুজোর পরে কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে সড়কটি দ্রুত

সংস্কারের জন্য স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে কলকাতার ট্রাফিক বিভাগ ও বিষয়টি কেএমসির কাছে তুলেছে। কালী কৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট, যার উপরে একবার বিবেকানন্দ ফ্লাইওভার চলাচল, কাঠামো ভেঙে যাওয়ার পর থেকে এটি মেরামত করা হয়নি। পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁরা পুজোর আগে কালী কৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটে মেরামত শুরু করার পরিকল্পনা করছেন। কাজ শেষ হতে কিছুটা সময় লাগবে।

জয়নগরে পঞ্চায়েতে জয়ী তৃনমূল সদস্যদের বিশেষ সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১১ সেপেটম্বর ঃ জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার বিকালে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে বিশেষ সংবর্ধনা সভা হয়ে গেল বিধায়কের উপস্থিতিতে। এদিন জয়নগর বিধানসভার ১২ টি পঞ্চায়েতের গ্রাম সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য ও জেলা পরিষদের বিজয়ী তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্যদের বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা দেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এদিন বিধায়ক সহ উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াংকা মন্ডল, জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল চন্দ্র নস্কর, জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ সহ আরো অনেকে।

মারপিট ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে হোগলা থেকে ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ গত ৭ ই সেপ্টেম্বর জয়নগর থানার হোগলা এলাকায় জমি জমা নিয়ে গন্ডগোলে প্রতিবেশি এক ব্যক্তিকে মারধর ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত এক ব্যক্তিকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গত ৭ ই সেপ্টেম্বর জয়নগর থানার হোগলা এলাকায় জমি জমা নিয়ে বচসা ও পরে মারপিঠ এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগের ঘটনায় ৮ ই সেপ্টেম্বর জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ শনিবার হোগলার বা।ি থেকে নুর ইসলাম মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

হাওড়া জেলা পরিষদে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষদের নাম ঘোষণা করা হল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া জেলা পরিষদে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষদের নাম ঘোষণা করা হল। সোমবার কর্মাধ্যক্ষদের নাম ঘোষিত হয়। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই নতুন মুখ। জেলা পরিষদ সূত্রের খবর, এবার জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন আলি জুলফিকার মোল্লা। তাপস মাইতি হয়েছেন পূর্ত, কার্য ও পরিবহণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ। কৃষি, সেচ ও সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন বিমল কুমার দাস। শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রী।া দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন সুলেখা পাঁজা। শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রিজিয়া খাতুন। বন, ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন মানস কুমার বসু। মস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন শেখ সেলিমুল আলম। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন নাসিমা বেগম কাজি এবং ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যু ও অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন গোপা মাইতি।

আইসিডিএস সেন্টারে শিশু খাদ্যে পোকামাকড়, অভিভাবকদের অভিযোগ বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের কালিতলা পঞ্চায়েতের ১০২নম্বর আইসিডিএস সেন্টার এর ঘটনা। যদিও এই বিষয়ে আইসিডিএস সেন্টারের শিক্ষিকা বিথীকা গায়নের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ওই সেন্টারের দিদিমণি বিথীকা গাইনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করেন বাচ্চাদের খাবারে দেখা ছোট ছোট পোকামাকড় চড়ে বেড়াচ্ছে ও পোকামাকড়ের লার্ভা পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ। আরো অভিযোগ যে ওই সেন্টারে রান্নাঘর ও পানীয় জলের বেহাল দশা।

অপরদিকে, আইসিডিএস সেন্ট।রের রাঁধুনিদের অভিযোগ ছয় থেকে আট মাস আগে চাল দিয়েছে সেই কারণে এরকম অবস্থা। এই বিষযে. এলাকায় শুরু হযেছে রাজনৈতিক তরজা। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ডলের সভাপতির তরুণ মন্ডল তিনি বলেন এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে শাসক

দলের নেতারা জড়িত আছে।এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা সুরজি বর্মন,তিনি জানিযেছেন আইসিডিএস প্রকল্পটি কেঃদ্র এবং রাজ্য যৌথ প্রকল্প চলে ।কিন্তু দীর্ঘ দেড় বছর ধরে কেঃদ্রীয .সরকার এই প্রকল্পে কোন অনুদান দেন না, সম্পূর্ণ খরচ রাজ্যে সরকার বহন করে থাকে,এর জন্য উচ্চ স্তরে আলোচনা চলছে অতি দ্রুত এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে ।

শ্রীরামপুর পৌরসভায় চাকরি দেওয়ার নাম করে ফেসবুকে ভুয়ো বিজ্ঞাপন, ধৃত চার

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ পৌরসভায় চাকরি দেওয়ার নাম করে ফেসবুকে ভুয়ো বিজ্ঞাপন। প্রশিক্ষণ দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগে শ্রীরামপুরে গ্রেফতার চার যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সুজিত সিং, সৈকত মণ্ডল, সুমিত হালদার ও মৈনাক চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর পৌরসভায় চাকরি দেওয়া হবে- কয়েকদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে এমন একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। তাতে আগ্রহও দেখান বেশ কয়েকজন। পৌরসভার একটি হল ভা।া নিয়ে সেখানে নিয়োগ প্রার্থীদের ফর্ম ফিলাপও করানো হয়। সেখানে চাকরি প্রার্থীরা যান। তাঁদের প্রশিক্ষণ হবে বলে আশ্বাসও দেওয়া হয়। ফর্ম ফিলাপ ও প্রশিক্ষণবাবদ টাকাও নেওয়া হয়। রবিবার এই খবর চাউর হতেই ন।চে।ে বসে পৌরসভা। পৌরসভার পক্ষ থেকে সেই বিজ্ঞাপন-সহ থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। শ্রীরামপুর পৌরসভার হলে এই কাজ চলার সময় চার যুবককে গ্রেফতার করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন বালি ও দু'জন সিঙ্গুর ও একজন হরিপাল এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়। চাকরি দেওয়ার কোনও বিজ্ঞাপন বা নোটিস পৌরসভার তরফে দেওয়া হয়নি বলে জানান পৌরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা। পৌরসভার তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা মনে করছেন, ধৃতরা কোনও বড় প্রতারণা চক্রের সঙ্গেই জড়িত, যাঁরা চাকরি দেওয়ার নাম করে বাজার থেকে টাকা তোলেন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের নাম জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ডাকাতির আগেই ধৃত ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ জয়নগর থানার পুলিশের তপরতায় ডাকাতির আগেই জয়নগর থেকে ধৃত এক জনকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ জয়নগর থানার জয়নগরে সন্দেহজনক ভাবে এক ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্দেহ হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত একজন হল নিতাই বসু, বাড়ি বারুইপুর থানার মল্লিকপুর এলাকায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

সাপের কামড়ে মৃত্যু এক শিশু

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের কোঠাবারি এলাকার ঘটনা। মৃত শিশুর নাম শাহিন সরদার(৬)। জানা গেছে রবিবার রাতে বাবার সাথে গ্রামেরই এক দোকানে খাবার কিনতে যায় শিশুটি এবং সেখানে তার পায়ে সাপে কামড় দেয় । বাচ্চাটির বাবা বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় স্যান্ডেলেরবিল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানকার ডাক্তাররা চিকিৎসার পর, তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হাওয়ায় বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বসিরহাট হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা শাহিন সরদার কে মৃত বলে ঘোষণা করে।

কৈজুরী সীমান্তে আটক দুই

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত পার হযে.ভারতে ঢোকার অপরাধে দুই ব্যক্তিকে আটক করে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল বিএসএফ। পুলিশ সূত্রে খবর রবিবার রাতে স্বরূপনগরের ভারত বাংলাদেশের কৈজুরী সীমান্ত দিযে.অবৈধভাবে দুই ব্যক্তি ভারতে ঢোকে , সেখানে কর্তব্যরত বিএসএফ জওযানরা তাদেরকে দেখতে পেযে. তাদেরকে আটক করে এবং স্বরূপনগর থানার পুলিশর হাতে তুলে দেয়। জানা গেছে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন নেপালের বাসিন্দা আর একজন বাংলাদেশের বাসিন্দা। পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

লিলুয়ায় টোটো তৈরির কারখানায় আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে গেল প্রায় দে। শতাধিক টোটো ও স্কুটি গাড়ি। সোমবার সকালে হাওড়ার লিলুয়ায় ওই টোটো ও ইলেকট্রিক স্কুটি তৈরির কারখানায় আগুন লাগে। অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় দেড় শতাধিক নির্মীয়মাণ গাড়ি। এদিন লিলুয়া থানা এলাকার কোনা হাইরোডে ঘটে ওই ঘটনা। যদিও এই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ইলেকট্রিক স্কুটি ও টোটো তৈরির কারখানায় আগুন লাগে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। ঘন্ট।খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অনুমান, কারখানায় ওয়েল্ডিং করার সময় ওই আগুন লাগে।

হাওড়ায় রোলার স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিল শতাধিক প্রতিযোগী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ নারায়ণা স্কুল, হাওড়া আয়োজিত রোলার স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিল বিভিন্ন স্কুলের দে। শতাধিক প্রতিযোগী। স্কেটার্স ওয়ার্ল্ড ক্লাব দ্বারা পরিচালিত এই প্রতিযোগিতা এই প্রথমবার হাওড়ায় আয়োজন করা হলো বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। রবিবার সকালে স্কুল ক্যাম্পাসেই ওই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে মোট ১৫৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ৫-৭, ৭-৯, ৯-১১ এবং ১১-১৪ বছরের প্রতিযোগিরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। স্কুলের তরফে ভাইস প্রিন্সিপাল অতনু চক্রবর্তী বলেন, এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হলো স্কেটিং সম্পর্কে বাচ্চাদের সচেতন করা। তাদের জেনারেল ফিটনেস বাড়ানো। ফিট ইন্ডিয়া, বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা, বেসরকারি হাসপাতাল আমাদের সহযোগিতা করেছেন। বাচ্চাদের মধ্যে খেলাধুলার মানসিকতা বা।িতে তোলাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই খেলার প্রচলন আগে এতো ছিলনা। আমরাই হাওড়ায় প্রথম এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। যেভাবে প্রথম বছরেই অভূতপূর্ব সাড়া পেলাম তাতে এই প্রতিযোগিতা বছরে দু'বার করা যায় কিনা তা নিয়েও আমরা আলোচনা করব। বিভিন্ন স্কুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কেটিং অ্যাকাডেমি থেকেও বাচ্চারা আজকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। নারায়ণা স্কুল, হাও।ার রোলার স্কেটিং কোচ বিপিন মিশ্র জানান, রোলার স্কেটিং এর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় বহু ছেলেমেয়েরা অংশ নিচ্ছে। শরীর ফিটনেসের জন্য খেলাধুলার মূল্য অপরিসীম। নারায়ণা স্কুল, হাওড়া এবং রোলার স্কেটিং এর বিভিন্ন সংস্থার কোচেরা আমাদের পাশে সর্বতোভাবে এগিয়ে এসেছেন।

হাওড়ায় খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার মালিপাচঁঘড়া থানা এলাকায় খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সঞ্জীব কর্মকারকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। তাঁকে ব্যারাকপুর থেকে রবিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার হাওড়ার সালকিয়ার বাসিন্দা শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় নিজের বাড়ি থেকেই। তিনি হাওড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। জানা যায় নিজের বাড়িতে পূর্ব পরিচিত সঞ্জীবের সাথে মদ্যপান করছিলেন শঙ্খ। অভিযোগ, তখনই বিবাদের জেরে মদের বোতল ভেঙে সঞ্জীব খুন করে শঙ্খকে। সোমবার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। খুনের সঠিক কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

জলে তলিয়ে মৃত নাবালক, হাওড়ার শিবপুর ঘাটে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ জলে তলিয়ে মৃত নাবালক। হাওড়ার শিবপুর ঘাটে চাঞ্চল্য। বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে তলিয়ে গেল এক নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেল নাগাদ হাওড়ার শিবপুর গঙ্গার ঘাটে। জানা গেছে ওই কিশোরের নাম ধরম সাউ। ঘটনার পর শিবপুর থানার পুলিশ বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং ডুবুরিকে খবর দেয়। জলে তল্লাশি চালিয়ে পরে তার দেহ উদ্ধার করে। নাবালককে জল থেকে উদ্ধারের পর আনা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। হাওড়া হাসপাতালের চিকিৎসক নাবালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, এরপরই মৃতের পরিবার পরিজনেরা মৃতদেহ নিয়ে জেলা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান। পুলিশ বাধা দিলেও তারা কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ।

৯ /১১ হামলার ২২ বছর! আমেরিকার ইতিহাসের এক কালো দিন

১১ সেপ্টেম্বর ঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, দিনটি আধুনিক মানব সভ্যতার একটি কালিমালিপ্ত দিন ছিল। এই দিনটি আমাদের জাতি এবং বৃহত্তরভাবে বিশ্বে যে প্রভাব ফেলেছিল তা সত্যিই নিন্দনীয়। এই দিনটিতে প্রায় প্রায় ৩,০০০ নিরপরাধ জীবন বিনা কারনেই শেষ হয়ে যায়। এই দিন আমেরিকার ওয়ার্ল্ডে ট্রেড সেন্টার টাওয়ার ধ্বংস এবং পেন্ট।গনের ক্ষতি মানব সভ্যতার উপর দানবীয় ও ক্রুর সন্ত্রাসবাদের কঠিন আঘাত টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল মানবিকার সংজ্ঞাকে।সেই দিনের ক্ষত আজ ও বয়ে বে।াচ্ছে আধুনিক মানব সভ্যতা। ৯১১ ঐ দিনের ঘটনা সত্যিই বেদনাদীর্ণ করে হৃদয় কে, ঠিক কী ঘটেছিল ঐ দিনটিতে? ০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। আমেরিকার বুকে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। নিমেষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায় টুইনস টাওয়ার্স'। ঐ দিনটিতে আমেরিকার বুকে মোট চারটি বিমান হামলা চালিয়েছিল আল-কায়দার জঙ্গিরা। ঘটনার দিন সকালে, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দার ১৯ জন জঙ্গি আলাদা আলাদা বিমানবন্দর থেকে চারটি বাণিজ্যিক বিমান ছিনতাই করে। এর পর বন্দুক, বোমা, গোলাবারুদ সঙ্গে নিয়ে চারটি দলে ভাগ হয়ে চেপে বসে সেই বিমানগুলিতে। প্রথম দু'টি বিমান নিয়ে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার্সে' হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। সেই সময়ে বিশ্বের পাঁচটি সবচেয়ে উঁচু বহুতলের মধ্যে দু'টি ছিল টুইন টাওয়ার্স।প্রথম বিমানটি সকাল ৮টা ৪৬ মিনিটে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্ট।রের উত্তর মিনারের ৯৩ তলা থেকে ৯৯ তলার মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মারে। ঠিক সাত মিনিট পর অর্থাৎ, ৯টা ৩ মিনিটে দ্বিতীয় বিমানটি নিয়ে আঘাত হানে জঙ্গিরা। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দক্ষিণ মিনারের ৭৭ তলা থেকে ৮৫ তলার মধ্যে আছড়ে পড়ে সেটি।এই দুই বিমানে মোট ১০ জন জঙ্গি ছিল। দু'টি বিমানে মোট যাত্রী এবং বিমানের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৭। এই দুই হামলায়

মৃত্যু হয়েছিল মোট ২,৭৬৩ জনের। এর পর দু'ঘণ্টার মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার্স' ধুলোয় মিশে যায়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চত্বরের আরও একটি ৪৭ তলা ভবন ভেঙে পড়ে। অন্য দু'টি বিমান নিয়ে দেশের রাজধানী ওয়াশিংটনে হামলা চালানোর ছক কষেছিল জঙ্গিরা। তৃতীয় বিমানটিতেও ছিল পাঁচ জঙ্গি। যাত্রী এবং বিমানের সদস্যদের মিলিয়ে ৫৯ জন বিমানটিতে ছিলেন। ৯টা ৩৭ মিনিটে বিমানটি গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে ভার্জিনিয়ার আর্লিংটন কাউন্টি তে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর পেন্ট।গনের একটি দেওয়ালে। এই ঘটনায় প্রান হারায় মোট ১৮৯ জন। চতুর্থ বিমানের যাত্রীরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার পর তা পেনসিলভেনিয়ার একটি গ্রামে আছড়ে পড়ে ১০টা ৩ মিনিটে। সেই বিমানটিতে চার জন জঙ্গি ছিল। তাদের পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছিল আরও ৪০ জনের।এই চার জঙ্গি হামলায় সব মিলিয়ে ৯৩টি দেশের প্রায় তিন হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। আহতও হয়েছিলেন বহু মানুষ।বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে আগে পার্ল হারবারে আমেরিকার নৌবাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছিল জাপানের বায়ু সেনা। তার পর থেকে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সেই হামলাই আমেরিকার মাটিতে হওয়া সবচেয়ে মারাত্মক হামলা। মানব সম্পদের পাশাপাশি , আর্থিক ও আর্থসামাজিক ভাবেই যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয় আমেরিকা। এই হামলার প্রভাব পড়ে আমেরিকার অর্থনীতি এবং বিশ্ববাজারেও। এর পর ২০০৬ সালে আবার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০১৪ সালে তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় নিহতদের স্মরণে তৈরী হয় স্মৃতিসৌধ। ৯১১ এই নারকীয় হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছিল আল-কায়দা। মনে করা হয়, এই হামলার নেপথ্যে মূল মাথা ছিল আল-কায়দা প্রধান ওসামা-বিন-লাদেনের। তবে অপর এক আল-কায়দা নেতা খালিদ শেখ মহম্মদকে ৯১১ হামলার প্রধান স্থপতি' হিসাবে চিহ্নিত করেছিল আমেরিকা।খালিদকে ২০০৩ সালে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার পর থেকে তিনি আমেরিকার গুয়ানতানামো কারাগারে বন্দি। লাদেন প্রাথমিক ভাবে হামলার দায় অস্বীকার করলেও আমেরিকা কখনওই সরকারি ভাবে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার দায় লাদেনের উপর চাপায়নি।তবে তানজানিয়ার দার এস সালাম এবং কেনিয়ার নাইরোবিতে থাকা আমেরিকার দূতাবাসে হামলা চালানোর জন্য এফবিআই-এর মোস্ট ওয়ান্টে ড' তালিকায় ছিলেন লাদেন।এর পর থেকে আমেরিকার গোয়েন্দারা ১০ বছর ধরে লাগাতার খোঁজে চালাতে থাকে লাদেনের। ২০১১ সালের ১মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে আমেরিকার বিশেষ বাহিনীর গুলিতে লাদেনকে খতম করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এই ঘটনা মানব সভ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেললেও একে অপরকে সমর্থন করার জন্য একত্রিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বীরত্ব এবং নিঃস্বার্থ ও একাত্ব হয়ে মানব সমাজ কে রক্ষা করার জন্য যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তা সত্যিই প্রসংশনীয়। ৯১১ হামলা বিশ্বমঞ্চে গভীর প্রভাব ফেলেছিল,আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুনর্নির্মাণ, সন্ত্রাস দমন নীতি, গোয়েন্দা-আদান-প্রদান এবং কূটনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তবে এর পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ নির্মূল এবং শান্তি প্রচারের ক্ষেত্রেও সমগ্র বিশ্ববাসী একত্রে কাজ করেছে যা অবশ্যিই দৃষ্টান্তসূচক। প্রতি বছরই এই দিনটি ঘুরে ঘুরে আসে, তবে ধ্বংসের পর যেমন আবার নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। সেই দিনের ক্ষত সারিয়ে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজ তৈরী করতে সক্ষম হয়ে আজকের প্রজন্ম। তবে এই ঐক্য এবং স্মরণ এক দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিজেদের জীবনের প্রতিদিনের সঙ্গে একে সম্পৃক্ত করে তুলে নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সুদৃ। করে তুলতে হবে যা সমগ্র মানবজাতিকে সংজ্ঞায়িত করে সহনশীলতা, সহানুভূতি এবং ভাগ করা মূল্যবোধের গুরুত্বের অনুস্মারক হিসাবে কাজ করবে।

শিবপুর থানা থেকে কামানের সেল গেল ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় ৫-৬ মাস আগে শিবপুর থানা এলাকায় জলের পাইপ লাইনের জন্য মাটি খোঁড়ার সময় উদ্ধার হয়েছিল দুটি শক্তিশালী কামানের সেল। সেগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার সেল বলে অনুমান বিশেষজ্ঞদের। সোমবার শিবপুর থানা থেকে এই সেল দুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি বিপ্লব রায় বলেন, প্রায় ৬ মাস আগে শিবপুর থানায় দেখানো হয় থানা চত্তরে জলের লাইনের জন্য মাটি খোঁড়ার সময় দু'টো লোহার বস্তু পাওয়া গিয়েছে। এই বস্তুগুলো নাড়াচাড়া করে দেখা গেল এগুলি কামানের সেল। কোন কারণে এই সেল বিস্ফোরণ ঘটেনি। ডিফিউস হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন মাটির তলায় পড়ে ছিল। এই খবর জানার পর থানার আধিকারিককে দরখাস্ত করি স্টেট জুডিশিয়াল মিউজিয়াম এবং রিসার্চ সেন্টারে সংরক্ষণ করার জন্য দেওয়া হোক। পুলিশ আধিকারিকের একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সুপার রাজেন্দ্র যাদবকে জানানো হয়। তিনি এই সেল প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দেন। সেই অনুমতি পাওয়ার পর হাওড়া জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানানো হয় তাদের হাতে ওই দু'টি সেল তুলে দেওয়ার জন্য। এই সুত্র ধরে আমাদের হাতে এই সেল তুলে দেওয়া হয়েছে। এটাকে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর সেনা এবং বন্দুক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করে জানা হবে এটি কোন সালে এবং কোন কোম্পানি তৈরি করেছে। গঙ্গার পাড় দিয়ে একাধিক যুদ্ধ হয়েছে, গোলাগুলি চলেছে। অনুমান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগের সময়ের। সেলের গায়ে ১৮ একটা সংখ্যা দেখা গিয়েছে। এটা সাল বলে মনে হচ্ছে। সাল এবং কোম্পানির নাম জানলেই বোঝা যাবে এটা কোন সময়ের সেল। ক্যানন এবং আর্টিলারি বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এর দিনক্ষণ, কাল জানতে পারব। এর থেকে একটা অজানা ইতিহাস বেরিয়ে আসবে। তখন জানতে পারা যাবে কেন এখানে এই কামানের গোলা ছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ ভাদ্র, ১৪৩০

সর্বধর্মের সমন্বয়ে বাংলা

সম্পাদকীয়

বঙ্গবাসীরা রামচন্দ্রকে নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করছে না। বাংলার বাসিন্দারা মনে করে যে রামচন্দ্রকে নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের এগিয়ে আসা উচিত নয়। রাজনৈতিক দল দেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকে। সেখানে যদি ধর্মকে বা রামচন্দ্রকে নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে তাহলেই মুশকিল। বাংলার লোকেরা সেই কারণে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলতে রাজি নয়। বাঙালিরা বরবারই রাজনীতির চিন্তাভাবনা একটি ভিন্নমত পোষন করে থাকে। সেখানে রাম বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও স্থান নেই। সেখানে শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব ছাড়া আর কোনও বিষয় থাকে না। এবার এই বাঙালি যখন কোনও ধর্মস্থানে যায় তখন সেখানে আবার ধর্ম ছাড়া কোনও কথা ভাবতে পারে না। বৃন্দাবনে যদি কোনও বাঙালি পরিবার যায় তাহলে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কারোর কথাকে আমল দেয় না। ঠিক তেমনি আবার কেউ যদি তারাপীঠ যায় তাহলে সে সেখানে মা তারা ছাড়া আর কারোর কথা ভাবে না। সেই একই লোক যদি আবার শান্তিনিকেতন যায় তাহলে সে সেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কারোর কথাকে আমল দিতে চায় না। আসলে ধর্মীয় স্থানকে সব সময়ে রাজনীতি মুক্ত অবস্থায় দেখতে চায় বাঙালিরা। কিন্তু বেশ কিছু রাজ্য রয়েছে যারা সব সময়ে ধর্মকে সামনে নিয়ে এসে রাজনীতি করে। সেটা হল উত্তর প্রদেশ, বিহারসহ আরও বেশ কয়েকটি রাজ্য। এরা সব ব্যাপারে ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। আজকে যে অযোধ্যায় রাম মন্দির হচ্ছে তা নিয়ে উত্তর প্রদেশের বাসিন্দারা উত্তাল হয়ে গিয়েছে। তাদের কাছে আগে রামচন্দ্র তারপরে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা। সেখানে এখন প্রতিটি প্রায় ঘরে ঘরে রাম চরিত নিয়ে চর্চা করা হচ্ছে। সমস্ত দিন টিভি খোলা রয়েছে। সব চ্যানেলে অযোধ্যার রাম মন্দির দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। শুরু হয়েছে রামের ভজনা। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের সদস্যরা জয় শ্রীরাম বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে বর্তমান সরকার চায় না বাংলা রামের ভজনা করুক। রামের কোনও নাম যাতে কেউ না করতে পারে তার জন্যই শাসক দল কৌশল করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে শাসক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে জয় শ্রীরাম বলতে সরকারের কোনও বাধা নেই। বিরোধী দল সরকারের নামে বদনাম করতে শুরু করে দিয়েছে। শাসক দলের নামে অপপ্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। যারা রামের ভক্ত তারা ঘরে বসেই শ্রীরামের পুজো পাঠ করতে পারে। সেখানে তো সরকার কোনও রকমভাবে বাধা দিচ্ছে না। মন্দিরে যেতে কাউকে বাধা দেওয়া হচ্ছে না। কলকাতার রাম মন্দিরে রামের হোম ও পুজো পাঠ হয় রোজই। সন্ধ্যায় করা হয় রামের আরতি। নিত্য পুজোর আয়োজন যথারীতি চলে। সেখানে কোনও রকমভাবে বাধা দেওয়া হয়নি। তবে হিনদু ধর্মানুসারে পুজোপাঠ শুরু হয়। রামচরিত মানস পাঠ করে পণ্ডিতেরা। রামচন্দ্র বাংলার লোক না হলেও বাংলা সব সময়ে রামের ভক্ত রয়েছে এবং থাকবে। কংগ্রেস দলের নেতা রাহুল এবং সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা তিনিও মুখে রামনাম শুনতে পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা বলেছেন, রামচন্দ্র কারোর একার সম্পত্তি নয়। রামচন্দ্র সবার। ভগবান রাম সকলের কল্যাণ চান। সেই কারণে তিনি রামের নাম করছেন। অতীতে গান্ধি পরিবার ধর্মনিরপেক্ষকে সামনে রেখে দেশকে শাসন করে এসেছে। ফলে সেই সময়ে কংগ্রেসের কোনও নেতারা কোনও ধর্মীয় চরিত্রকে বেশি করে প্রাধান্য দেয়নি। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে প্রবেশ করায়নি। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শাসক দল যেভাবে রামকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে তাতে মুশকিলে পড়ে যাচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি। কংগ্রেস দলের সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা বলে দিয়েছেন যে এদেশে রামের কপিরাই শুধু বিজেপি বা আরএসএসের নয়। তিনি সকলের। যুগ যুগ ধরে ভগবান রামের চরিত্র ভারত মহাদেশকে মানব সভ্যতাকে ঐক্যবদ্ধ করার সূত্র হিসাবে কাজ করেছে।

তন্ত্র সাধানার দেশ ছিল বাংলা

বাংলায় এক সময়ে তন্ত্র সাধনা প্রসার লাভ করেছিল। সেই তন্ত্র সাধনাকে পরাস্ত করতে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লীলাকে গ্রহণ করে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। পুজোপাঠ করে ভগবানের সাধনা করার চেয়ে ঈশ্বরের নামকীর্তন করলে তাকে পাওয়া সম্ভব হয় বলে প্রচার করলেন চৈতন্যদেব। তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের মধ্যেই ঈশ্বরের নাম রয়েছে। তার নাম কীর্তন করলেই ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। আধুনিক যুগে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণনামে ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাম নাম বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে রামকে নিয়ে যখন পাঁচালি রচনা হতে থাকে। রামকে নিয়ে বাংলার বহু কবিরা পাঁচালি রচনা করেছিলেন। এই সব পাঁচালি জনপ্রিয় হতে থাকে। রাম এবং কৃষ্ণ বর্তমানে বাংলার দুই ঈশ্বর বলে পরিচিত। তবে বাংলায় রামের পরম ভক্ত হনুমান পুজো হতে থাকলেও তা কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। বাংলা এবং বাঙালিদের কাছে দুই পৌরাণিক নায়ক জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। তার মধ্যে রয়েছেন রাম এবং শ্রীকৃষ্ণ। এরা ছাড়া বাংলা আর কাউকে আপন বলে গ্রহণ করেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রামের মধ্যে ভক্তিনিষ্ঠা যা বাংলাকে মুগ্ধ করেছিল। আর শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লীলা তা বাঙালি রমনীদের কাছে প্রাধান্য লাভ করে। শ্রীরাধাকে বাংলার রমনীরা আপন চরিত্র বলে গ্রহণ করতে শুরু করে। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা বাংলায় জনপ্রিয় হতে থাকে। বাংলার আজও রাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের সম্পদ বা ঈশ্বর বলে জানে। বীর হনুমান বাংলায় পুজিত হতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতার বহু শরীর চর্চার স্থানে বীর হনুমানের মূর্তি বসানো রয়েছে। কলকাতার গঙ্গা ঘাটের ধারে যে সব কুস্তির আখড়া রয়েছে সেখানে বীর হনুমানের পুজো হয়ে থাকে। বীর হনুমানকে শক্তির প্রতীক বলে গ্রহণ করে থাকে বাংলা। সেই কারণে বীর হনুমানের স্থান দেখতে পাওয়া যায় যেখানে মানুষ শরীর চর্চা করছে। সেখানে আবার মন্দির তৈরি করা হয়েছে বীর হনুমানের। তবে এই সব দেবতারা বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে না। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে বা দেবতাকে জড়িত করে রাজনৈতিক চর্চা করতে চায় না বাংলার লোকেরা।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

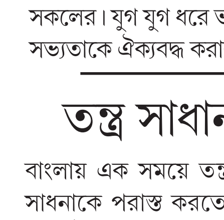

অমৃতময় জল কপটের নিকট
তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও
তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না
মাটির শরীর মাটি হবে মাটি
ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই
কররে খাঁটি অমৃতেরই
এনে নিদান।।।।।।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখ তে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ।

ইতিহাস মনে রেখেছে উৎপল দত্তকে, বিশ্বের দরবারে আজও সমাদৃত তিনি

কৌশিক দাস

'একদিকে নকশালবাড়ি, একদিকে বেশ্যাবাড়ি। বুদ্ধিজীবীরা পথ বেছে নিক।' উত্তরবঙ্গের এক জনসভায় তার উত্তাল উদ্ধৃতি। উৎপল দত্ত। বাংলা নাটক এবং চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় চরিত্র। ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ অবিভক্ত ভারতের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশালের কীর্তনখোলায় জন্ম। পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল কুমিল্লায়। আবার শিলংয়ে মামার বাড়িতে জন্ম বলে তাঁর নিজের লেখায় উল্লেখ রয়েছে। এ নিয়ে ধন্দ রয়েছে আজও। প্রাথমিক পড়াশুনো শিলংযে। বাবার বদলির চাকরি। খানিক পড়াশুনো বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুলে। গিরিজারঞ্জন দত্ত এবং শৈলবালা দত্তের পাঁচ সন্তানের মধ্যে উৎপল ছিলেন চতুর্থ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গিরিজারঞ্জন তৎকালীন সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ ছিলেন। ইংরেজ সরকারের কারাগারের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হিসেবেও নিযুক্ত থেকেছেন। মাধ্যমিক কলকাতার জেভিয়ার্স স্কুলে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকে প্রথম। কলেজ জীবনেই গড়েছেন নাটকের দল। শেক্সপীরীয়ানস্। পরে নাম বিখ্যাত লিটিল থিয়েটার। তারপর যা হয়েছিলো তা বাঙালির নাট্য ইতিহাসে মহাকাব্য। একবার লিটিল থিয়েটার গ্রুপ' থেকে বহিষ্কৃত হয়ে মানুষের অধিকার' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। মিনার্ভা ছেড়ে বেরিয়ে এসে গড়ে তোলেন বিবেক নাট্যসমাজ'। ১৯৭১ সালে রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হয় দলের প্রথম নাটক টিনের তলোয়ার'। এর পর ব্যারিকেড', টোটা', দুঃস্বপ্নের নগরী', তিতুমীর', স্তালিন ১৯৩৪', লালদুর্গ'-এর মতো নাটক মঞ্চস্থ করেন। একলা চলো রে' নাটকেই শেষ বার মঞ্চে অভিনয়। নাটকের পাশাপাশি যাত্রার মঞ্চ থেকেও গ্রামে গঞ্জের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক বোধের সঞ্চার করেন।

অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার, সামাজিক পরিচয়ের সংজ্ঞায় তাঁকে বেঁধে ফেলা কঠিন। নিজে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকেননি, চারপাশের কাউকে হতেও দেননি। সরাসরি রাজনীতিতে না থেকেও, রাজনৈতিক টিপ্পনি করা থেকে বিরত করতে পারেনি কেউ। বরং বাঙালির চেতনার উন্মেষ ঘটাতে বরাবর সূচ ফুটিয়ে গিয়েছেন উৎপল দত্ত্। মিনার্ভার খিলানে খিলানে যা আজো থাকে স্তম্ভিত হয়ে। বার্ড অফ এভোন থেকে গোর্কি থেকে ইবসেন থেকে ব্রেশট্। ফেরারি ফৌজ থেকে

ব্যারিকেড, অঙ্গার থেকে কল্লোল। বনিকের রাজদন্ড থেকে টিনের তলোয়ার। মিথ হয়ে যাওয়া সব উপাখ্যান। গননাট্য থেকে পথনাট্য। না, শুধু নাটক না। 'নাটক করি নিজের দায়ে, সিনেমা করি পেটের দায়ে'। বলেছিলেন আগুন্তকের কিংবদন্তি অভিনেতা উৎপল দত্ত। নাটক বা চলচ্চিত্র জগ নয়, ছোট থেকে পিয়ানোর সুর আকর্ষণ করত উৎপল দত্তকে। পিয়ানো বাদক হওয়া স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু হাতের আঙুলের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় সেই স্বপ্ন ত্যাগ করতে হয়। তবে কলকাতায় থাকার সময় মা-বাবার সঙ্গে থিয়েটার দেখার শুরু। স্কুলের ইংরেজি ভাষার নাটকেও চুটিয়ে অভিনয় করতে শুরু করেন। আর নাটক না থাকলে স্কুলের গ্রন্থাগারই ছিল তাঁর জগৎ। কলেজজীবনে এসে ইরেজি ভাষাতেই নাটক লেখায় হাতেখড়ি। দেশ-বিদেশের সঙ্গীতের অনুরাগীও ছিলেন। কলেজের পর সাউথ পয়েন্ট স্কুলে চাকরি পান। যদিও পরে তা ছেড়েও দেন তিনি। প্রেমিকা জেনিফার পের শশী কপূরকে বিয়ে করেন। দু'জনে পরে সপ্তপদী' ছবিতে দেখানো ওথেলো' নাটকের দৃশ্যের ডাবিং করেন। মধু বসুর মাইকেল দিয়ে শুরু ! বাকিটা সব্বাই জানে।

পদ্মা নদীর হোসেন মিয়া । জন অরন্যের বিশুদা। আগন্তুকের মনমোহন মিত্র। মগনলাল মেঘরাজ থেকে হীরক রাজা। পৃথক পৃথক চলচ্চিত্রে যশশ্বী অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আজও তিনি বিশ্বের বাংলা চলচ্চিত্র এবং নাটকের ইতিহাসে এক পৃথক উপাখ্যান হয়ে রয়েছেন। সত্যজি , ঋষিকেশ, মৃনাল সেন থেকে তপন সিনহা, গৌতম ঘোষ। তাঁকে ঘিরে চলচ্চিত্র বানিয়েছেন সকলেই। আজীবন ঘোষিত বামপন্থী। পথনাট্য থেকে প্রকাশ্য জনসভা। সমস্ত করেছেন। ১৯৬৫ র ২৩ শে সেপ্টেম্বরে দেশদ্রোহের অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়। নকশাল আন্দোলন নিয়ে তীর' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন উৎপল। তাতেও তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। মুম্বইয়ের তাজ হোটেল থেকে স্বেচ্ছায় ধরা দেন উৎপল। আর কখনও কোনও রাজনৈতিক নাটক লিখবেন না বলে মুচলেকা দিয়ে জামিন পেলেও, রাজনৈতিক নাটক লেখা এবং তা মঞ্চস্থ করা থেকে সরে আসেননি তিনি। ১৯৬৭ তে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে গ্রেফতার মুম্বাইয়ে। অবশ্য সেই দেশই, সেই রাষ্ট্রই পরে তাকে ভরিয়েছে জাতীয় থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে। এক স্কুলের শিক্ষক বলেছেন তিনি অতিমানব।

মাত্র ৬ বছর বয়সেই শেক্সপিয়ারের নাটক মুখস্থ বলতে পারতেন। বিশ্বখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রিচার্ড শেখনার তাকে বলেছিলেন পৃথিবীর সেরা তিন নাট্যকারের একজন। চলচ্চিত্র অভিনেতা রবি ঘোষ তাঁকে গুরু মানতেন।

অনর্গল বলতেন এবং জানতেন রুশ, জার্মান, স্প্যানিশ। শেক্সপিয়ারের সাঁইত্রিশটা নাটকের প্রত্যেক লাইন কন্ঠস্থ ছিলো আজীবন। তিনি বাঙাল। তিনি নাট্যকার। তিনি অভিনেতা। তিনি পরিচালক। তিনি কবি। তিনি রাজনৈতিক। তিনি বামপন্থী। তিনি বাঙালি। তিনি উৎপল দত্ত। বলতেন, আমি শিল্পী নই। আমি প্রোপাগাণ্ডিষ্ট।

জি-২০ সম্মেলনে ভারতের নয়া আর্থিক করিডর

রবীন্দ্রকুমার শীল

জি-২০ সম্মেলনে ভারত এবারে আর্থিক করিডর তৈরি করলো মার্কিন সমর্থন নিয়ে। আমেরিকার এই করিডরে সায় রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাশিয়া, চিন এবং পাকিস্তান যে জোট করে ভারতকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে ভাররত তার পাল্টা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত, আমেরিকা, ভিয়েতনাম, ইজরায়েল, গ্রীস, সৌদি আরব এবং ইউরোপ মিলে যে আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তা পড়ে গিয়েছে চিন এবং রাশিয়া। জি-২০ সম্মেলন চলাকালীন নতুন আর্থিক করিডরের রূপ রেখা তৈরি করা হয়েছে এবং তা অনুমোদন লাভ করেছে। এই আর্থিক করিডর ভারত থেকে মধ্য প্রাচ্য- ইউরোপের সঙ্গে সমুদ্রপথ এবং রেলপথ দিয়ে পণ্য চলাচল করবে। চিন ভারতকে কাশ্মীরের আর্থিক করিডরে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। কারণ ভারতের অনুমতি না নিয়ে চিন কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করেছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ বলে স্বীকার করে নেয়নি চিন। চিন পাকিস্তানের অনুমতি গ্রহণ করে তবেই সেখানে আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারত তাতে আপত্তি করে। কিন্তু চিন ভারতের আপত্তির কথাকে মান্যতা না দিয়ে সেখানে চিন সেনা পাঠিয়ে আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত থেকে পণ্য যাবে জাহাজে করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। সেখান থেকে পণ্য রেল পথ ধরে সৌদি আরব হয়ে জর্ডন, ইজরায়েল গিয়ে পৌঁছাবে। তেল আভিভ থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে হাইফা বন্দর কিনে নিয়েছে আদানিরা। হাইফা বন্দর থেকে ফের পণ্য উঠবে জাহাজে। যাবে গ্রীসের পিরাইউস বন্দরে। এই বন্দরটি কেনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আদানি গোষ্ঠী। গ্রীস হতে চলেছে ভারতের কছে ইউরোপের প্রবেশ দ্বার। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভিয়েতনাম সফর করতে শুরু করে দিয়েছেন। ভিয়েতনাম এখন চিনকে একেবারে পচ্ছন্দ করছে না। তারা চিন বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভিয়েতনামের সঙ্গে মার্কিন ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অতীতের ইতিহাসকে ভুলে নতুন ইতিহাস তৈরি করার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ভিয়েতনাম এবং আমেরিকা। তার ফসল ভারতও গ্রহণ করতে পারবে। ভারতের সঙ্গে ভিয়েতনামে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্ক হয়ে রয়েছে। তা আরও বেশি করে বৃদ্ধি পাবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইজরায়েলের হাইফা বন্দর হচ্ছে বড় বন্দর। এই হাইফা বন্দর কিনে নিয়েছে আদানিরা। তার ফলে ভারতীয় পণ্য এখন হাইফা বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে। চিন আমেরিকাকে কোনঠাসা করতে গিয়ে এখন তারা ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। এদিকে ভারতীয় পণ্য ইউরোপে যাতে দ্রুত প্রবেশ করতে পারে তার জন্য এই আর্থিক করিডর তৈরি করা হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ হলে ভারত আন্তর্জাতিক ব্যবসার দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভরতের জি-২০ সম্মেলন সফল হওয়ার ফলে পাকিস্তান একেবারে চুপ করে গিয়েছে। বিশেষ করে সৌদি আরবের রাজ পরিবার আসার ফলে পাকিস্তান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ খানিকটা দমে গিয়েছেন। তিনি এখন আর ভারত বিরোধী কোনও কথা বলতে পারছে না। এদিকে চিনও বেশ খানিকটা ভারতের ওপরে ক্ষুব্ধ। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ভারত এখন ইণ্ডিয়া হবে কিনা তা নিয়ে ব্যস্ত। ভারতের বহু সমস্যা রয়েছে। তার সমাধান করতে চেষ্টা করছে না সেখ নকার প্রশাসন। কিন্তু জি-২০ সম্মেলনে ভারতের নয়া আর্থিক করিডর তৈরি হওয়ার ফলে চিন এবং রাশিয়া একটু চাপে থাকবে। রাশিয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়েছে আমেরিকা এবং ইউরোপ। তার ফলে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপিত হওয়র পথ দেখা দিতে শুরু করেছে। রাশিয়া পণ্য গ্রহণ করার পরিবর্তে ভারতের পণ্য এখন ইউরোপের বাজারকে দখল করবে। চিন পণ্য ইউরোপ গ্রহণ করছে না। তার ফলে ভারতের ব্যবসা ফলপ্রসূত হতে থাকবে। এটাই ভারতের শিল্পপতিদের লাভ। এদিকে জি-২০ সম্মেলন প্রত্যক্ষভাবে করা হলে আগামি নভেম্বর মাসে আবার ভার্চুয়াল সম্মেলন করার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জি-২০ সম্মেলনে কতখানি সাফল্য লাভ করলো তা নিয়ে ভার্চুয়াল সম্মেলন করা হবে। সেখানে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার সযোগ থাকবে। দুইদিন ধরে জি-২০ সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তা নভেম্বর মাসে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। নভেম্বর মাস পর্যন্ত ভারত জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি থাকছে। তার ফলে নভেম্বর মাসে ভারত আর একটি ভার্চুয়াল জি-২০ সম্মেলন করার ডাক দিয়ে রাখলোছ দিনক্ষণ এখনই ঠিক করা হয়নি। তবে আগামি কয়েক দিনের মধ্যে ভার্চুয়াল জি-২০ সম্মেলনের দিন জানিয়ে দেওয়া হবে ২১টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের। কূটনৈতিক শিবিরের থেকে বলা হয়েছে যে জি-২০ সম্মেলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আট সপ্তাহে আবার ভার্চুয়াল জি-২০ সম্মেলন করার নজির অতীতে নেই। ভারত থেকে এবারে আবার নতুন করে ভার্চুয়াল জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন শুরু করা হল। চিন এবং রাশিয়া এতে বেশ ক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে। তবে চিন এবং রাশিয়াকে ভার্চুয়াল সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হবে। রাশিয়া এবং চিনের প্রেসিডেন্ট প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। এবারে নভেম্বর মাসে ভার্চুয়াল জি-২০ সম্মেলন শুরু হলে সেখান রাষ্ট্র নেতারা নিজেদের দেশে বসে বিশ্ব সম্মেলনে যোগ দিতে পারবে এবং তাঁদের বক্তব্য রাখতে পারবেন। 'এক বিশ্ব এক পরিবার এক ভবিষ্যত' নীতিকে সফল করতে প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি আগামি দিনে ভারতকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত কররা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন।

জি-২০ আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'ভারত' শব্দটি গুরুত্ব পেল

প্রধানমন্ত্রী এবারে জি-২০ সম্মেলনে 'ভারত' শব্দটি বেশি করে ব্যবহার করেছেন। তিনি ভারত শব্দটিকে ঐতিহ্যশালী বলে মনে করে থাকেন। সেই কারণে তাঁর নেমপ্লেটের সমানে 'ভারত' শব্দটি লেখা ছিল। তিনি হলেন 'প্রধানমন্ত্রী অব রিপাবলিক ভারত'। ভারত শব্দটিকে আন্তর্জাতিক দরবারে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বলা হয়েছে ইণ্ডিয়া শব্দটি তারা তাদের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দেবে। সেখানে ভারত শব্দটি ব্যবহার করা হবে। এদিকে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী লাভরভ বলেছেন যে তিনি রাশিয়ার প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত থাকার ফলে পশ্চিমী শক্তিগুলি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বেশি কথা বলতে পারেনি। ঘোষণাপত্রে রাশিয়া শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। রাশিয়াকে পরাজিত করতে পশ্চিমী শক্তিশালী আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছে। রাশিয়ার প্রতিনিধি হয়ে দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে তাকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বিশ্ব পরিবেশে উষ্ণায়নকে রুখে দেওয়ার জন্য দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার কথা বলেছিল। তারা কার্যত সে ব্যাপারে কিছুই করেনি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে জি-২০ সদস্য করাতে পশ্চিমী দেশগুলি টেবিল চাপরাতে শুরু করেছে ঠিকই। কিন্তু তাদের মানসিকতা থেকে ঔপনিবেশিক ভাবটা এখনও পর্যন্ত দূর হয়নি। আমেরিকা গোটা বিশ্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে বাধা দিয়ে থাকে। রাশিয়া তা করে না। আমেরিকা মুখে বলে প্রযুক্তি হস্তান্ন্তর করবে। কিন্তু কাজে তা তা করে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অর্ধেক কথাকে সেনেটে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাকরঁ বলেছেন যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নয়াদিল্লিতে আসতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে তাঁর ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জি-২০ সম্মেলন নিরাপত্তা বিষয়ক মঞ্চ নয়, এটা আর্থিক বিনিময় মঞ্চ। কুড়িটা দেশের মধ্যে যোলটি দেশ রাশিয়ার নিন্দা করেছে। জার্মান প্রতিনিধি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে সমর্থন করেছে। ভারত থেকে ব্রিটেন পর্যন্ত একটি রেলপথ তৈরি হওয়ার কথা উঠেছে। বিশ্বের আর্থিক সঙ্কটকে কীভাবে কাটানো যেতে পারে তা নিয়ে এবারে জি-২০ সম্মেনে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যুদ্ধ সংঘাত নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা করা হয়নি। ব্রিটনে বাংলাদেশের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক তৈরি করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে কৃষি ব্যবসা এবং বাণিজ্যের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতি সম্পদ ব্যবসা নিয়ে কথা হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সুনকের। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সুনক চেয়েও বাংলাদেশের প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা বয়সে বড়। সেই কারণে হাসিনার চেয়ারে পাশে হাঁটু গেড়ে ব্রিটেনের প্রধানন্ত্রীকে কথা বলতে দেখা গিয়েছে নৈশভোজের সময়ে। হাসিনাতে তিনি নিজের দিদির মতো সম্মান দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাংলাদেশের সফরের আমন্ত্রণ করেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রিটেনের নয়া ব্যবসা.কি চুক্তি হওয়ার সম্ভাবানা বৃদ্ধি পেল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বুঝতে পেরেছেন যে শুধু মাত্র ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ব্রিটেনকে মাতলে চলবে না। আর্থিক বাজার নিয়ে বেশি করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে ব্রিটেনকে। বাংলাদেশের কৃষি পণ্য সঙ্গে ব্রিটেন ব্যবসায়িক চুক্তি করতে ইচ্ছুক। গ্রিন ক্লাইমেট ফাণ্ড তৈরি করতে ব্রিটেন ২০০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য করবে। ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে বলা হয়েছে যে জলবায়ুর পরিবর্তন রুখতে ব্রিটেনের এই পদক্ষেপ। ব্রিটেন এবারে তথ্য প্রযুক্তি, ওষুধ, রাসায়নিক পণ্য তৈরি করতে দিকে পা বাড়াবে তা বিশ্বকে উন্নয়নের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কোভিড সংক্রমণকালে কোভিশিল্ট আবিস্কার করেছিল। সেই কোভিশিল্ড করোনা রুখতে সাহায্য করেছে। সেই কারণে ওষুধের ওপরে যাতে বেশি করে গবেষণার পথ তৈরি করা যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেন। কোভিশিল্ডকে ভ্যাকসিনকে জনপ্রিয় করেছে ভারতের বিজ্ঞানীরা। তারা গবেষণাপত্র ধরে সফলভাবে কোভিশিল্ট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। তার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে কোভিশিল্ডের জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতের বিজ্ঞানী এবং ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরা এবারে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা করবে ভাইরাসজাত রোগ জীবানুর ওপরে। মানুষের জীবন যাকে কোনও রকমভাবে সংক্রমণজাত রাগ আক্রমণ করে স্তব্ধ করে দিতে না পারে তার দিকে খেয়াল রাখবে এবং তাকে প্রতিরোধ করতে প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন প্রস্তুত করবে। ভারত আজও ব্রিটেনকে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে অর্থ উপার্জন করার পথকে তৈরি করে দিচ্ছে। পরাধীন যুগও ভারতের ওপরে ব্রিটেনের আর্তিক ভরসা ছিল। আজকে স্বাধীন ভারতেও ব্রিটেন আর্থিক ভরসা লাভ করে থাকে। ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক চিরকালই অটুট থাকবে বলে বিশ্বাস করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। যদি এর আগে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছিল। তবে প্রধামন্ত্রী ঋষি সুনক আসার পর থকে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের আর্থিক সম্পর্ক জোরদার হতে শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি এবং ব্যবসা সম্পর্ক মজবুত হতে শুরু করেছে। মোদি বিরোধী শক্তিরা যদি বলতে শুরু করে দিয়েছে যে জি-২০ সম্মেলন করে মোদি এখন লোকসভার নির্বাচনের বৈতরণী পাড় হওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে কূটনৈতিকরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে আগামি লোকসভার নির্বাচন মোদির জয় নিশ্চিত। সেখানে তাঁকে পরাস্ত করার মতো কোনও শক্তি নেই। আন্তর্জাতিক মহলও চায় যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে থাকুন মোদি। তিনি থাকলে ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে আরও বেশি করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মোদির ওপরে ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি ভিয়েতনাম সফর করে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে পাশাপাশি মার্কিন সম্পর্ককে আরও বেশি করে জোর দেওয়ার ওপরে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের নির্বাচনেও শেখ হাসিনার জয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেখানকার বিরোধী বিএনপি জামায়েতের আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে কোনও জোরদার রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। জি-২০ সম্মেলন সফল হল বলা যেতে পারে।

জি-২০ নৈশ ভোজে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

জি-২০ নৈশভোজে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকলেন। নৈশভোজে ভাটিয়ালি গান অতিথিদের শোনানো হয়েছিল। অতিথিদের বসার জন্য গোল টেবিলের এক একটি আসনের নাম রাখা হয়েছিল দেশের নদীদের নাম করে। এবারে জি-২০ নৈশভোজে কোনও আমিষ পদ ছিল না। সব নিরামিষ পদ ছিল। হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া কংগ্রেসের কোনও মুখ্যমন্ত্রী নৈশভোজে অংশ গ্রহণ করেননি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল উপস্থিত থাকেননি। বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারের নীতীশ কুমার, ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন, তামিলনাড়ুর এম কে স্টালিন নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন। বিরোধী ইণ্ডিয়া জোটের নেতাদের জি-২০ নৈশভোজে যোগদান করা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস এবং সিপিএম দল থেকে বলা হয়েছে নৈশভোজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা যোগী আদিত্যনাথ এবং অমিত শাহের পাশে বসেছিলেন। মমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেবিলে অমিত শাহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং লোকসভার স্পিকার ওম প্রকাশ বিড়লা বসেছিলেন। তবে এটা নিয়ে রাজ্য সিপিএম দলের নেতারা প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেসে নেতা অধীর চৌধুরী বলেছিলেন কয়েক বছর আগে যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলাম বাঙালিদের ওপরে হেনস্থা করা নিয়ে কথা বলতে। তখন বাংলায় আমাকে বিজেপি দলের এজেন্ট বলা হয়। এখন জি-২০ সম্মেলনে বেশিরভাগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যাননি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছেন। বিজেপি দলের নেতাদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে তা অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেননি। এদিকে রাজ্য সরকার থেকে বলা হয়েছে এটা একটি সরকারি নিয়মকে মান্যতা দেওয়া। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়া মানেই এটা বলা উচিত নয় যে ইণ্ডিয়া জোট থেকে বের হয়ে এসেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। জি-২০ সম্মেলনটা রাজনীতির করার স্থান নয়। এটা একটি বিশ্ব উন্নয়ন মঞ্চ। জি-২০ গদির লড়াই নয়।

কলকাতার ইতিহাস ঃ কলকাতা পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে কলকাতায় তখন পালকি চল ছিল। কলকাতার একমাত্র যান ছিল পালকি। সেই পালকিওয়ালারা ধর্মঘট করে। যার ফলে পালকি রাস্তায় দেখতে পাওয়া গেল না। কলকাতাবাসীরা খুবই অসুবিধায় পড়তে থাকে। জব চার্নকের দেখা গ্রাম ১৬৯০ সাল থেকে ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে। ১৭০৪ সালে কলকাতা পুলিশের পত্তন হয়। সেই সময়ে এক কিলোমিটার পালকির ভাড়া ছিল তিন আনা। তারপরে সিদ্ধান্ত হল পালকির নম্বর বসাতে হবে কলকাতা পুলিশ তা করে দেবে। তারপরে এসে উপস্থিত হল ঘোড়ার গাড়ি বা ছ্যাকড়া গাড়ি। এখনও রাজাবাজারে ছ্যাকড়া গাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। তার ফলে পালকি বেহারাদের হাত থেকে রক্ষা পেল কলকাতাবাসীরা। ১৭০৪ সালে কলকাতার দুটো বড় রাস্তা ছিল। একটি হচ্ছে চিৎপুর। ১৭৯৪ সালের নথি থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে তখন কলকাতায় ১৬৩টি বড় রাস্তা, ৫২০ টি গলি এবং ৫৯৭টি বাইলেন বা উপগলি ছিল। ১৮৫৬ সালে শুরু হল কলকাতার ফুটপাথ। ১৮৬২ সালে ট্রাফিক আইন চালু করা হলো। সব গাড়ি রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে চলবে। ১৮৭৪ সালে ট্রাফিক পুলিশ দল গঠন করা হলো। এদের একমাত্র কাজ হচ্ছে রাস্তা ঘাট নিয়ন্ত্রণ করা। ১৮৭৩ সালে ট্রাম কলকাতায় এসে উপস্থিত হলো। ১৯০২ সালে বৈদ্যুতিক ট্রাম চালু হলো। ১৮৭৯ সালে কলকাতার রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করতো কলকাতা পুলিশের ঘোড়সওয়ার বাহিনী। ১৮৯৭ সালে কলকাতায় মোটর এসে উপস্থিত হলো। ১৯২৬ সালে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে পুলিশ কর্তা এডওয়ার্ড কলকাতায় এলেন। তিনি কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে থাকলেন। ১৯২৭ সালে আত্মপ্রকাশ করলো কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। আজকে কলকাতায় প্রতিদিন প্রায় ৪৫ লক্ষ যানবাহন চলাচল করে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে যানবাহনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। (তথ্যসূত্র ঃ কলকাতা পুলিশ)

রাস্তায় তার গাড়ির গতির ওপর নজরদারি নিয়ে ক্ষোভ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ আবার বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার সরাসরি রাজ্যের পুলিশ, পুলিশ সুপার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসন তাঁর যাতায়াতের উপর নজরদারি করছে। সেটা তিনি ধরে ফেলেছেন। আর এই নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সোমবার কোলাঘাটে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। সেই ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। সোমবার তিনি কাঁথি থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। কোলাঘাট পেরিয়ে তাঁর কনভয় এগিয়ে যায়। তারপর আবার ঘুরে সেখানে আসেন তিনি। গাড়ি থেকে নেমে তিনি বলেন, জাতীয় সড়কের উপর শুধমাত্র আমার যাতায়াতের রাস্তায় স্পিড মিটার বসানো হয়েছে। গোপনে নজরদারি করা হচ্ছে। এটা মমতার পুলিশ করছে। আমি এখান দিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসব বুঝতে পারেনি। এরপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী নিজেই পুলিশের স্পিড মিটার-সহ আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতির ভিডিয়ো তোলেন। কোলাঘাট এবং মেচেদা যাতায়াতের রাস্তায় ঘটনা এই ঘটনা

ঘটেছে বলে তাঁর অভিযোগ। এদিকে সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিলেন বিরোধী দলনেতা। হঠাৎ গাড়ি থেকে নামলেন শুভেন্দু অধিকারী এবং তড়িঘড়ি নিজের সঙ্গে থাকা লোকদের দিয়ে ভিডিও তুললেন। তখনই করলেন বিস্ফোরক অভিযোগ। তাঁর কথায়, আমার গাড়ি যাতায়াতের রাস্তায় লুকিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। এটা করতে হলে সবার জন্য করা উচিত। শুধু আমার গাড়ির ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। আমি সেটা হাতেনাতে ধরে ফেলেছি। তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়েই শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, তাঁর শুধুমাত্র তাঁর গাড়ির জন্যই রাস্তার উপর স্পিড মিটার গোপন রেখে বসানো হচ্ছে বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা। এই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ শুভেন্দু অধিকারী। নিজেই পুলিশের স্পিড মিটার-সহ আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির ভিডিয়ো প্রকাশ্যে তুলে ধরলেন। কোলাঘাট থেকে মেছেদা যাতায়াতের রাস্তায় এই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, আমার যাওয়ার আগে বসিয়েছিল। আমি চলে যেতেই সব গোছানো হয়ে গিয়েছে। আমি যে ফিরে আসব ভাবতেও পারেনি। এটাই মমতা পুলিশ। এসব দিয়ে পুলিশ তোলাবাজি করে। অমরনাথ এসব পুলিশকে দিয়ে করাচ্ছে। সিভিক ভলান্টিয়ার এবং কনস্টেবল মিলে এসব করছে। আমার গতি মন্থর করতেই এসব করা হচ্ছে।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ সেপ্টেম্বরঃ উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য বনাম রাজ্যপালের দ্বৈরথ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে রাজ্যপালের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্র করতে চলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সোমবার উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতিতে রাজ্যপালের মনোভাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পূর্ব বর্ধমান শাখা। তাদের মূল দাবী, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নির্দেশে রাজ্যপাল শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের দাবী, রাজ্যপালের পরিবর্তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে দেখতে চান তারা। সোমবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও শুরু হয় ছাত্র বিক্ষোভ। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সহ তিন দফা দাবীতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপালবাগ ক্যাম্পাসে হিউম্যানিটি বিল্ডিং-এর সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, রাজ্যপাল ইচ্ছে মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ করছেন। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই তিনি বিজেপি বা সঙ্ঘ মনোভাপন্ন অধ্যাপকদের নিয়োগ করছেন। এটা তারা কখনোই মেনে নেবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে স্থায়ী উপাচার্যের প্রয়োজন। তাদের দাবী এই নিয়োগ হতে হবে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রকের সহমতে।

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 02 of 2023-24/PO/BCW/JAL (2nd call), Dt.-11.09. 2023 for one no. of work (Renovation and Extension of existing Kitchen of Girls' Hostel at EMRS, Nagrakata, Jalpaiguri). Date of bid submission is **19-09-2023.** Details may be known from the office of the undersigned on any working day. Visit **www.wbtenders.gov.in**.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

Jiaganj–Azimganj Municipality
PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad.
Chairman of J.A Municipality invites open e.Tenderas below :-

Sl	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1	Improvement of road to from Rabindra Statue PWD Road via R.B.S.V.M School, Id gaha & Burial Ground Ward No - 04	2023_MAD_ 563610_1	22.9.2023

Sd/-Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-১৮-২৩, তারিখ ০৮.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩ ৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ নামী টেন্ডার দাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশন – মধুপুর ঃ পাওয়ার হাউস থেকে বিভিন্ন স্থানে (যেমন স্টেশন, ডিটিসি, ওয়েস্ট কেবিন, ফিল্টার হাউস ইত্যাদি এবং অন্যান্য স্থানে) ওভারহেড লাইনের শক্তিশালীকরণ সমেত প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ৪৪,৩৩,৫৩৪.৪০ টাকা। **বায়নামূল্য** ঃ ৮৮,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা** ঃ ৬ মাস। **বন্ধের এবং খোলার তারিখ ও সময়** ঃ ০৫.১০.২০২৩-এ বেলা ১১টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।
(ASN-114/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশান ফর রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান
(অফিস অফ দ্য প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার)
১, নবাব ইউসুফ রোড, সিভিল লাইনস, প্রয়াগরাজ-২১১০০১
ফ্যাক্স নং. ঃ ০৫৩২-২৪০৭৭৯৭

ই-টেন্ডার নোটিস

ই-টেন্ডার নোটিস নং.০২২৩৫০১৭এ **তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০২৩**

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, সেন্ট্রাল অরগানাইজেশান রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, প্রয়াগরাজ আহ্বান করছেন উল্লেখিত ই-টেন্ডার ঃ-

ই-টেন্ডার নং.	বিস্তারিত বিবরণ	পরিমান	টেন্ডারের বকেয়া তারিখ
০২২৩৫০১৭এ	যোগান, প্রতিস্থাপন, পরীক্ষা ও সংযোগ রিমোট স্টেশান সামগ্রী (এসপি / এসএসপি) আরডিএসও নির্দিষ্টকরণ অনুসারে।	০২টি	০৩.১০.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১) বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-টেন্ডারের এবং টেন্ডারের নথিপত্র পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে-**https://.ireps.gov.in** । কেবলমাত্র ই-দরপত্র গ্রহণযোগ্য উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। ই-দরপত্র জমা করতে হবে টেন্ডার তারিখে বেলা ১১.০০ ঘটিকার মধ্যে।

No. PR/151/23(FA) পিসিএমএম / সিওআরই / প্রয়াগরাজ

''প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক সেবায়''

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT15/9e/23
Memo No-: 3414/Eng/AS **Dated : 11.09.2023**

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil works under this Municipality. Vide **e-Tender ID No. 2023_MAD_566978_01 to 03.** Closing date of Bid submission is **03.10.2023 up to 15.00 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-N.I.T. No. – WBEO/SUTAHATA/09/2023-2024

The Executive Officer, Sutahata Panchayat Samiti invites tender from bonafied bidders for construction of proposed single storied segrigation shed with toilet & change room different Gram Panchayat within Sutahata Panchayat Samiti. Details may be accessed and duly responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from **12th September, 2023 (Tuesday) at 10-00 Hours to 18th September, 2023 (Monday) up to 17-00 Hours.**

Sd/- Executive Officer
Sutahata Panchayat Samiti

গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত জমি ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, পুণ্ডিবাড়, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত খাগড়াবাড়ি সংলগ্ন মহিষবাথান এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম, সুশীলচন্দ্র দাস (৪৫)। রবিবার রাতে ৩১ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে বাইক নিয়ে ফিরছিলেন। সেসময়ই বেশ কয়েকজন তাঁর উপর চড়াও হয়ে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। সেখান দেখে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় বাসিন্দা সুশীলবাবুকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে নিয়ে যাওয়া হয় এমজেএম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রথমদিকে সকলেই দুর্ঘটনা ভাবলেও, পরবর্তীতে দেহে গুলির চিহ্ন পাওয়া যায়। গতকাল রাতে রাজারহাট এলাকা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় এই ঘটনাটি ঘটে। এদিন ঘটনাস্থলে যান কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার চন্দন দাস সহ অন্য উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে মৃত সুশীলচন্দ্র দাস আদতে অসমের বাসিন্দা। পেশায় জমি ব্যবসায়ী। কোচবিহারের বাণেশ্বরে কাঁকড়াবাড়িতে থাকতেন। কেন এভাবে সুশীলবাবুকে খুন হতে হল? সেই প্রশ্নের কোনও সম্ভাব্য উত্তর মেলেনি এখনও। জমি ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণ, তার উত্তর খুঁজছে পুলিশ। কাঁকড়াবাড়িতে তিনি একাই থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর খবর পাঠানো হয়েছে অসমের বাড়িতে। পরিবারের সদস্যরা এখানে আসছেন বলে জানা গিয়েছে। মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর দেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানান, রবিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ন'টা নাগাদ নিহত সুশীলচন্দ্র দাস যার বাড়ি খাদিজা কাঁকড়াবাড়ি এলাকায়, তিনি নুরুদ্দিনের মোড় মহিষবাথান হয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কেউ বা কারা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ঘটনায় জমি মাফিয়ারা যুক্ত থাকতে পারে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই ধরনের ঘটনা আগে কখনো দেখেনি কোচবিহার।

অনুপমের মন্তব্যে

দুরন্ত বার্তা, ইলামবাজার, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ইডি, সিবিআই থেকে রক্ষাকবচ দিতে পারে একমাত্র বিজেপি। এমনটাই বললেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। ইলামবাজারের এক সভামঞ্চ থেকে এমন মন্তব্যের পর তুমুল রাজনৈতিক তরজা রাজ্য রাজনীতিতে। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে অনুপম বলেন, কোটিপতি তৃণমূল নেতারা যদি মনে করেন ইডি-সিবিআই আসবে, তাঁদের খোলা মঞ্চে আসতে বলছি। চুরি ছাড়ুন, প্রকাশ্যে মঞ্চে আসুন, বলতে লজ্জা লাগলে কানে কানে বলুন। মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেতাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য এভাবেই আহ্বান করেন অনুপম হাজরা। মুখ বাঁচাতে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বরা ময়দানে নেমে পড়েন। এটা দলের বক্তব্য নয় বলে, অনুপমের বিরোধিতা করেন। তারপর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটাই যুক্তি কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে বিরোধী দলের আওয়াজ বন্ধ করার যে অভিযোগ এতদিন উঠছিল, তা অনুপমের কথাতেই স্পষ্ট। সবার প্রশ্ন তাহলে ইডি-সিবিআই লেলিয়ে বিরোধী খতম কি বিজেপির এজেন্ডা নয়? কেন্দ্রীয় এজেন্সি থেকে বাঁচতে বিজেপিই কি রক্ষাকবচ? দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকের মন্তব্য ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। যদিও, দু'দিন আগেই বোলপুরে সাংগঠনিক সভাপতি সন্যাসী মণ্ডলকে ঘিরে কীর্ণাহারে বিক্ষোভের মুখে পড়েন অনুপম হাজরা।

ছেলেধরা আতঙ্ক জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়িতে ছেলেধরা আতঙ্কের জেরে ফণীন্দ্রদেব প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সোমবার স্কুলে নোটিস দিয়ে অভিভাবকদের সতর্ক করেছে। ছাত্রদেরও অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সূত্রের খবর, তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রকে অপহরণের চেষ্টাকে ঘিরে এই অবস্থা। ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকরা। পুলিশেরও দ্বারস্থ হতে চলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্রটি সাধারণত বাড়ি থেকে ঠিক করে দেওয়া টোটোচালকের সঙ্গেই বাড়ি ফেরে সে। দিনকয়েক আগে ওই টোটোচালকের অপেক্ষায় স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি তার কাছে আসে। টোটোচালক তাকে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় যেতে বলেছে বলেই জানায়। শিশুটি প্রথমে বিশ্বাস করে নেয় ওই ব্যক্তিকে। তবে টোটোচালক চলে আসায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ওই খুদে পড়ুয়াকে নিয়ে যেতে পারেনি। বাড়ি ফিরে ঘটনাটি মাকে জানায়। এরপর ছাত্রটির বাবা গত শনিবার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে। পুরো বিষয়টি লিখিতভাবে জানায়। অভিযোগ পেয়ে আতঙ্কিত জলপাইগুড়ির স্কুল এবার থেকে টোটোচালকদের দেখে তবেই ছাত্রদের ছাড়া হবে বলেই জানান হয়েছে। পড়ুয়াদের বইয়ের প্রতি পাতায় বাবা-মায়ের মোবাইল নম্বর এবং ঠিকানাও লিখে দিতে বলা হয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল শিশুর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় একটি পুকুরের সীমানা হিসাবে দেওয়া তারে পা লেগে এক শিশুর মৃত্যু হল। ওই তারে ছিল বিদ্যুৎপ্রবাহ। ছাত্রের নাম নূর সাইদ শেখ। বছর সাতেকের ওই শিশুর হরিহরপাড়ার রুকনুপুর উত্তরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নূর সাইদ সোমবার সকালে তার ভাইয়ের জন্য আইসিডিএস সেন্টারে খিচুড়ি আনতে যাচ্ছিল। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, সেন্টারের গা লাগোয়া একটি পুকুরে তার মালিক মাছ চুরি রুখতে চারপাশে তারের বেড়া দিয়েছিলেন। সেই তারে ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ। সোমবার সকালে নূরের পা অসতর্কতাবশত সেই তারে লেগে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে পড়ে শিশুটি। মুখ থেকে গ্যাজলা বেরোতে থাকে। তার শরীর নীল হয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় শিশুটির। খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রতিবেশীরা ক্ষোভ উগরে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এইভাবে একটা আইসিডিএস সেন্টারের পাশের এলাকা, যেখানে নিত্য শিশুরা যাতায়াত করে, সেখানে কীভাবে বিদ্যুতের তার দিয়ে রাখতে পারলেন ওই ব্যক্তি?

স্পেশাল সাপ্তাহিক ট্রেনের স্টপেজ

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল সাপ্তাহিক ট্রেনের স্টপেজের উদ্বোধন হলো বাগডোগরা স্টেশনে। সোমবার বাগডোগরা রেলস্টেশনে গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজের উদ্বোধন করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টা। স্টপেজ উপলক্ষে এদিন বাগডোগরা রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার জি প্রশান্ত কুমার সহ অন্যান্যরা। সাংসদ জানান এই ট্রেনের স্টপেজ বাগডোগরাবাসীদের জন্য। পাশাপাশি আগামী দিনে চেন্নাইগামী ক্যাপিটাল এবং দিঘাগামী পাহাড়িয়া এক্সপ্রেসে স্টপেজ হবে বলে তিনি জানান। ৫০০০ কোটি টাকার মাধ্যমে দার্জিলিংজুড়ে বিভিন্ন কাজ চলছে। বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করার পাশাপাশি তিনি জানান শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে অম্রুত কর্মসূচির মাধ্যমে জল প্রকল্প হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৮.০৯.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১০২-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের জন্য এফ.ও.আর. পাকুর কোয়ারি বিওবিওয়াইএন টাইপ ওয়াগনগুলিতে ৫০০০০ ঘনমিটার পরিমাণে মেশিনে গুঁড়ো করা হার্ড স্টোন ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ, লিডিং এবং লোডিং। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ৭,২০,৪৯,০০০ টাকা। **ইএমডি** ঃ ৫,১০,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা** ঃ ৬ মাস। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১০৩-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের জন্য এফ.ও.আর. বাকুদিহ কোয়ারি বিওবিওয়াইএন টাইপ ওয়াগন গুলিতে ৫০০০০ ঘনমিটার মেশিনে গুঁড়ো করা হার্ড স্টোন ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ, লিডিং এবং লোডিং। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ৭,২০,৪৯,০০০ টাকা। **ইএমডি** ঃ ৫,১০,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা** ঃ ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ০৩.১০.২০২৩-এ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** হল উভয় টেন্ডারের জন্য ০৩.১০.২০২৩-এ দুপুর ৩.৩০টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে।
(SDAH-183/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

Prodhan Maju Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Howrah has invited e-Tender vide **NIT No: Maju GP/611/LWM and 15 th CFC/23- 24 and Maju GP/612/LWM and 15th CFC/ 23-24 dated-11/09/2023.** Last date of submission of Bid **18/ 09/2023 (4.00 pm)** and Online Bid opening date **20/09/2023 (04.00 pm).** For more information please visit the website: **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat
Jagatballavpur, Howrah

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং ইহার আরও একটি অফিস রয়েছে

রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি., ১ম ফ্লোর, ১-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২।

বিক্রয় ঘোষনা এবং পাবলিক নোটিস বিক্রয়ের জন্য সুরক্ষিত সামগ্রী যা বন্ধকী রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.-র কাছে

নিম্নে উল্লেখিত এইচডিএফসি লি. (ব্যাঙ্ক) গ্রাহক উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে সুরক্ষিত সামগ্রী বিক্রয় করা হবে যা বন্ধকী রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে, যার দরুণ ঋণ সুবিধা নিয়েছে ঋণ / ওভারড্রাফট সম্পত্তি বন্ধক রেখে।
বকেয়া রাশি পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের তরফ থেকে ব্যর্থতার দায়ে লোনের চুক্তি অনুসারে, নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্টগুলি দোষী হিসাবে বিবেচিত। ব্যাঙ্ক বহুবার ওই গ্রাহদের নোটিস জারি করেছে, যার সাথে রয়েছে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিস নিম্নে উল্লেখিত তারিখে, যার ফলে ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আহ্বান জানাচ্ছে এবং ৭ দিনের সময় প্রদান করছে সমস্ত বকেয়া রাশি পরিশোধ করার জন্য নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে, যাহাতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করেই। গ্রাহকরা অবহেলা করছেন এবং বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজের অধিকার প্রয়োগ করে লোন চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিক্রয় বা সমাপ্তি করতে সমস্ত বন্ধকী **১৯ সেপ্টেম্বর,** ২০২৩ বা তারপর বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধার করতে যা গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নিয়েছেন। গ্রাহকদের আরও সূচিত করা যায় যে, যে কোন সময়, বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যমান কমে যেতে পারে স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারনে যাহাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সীমারেখায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে এক (১) ক্যালেণ্ডার দিবসে, কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করে। গ্রাহকরা বাধ্য রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পরিশোধ করতে যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি সম্পাদনের পর সামঞ্জস্য করা হবে।

ক্র নং	লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	গ্রাহকের নাম	৭ সেপ্টে. ২০২৩ তারিখে থাকা বকেয়ার পরিমান	বিক্রয় নোটিসের তারিখ
১	XXXX4594	আনন্দ প্রসাদ পাইক	৪,৯৯২.২৪	০৪-সেপ্টে.-২৩
২	XXXX5301	স্নিগ্ধা বসু	৩,৪৬,৫০৫.০৬	০৪-সেপ্টে.-২৩
৩	XXXX0291	স্বপ্না জৈন	৩৬,৬২৭.০০	০৪-সেপ্টে.-২৩
৪	XXXX1539	অজিত কুমার ভট্টাচার্য	৩,৭৪২.২৭	০৪-সেপ্টে.-২৩
৫	XXXX0291	দীপঙ্কর সরকার	৯৮,০৭৫.০০	০৪-সেপ্টে.-২৩
৬	XXXX8568	সেক শোয়েব আলি	১,৩০,৪০১.৭২	০৪-সেপ্টে.-২৩
৭	XXXX7220	কবিতা লোহিয়া	৩,৫৭,৬৪৭৮১	০৪-সেপ্টে.-২৩
৮	XXXX4617	সুব্রত প্রামানিক	৭,৩১,৫৪৯.২০	০৪-সেপ্টে.-২৩
৯	XXXX3664	দেবরাজ রায়	৯,৮৪,৩৭২.৮৪	০৪-সেপ্টে.-২৩
১০	XXXX5350	স্মিথ কয়াল	২,১২,৯২০.৬১	০৪-সেপ্টে.-২৩

তারিখ ঃ ১২-০৯-২০২৩ স্বা /-
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.

Office of The Block Development Officer
Purulia-II Development Block
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID bdoeopurulia2@gmail.com

E-Tendering Notice No. WBPUR/BDO/NIT(e)-03/2023-24. Last date of Bid Submission: **26/09/2023 2.00 PM.** Date of Opening of Bid: **29/09/2023 at 11.00 AM.** e-Tendering website:- **www.wbtenders.gov.in** For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

Sd/- Block Development Officer
Purulia-II Development Block

HIND
STRENGTH UPON STRENGTH

হিন্দকোন কেমিক্যালস লিমিটেড
CIN NO : L24117WB1998PLC087800
রেজি অফিস ঃ ৬২ বি, ব্রাউনফিল্ড রো, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৭
ফোন নং. ০৩৩-২৪৪৯০৮৩৯, ফ্যাক্স নং. ঃ ০৩৩-২২৪৯০৮৪৯
Website : www.hindcon.com, e-mail : contactus@hindcon.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিস

এতদ্বারা সদস্যদের অবগত করানো যায় যে অনুসারী সেকশান ১০৮ এবং সেকশান ১১০ কোম্পানি আইন, ২০১৩(আইন) সঙ্গে পঠিত ধারা ২০ ও ২২ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ এবং সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪/২০২০ তারিখ ৮এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩এপ্রিল, ২০২০ এবং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং. ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং. ২০/ ২০২১ তারিখ ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং সাধারণ সার্কুলার নং. ৩/ ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং. ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ সার্কুলার) এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ (তালিকাভুক্ত ধারা) অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এবং ধারা, যদি থাকে, সঙ্গে যে কোন বিধিসম্মত সংস্করণ বা সংযুক্তি যা সময়ের সাথে প্রয়োগ হয়েছে, কোম্পানি সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, প্রেরণ করেছে ই-মেল সঙ্গে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের জন্য যারা রেজিস্টার রেখেছেন নিজেদের ইমেল আইডি ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে বা কোম্পানির কাছে, কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন পাওয়ার জন্য যা বিস্তারিত আকারে রয়েছে পোস্টাল ব্যালট নোটিসে তারিখ ২৬ আগস্ট, ২০২৩।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ করেছে শ্রী সন্তোষ কুমার টিব্রেওয়াল, অনুশীলনরত কোম্পানি সেক্রেটারি-কে পরীক্ষক হিসাবে পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি পরিচালনা করতে স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষতার বিচারে।
সদস্যদের অনুরোধ করা যায় নিজেদের সম্মতি বা অসম্মতি প্রদান করতে ই-ভোটিং মাধ্যমে কেবলমাত্র। কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে নিজেদের ভোট প্রদানে বৈদ্যুতিন উপায়ে। বিস্তারিত পদ্ধতি ই-ভোটিংয়ের পোস্টাল ব্যালট নোটিসর নোটগুলিতে প্রদান করা রয়েছে। সদস্যদের অনুরোধ করা যায় লক্ষ্য করতে যে ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় এবং শেষ হবে বুধবার, ১১ অক্টোবর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়। সিডিএসএল ই-ভোটিং মডিউল বিকল করবে তারপর। সদস্যদের ভোটাধিকার বিবচিত হবে শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক যা কাট-অফ তারিখ।
অনুসারী হিসাবে উপরোক্ত সার্কুলার, পোস্টাল ব্যালট নোটিসের ফিজিক্যাল কপি সঙ্গে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেড বিজনেস রিপ্লাই খাম সদস্যদের পাঠানো হবে না। পোস্টাল ব্যালট নোটিসের কপি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.hindcon.com , স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট, যা হল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com এবং সিডিএসএল https://www.cdslindia.com/ । যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিস পাননি তারা উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। যে সকল সদস্য শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে যারা আপডেট করাননি নিজেরে ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি / আরটিএ-তে তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে আপডেট করাতে নিজেদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে লিখিত আকারে contactus@hindcon.com /ashok.sherugar@linkintime.co.in নিজেদের স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত অনুরোধ চিঠি তাতে উল্লেখ থাকবে নিজেদের ফোলিও নং., ই-মেল ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কপি এবং ঠিকানার প্রমানপত্র সহকারে।
যে সকল সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিমেটিরিয়ালাইজ ফর্মে এবং যারা রেজিস্টার বা আপডেট করাননি নিজেদের ই-মেল ঠিকানা তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে রেজিস্টার / আপডেট করাতে নিজেদের ই-মেল ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার নিজেদের ডিপি-তে।
যদি কোন জিজ্ঞাস্য বা সহায়তা দরকার থাকে ই-ভোটিং সংক্রান্ত, দয়াকরে যোগাযোগ করুন শ্রী মলয় বিশ্বাস, রিজিওনাল ম্যানেজার, কলকাতা, ফোন নং. (০৩৩) ২২৮২-১৩৭৬ বা ই-মেল ঃ helpdesk.evoting@cdslindia.com বা moloyb@cdslindia.com।
যে কোন স্বচ্ছতার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ cs@hindcon.com।
ই-ভোটিংয়ে গৃহীত পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষিত হবে ১১ অক্টোবর, ২০২৩ বা তারপর কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে এবং একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং ডিপোজিটারিতে।

হিন্দকোন কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
স্থান ঃ কলকাতা অঙ্কিতা ব্যানার্জি
তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৩ কোম্পানি সচিব

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/ এসডিএএইচ/৪২৯, তারিখ ০৭.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ ডিএসটিই/সিগ/টি/১৫/২৩-২৪/এসএফ, আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** এএসটিই/২/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন সংক্রান্ত কাজে (বিসিএম, পিকিউআরএস এবং সিএসএম) সিগন্যালিংয়ের কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ৩০,৭৪,৬৬৬.০৯ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে** ঃ ৬১,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা** ঃ ০৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ** ঃ ২২.০৯.২০২৩। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ** ঃ ০৬.১০.২০২৩-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ** ঃ ০৬.১০.২০২৩-এ দুপুর ২.৩০টা। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in** **প্রয়োজনীয় নথিপত্র যা জমা করতে হবে** ঃ টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। (SDAH-180/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - সংশোধনী

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১১৬-২৩, তারিখ ঃ ০১.০৯.২০২৩ (খোলার নির্ধারিত তারিখ ২৯.০৯.২০২৩) সম্পর্কিত **সংশোধনী**। এক্ষেত্রে **কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে জ্যাকেটিং-এর মাধ্যমে ব্রিজগুলির শক্তিশালীকরণ এবং অন্যান্য নানাবিধ কাজ। উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে আনুমানিক মূল্যমান ৩,০৩,৫৮,২০৬.৪১ টাকার পরিবর্তে **২,৬৬,৫৯,১৫৭.২১** টাকা পড়তে হবে। মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। **(PR-595/C)**

NIT No-MGP/175/E-Tender/NIT-23-24 dated- 11-07-2023. E-Tender ID-2023_ZPHD_563765-SINKING OF TUBEWELL WITH SUBMERSIBLE PUMP SWM UNITE AT SANSAD I, MOUZA MOUSHUNI UNDER MOUSHUNI GP. **NIT No.: MGP/176/E-Tender/NIT-23-24 dated-11-07-2023, E-tender id:-2023_ZPHD_563768**-CONSTRUCTION OF SOLID WASTE MANAGEMENT PROJECT UNDER MOUSHUNI GP. **NIT No.: MGP/177/E-Tender/NIT-23-24 dated-11-07-2023, E-tender id:-2023_ZPHD_563885**-PURCHASE OF 1(ONE NOS.) E_CART FOR SWM UNITE UNDER MOUSHUNI GP. Last date of online bid submission is **15-09-2023.** Details on **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat

NIT NO.-91/SGP/2023 Dated-07/09/2023
NIT NO.-92/SGP/2023 Dated-07/09/2023

Last date of Submission **on or before 14/09/2023 (up to 02.30 PM).** Date of Opening-**18/09/2023 (from 11.30 P.M).** For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical), KMC** invites tender online, two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/CRM/GAM/10/23-24
Name of Work: **Replacement of energy efficient LED Lamp with damaged and unservicible lighting panel including necessary allied works at Garia Adi Mahasmashan.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **6,650.00** (L.S).
(2) NIT No.: KMC/LTG/CRM/BBG/09/23-24
Name of Work: **Improvement of lighting system of indoor and outdoor including surrounding areas at Birjunallah Burning Ghat.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **5,100.00** (L.S). Period of Completion: **15 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **22.09.2023 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **13.09.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engineer (Electrical)/Ltg./Z-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/92/61/VI/Z-II/23-24
Name of Work: **Temporary lighting arrangement at Bedford Lane and its surroundings in Ward No.-61 on the occassion of Fateha Doaz Daham in the Year of 2023.** Estimate Amount: ₹ **2,89,610.00.** Earnest Money: ₹ **5,800.00**. Period of completion: **3 days.** Last date and time of submission of bid: **20.09.2023 upto 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (1 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(2) NIT No.: LTG/87/47/VI/Z-II/2023-2024
Name of Work: **Repairing of street lighting system at various places in Ward No.-47.** Estimate Amount: ₹ **2,99,977.27.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(3) NIT No.: LTG/60/WD-22/BR-IV/Z-II/23-24
Name of Work: **Improvement of street lighting system with new poles and LED light fittings at Ward No.-22 under Br.-IV, KMC.** Estimate Amount: ₹ **4,98,751.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid (online): **25.09.2023 upto 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (4 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-V/B-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No.: LTG/XIV/59/23-24/130 (1st Call)
Name of Work: **Repairing and replacement of the street lighting system at Choto Bazar, Bostom Pukur, Rifel Ground and other areas in Ward No.-130.** Estimated Amount: ₹ **4,77,430.00.** Earnest Money: ₹ **9,600.00**. Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of Bid: **20.09.2023 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (E), KMC** invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/124/23-24
Name of Work: **Improvement of street lighting system with LED fittings at Lal Bahadur Shastri Road, B.M. Road, Mahendra Mandal Road etc. slum areas in Ward No.-106, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,98,682.76.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **25 days.** Last date and time of completion of Bid: **20.09.2023 upto 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/201/23-24
Name of Work: **Repairing and renovation of street lighting arrangement and other electrical accessories at Dakhin Dineshpally, Udayachal etc. area in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,98,040.44.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **20 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/200/23-24
Name of Work: **Operation and maintenance of street lighting arrangement at different places in Ward No.-112, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,97,168.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **365 days.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/197/23-24
Name of Work: **Installation of Glow Sign Board and other electrical accessories in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,97,856.78.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **20 days.** Last date and time of completion of Bid: **20.09.2023 upto 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-VI, KMC** invites tender online two bid systems for following work:
NIT No.: KMC/EE(E)/LTGVI/143/11/23-24
Name of Work: **Improvement of park lighting system by LED fittings at Chittaranjan Park, Ward No.-143.** Estimated Amount: ₹ **1,57,808.00.** Earnest Money: ₹ **3,200.00**. Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **23.09.2023 – 12 Noon.** Date & time of tender opening for technical purpose: **25.09.2023 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** **(709/23-24)**

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ত্বকের জন্যও ব্যবহার করুন আমলকি

আমলকির উপকারিতার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। তবে শুধু যে স্বাস্থ্যের উপকার করে তা কিন্তু নয়, ত্বকের জন্যও সমান উপকারী এই ফল। আমলকির মধ্যে যে পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে, তা আর কিছুতে নেই! এছাড়াও আমলকিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ। যা নিঃসন্দেহে ত্বক ও শরীরের জন্য উপকারী। প্রতিদিন নিয়ম করে আমলকি খেলে শরীরের পাশাপাশি ত্বকও সুস্থ থাকবে। জেনে নিন নিয়মিত আমলকি খেলে ত্বকের উপর কেমন প্রভাব পড়ে। ত্বকের সুস্থ থাকে আমলকি রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। যে কারণে এই ফল ফ্রি র‌্যাডিকাল থেকে ত্বকে যে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস পড়ে, তা থেকে সুরক্ষা প্রদান করতে সাহায্য করে। ফলে ত্বক সুস্থ থাকে এবং ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে না। ০ঃ ০ কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় ত্বকে কোলাজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে প্রয়োজন ভিটামিন সি। কোলাজেন হল এক ধরনের প্রোটিন, যা ত্বক টানটান রাখে এবং ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকি নিয়মিত খেলে কোলাজেন উৎপাদন বাড়বে, ফলে ত্বকে তারুণ্যতা বজায় থাকবে সবসময়। এছাড়াও, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করতে সাহায্য করে ভিটামিন সি। দাগছোপ কমায় আমলকিতে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ত্বকের কালো দাগছোপ, পিগমেন্টেশন হালকা করতে সাহায্য করে। ফলে নিয়মিত আমলকি খেলে ত্বক ধীরে ধীরে উজ্জ্বল ও মসৃণ হবে। প্রদাহ এবং ব্রণ কমায় আমলকিতে প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গুণও রয়েছে, যা ত্বকের জ্বালাপোড়া, চুলকানি, লালচেভাব কমাতে সহায়তা করে। ব্রণ- সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি হতে দেয় না। ফলে ব্রণ, ব্রণের সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে এই ফল। ডিটক্সিফিকেশন আমলকি লিভারের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং শরীর থেকে টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। ফলে ত্বক ভেতর থেকে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জেল্লা বাড়ায় আমলকির মধ্যে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, বিভিন্ন রকম ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে। যা ত্বককে ভিতর থেকে উজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করে, ত্বকে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ায়। সামগ্রিক ভাবে ত্বকের ভাল রাখতেও সাহায্য করে

মুখে কালচে দাগছোপ? আলুই পারে দূর করতে

বাঙালির রান্নাঘরে আর কোনও সবজি থাকুক বা না থাকুক আলু থাকবেই। তরকারিতে একটু আলু না পড়লে বাঙালির মুখে রোচে না। এমনকী যাঁরা কোনওদিনই সবজির ধারেপাশও মাড়ান না, তাঁরাও পর্যন্ত আলু খেতে ভালোবাসেন। তবে শুধু খাওয়া নয়, রূপচর্চাতেও কিন্তু আলুর খুব কদর। ত্বকের কালো ছোপ, পিগমেন্টেশন এক নিমেষে উধাও হয় আলুর গুণেই। ভিটামিন, খনিজ এবং এনজাইম সমৃদ্ধ আলু ত্বকের নানা সমস্যায় দারুণ কার্যকর। বিশেষত ত্বকের পিগমেন্টেশন হালকা করে জেল্লা ফেরাতে আলুর জুড়ি নেই! জেনে নিন কী ভাবে ব্যবহার করবেন। **আলুর রসঃ** ত্বকের কালচে দাগছোপ, পিগমেন্টেশন হালকা করতে দারুণ কার্যকর আলুর রস। একটি আলুর খোসা ছাড়িয়ে জলে ধুয়ে নিন ভাল করে। মিক্সিতে আলুর পেস্ট করে নিন। এবার হাত দিয়ে চেপে চেপে রসটা বার করে নিন। আপনি চাইলে ছেঁকেও নিতে পারেন এটি। দাগছোপের জায়গায় আলুর রস লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপরে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ত্বকে আলুর রস লাগান। ফল পাবেন হাতেনাতে! **আলুর স্লাইস ঃ** পিগমেন্টেশন হালকা করতে আলুর স্লাইসও ব্যবহার করতে পারেন। একটি আলুর খোসা ছাড়িয়ে একেবারে পাতলা গোল করে কেটে নিন। দাগছোপের উপরে কয়েক মিনিট ঘষুন আলুর স্লাইস। ত্বকে এর রসটা শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে নিন। কয়েক সপ্তাহ দিনে দু'বার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। **আলু এবং লেবু ঃ** লেবু এবং আলু একসঙ্গে ত্বকের দাগছোপ, পিগমেন্টেশন হালকা করতে খুব ভাল কাজ করে। আলুর রসে অর্ধেক লেবুর রস মিশিয়ে দাগছোপের উপরে লাগান। মিনিট ১৫ পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই মাস্কটি ব্যবহার করতে পারেন। **আলু এবং মধু ঃ** মধু ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে এবং জেল্লা ফেরায়। একটি সেদ্ধ আলু ম্যাশ করে তাতে এক টেবিল চামচ মধু ভাল ভাবে মেশান। কালচে দাগছোপের জায়গায় প্যাকটি লাগিয়ে রাখুন আধ ঘণ্টা। তারপর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'বার লাগাতে পারেন এই ফেসপ্যাক। পুজো আসছে তাই নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে এই গুলো করতে পারেন। তবে তার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বারুইপাড়া স্টেশনে পরিদর্শনে হাওড়ার বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রী সঞ্জীব কুমার, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার হাওড়া, ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর রাতে বারুইপাড়া স্টেশনে আশ্চর্যজনক ভাবে রাতে পরিদর্শনে করেছিলেন। এই বিস্ময়কর সফরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ট্রেন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মীদের সতর্কতা পরীক্ষা করা যেমন হাওড়া বিভাগে নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে। আশ্চর্য পরিদর্শনের সময়, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার বারুইপাড়া স্টেশনের লেভেল ক্রসিং গেট নং ২১-এ অন-ডিউটি গেট কিপার, প্যানেল কক্ষে স্টেশন মাস্টার এবং সহকারী স্টেশন মাস্টার, নিরাপত্তা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা, নিরাপত্তার জ্ঞান এবং নিরাপত্তা সচেতনতা মূল্যায়ন করেন। যন্ত্রপাতি এবং কাজের জায়গায় প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা। অপারেশনাল ডাইনামিকসের ব্যাপক বোঝার জন্য, তিনি অন-ডিউটি কর্মীদের সাথে কথা বলেন। পরবর্তীকালে, শ্রী সঞ্জীব কুমার গোবরা স্টেশনের কাছে এলসি নং ১২ গেটে তার পরিদর্শন প্রসারিত করেন, যেখানে তিনি উপলব্ধ সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় নথিগুলির কাজ পরীক্ষা করেন এবং দারোয়ানের সাথে যোগাযোগ করেন। কর্মস্থলের চারপাশে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পরিবেশ বজায় রাখার ওপরও তিনি জোর দেন। এই সক্রিয় উদ্যোগটি পূর্ব রেলওয়ের চাহিদা মেটাতে এবং তার সম্মানিত গ্রাহকদের মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য অটল উৎসর্গের উদাহরণ দেয়।

গুয়াহাটি ও সাঁতরাগাছির মধ্যে স্পেশাল ট্রেন পরিষেবার সময়সীমা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ০৮০৪৮ / ০৮০৪৭ নং. (গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল ১৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত আরও ০৩ ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেনটি বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে চলাচল করবে। সম্প্রসারিত পরিষেবার ফলে এই রুটের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের চাহিদা পূরণে সাহায্য হবে। ০৮০৪৭ নং. (সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি ১৫ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার ১৮.০০ ঘণ্টায় সাঁতরাগাছি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৫.০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৮০৪৮নং. (গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি) স্পেশাল ট্রেনটি ১৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার ১৬.৪৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১২.৩০ ঘণ্টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রার সময় গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, কিষানগঞ্জ, মালদা টাউন, রামপুর হাট ও ডানকুনি হয়ে চলাচল করবে। এই ট্রেনটির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

হস্তমৈথুন নিয়ে আইআইটি-র ভাইরাল বিজ্ঞপ্তির সত্যতা সামনে এল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ আইআইটি রুরকির দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তি বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতি মত ভাইরাল। উল্লেখ্য, ঐ বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল হস্টেলের শাওয়ারে হস্তমৈথুন করা যাবে না। কারণ হস্তমৈথুন হস্টেলের নিয়ম বিরুদ্ধে। অতিরিক্ত বীর্যের কারণে হস্টেলের ড্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়ছে। যা হস্টেল কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ উদ্বেগের। এই বিজ্ঞপ্তির ছবিতে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন লাখ লাখ নেটিজেন। কেউ মজা করছেন। কেউ আবার বলছেন 'এ আবার কেমন নোটিস'। মোদ্দা কথা এই বিজ্ঞপ্তিই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইআইটি রুরকির নামে ভাইরাল হওয়া সেই নোটিশে উল্লেখ, 'হস্টেল শাওয়ালে হস্তমৈথুন করা যাবে না। এটা আইআইটি--র নিয়ম বিরুদ্ধ। শাওয়ারের জল যে নর্দমা দিয়ে যায় সেই সব নর্দমা বীর্যের চাপ নিতে পারছে না। নিজের ঘরে হস্তমৈথুন করো। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকলে ওয়ার্ডেন কে জানাও।' প্রসঙ্গত, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ দেওয়া আছে ২০১৯। অর্থাৎ সেই সময়ই নাকি বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছিল। তবে এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে মুখ খুলেছে আইআইটি রুরকি। তাদের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, এমন কোনও বিজ্ঞপ্তি তাদের তরফে কোনওদিন দেওয়া হয়নি। এটা ফেক পোস্ট। যা আইআইটি--র নামে চালানো হয়েছিল। সেখানে থাকা আবাসিকদের তরফেও একই কথা জানানো হয়েছে। এদিকে ট্যুইটার -এ এই পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর অনেকে লিখেছেন, এই পোস্ট ২০১৯ সালের। তখন সেখানে পাঠরত থার্ড ইয়ারের পড়ুয়ারা এই কাণ্ড করেছিল। যা নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে যায়।

জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে চিনা প্রিমিয়ারের সঙ্গে বৈঠক বাইডেনের

ভিয়েতনাম, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ জি-২০ সম্মেলনের মধ্যেই বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চিনের প্রিমিয়ার লি কিয়াং। যদিও দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল না। আচমকাই আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী' রাষ্ট্রের প্রধান। যদিও সম্মেলন শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁদের বৈঠকের বিষয়টি গোপন ছিল। প্রসঙ্গত, জি-২০ সম্মেলন শুরুর আগে বাইডেন জানিয়েছিলেন চিনা প্রিমিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী নন তিনি। গত বছর বালিতে আয়োজিত জি-২০ সম্মেলনে চিন ও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বৈঠক হয়েছিল। বাইডেন-জিনপিংয়ের সেই বৈঠকের পরে কেটে গিয়েছে দশ মাস। এই সময়ের মধ্যে দুই দেশের সম্পর্কে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমেরিকার আকাশে গুপ্তচর বেলুন পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে চিনের বিরুদ্ধে। মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফর ঘিরেও বারবার অসন্তুষ্ট হয়েছে বেজিং। তাই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন হয়েছে। জি-২০ সম্মেলনে জিনপিংয়ের অনুপস্থিতি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বাইডেন। তবে জি-২০ সম্মেলন চলাকালীন দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলেই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভারত থেকে ভিয়েতনামে সফরে গিয়েছেন বাইডেন। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, চিনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। দুই দেশের প্রতিনিধি দলের মধ্যেও কথা হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। তবে আমাদের আলোচনার মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। যদিও এই বৈঠক নিয়ে চিনের তরফে কিছু বলা হয়নি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জি-৭ সম্মেলনের পরেই চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি করতে বার্তা দিয়েছিলেন বাইডেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, চিনের সঙ্গে আমেরিকার হটলাইন চালু হচ্ছে না কেন? উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আসলে ওই বোকা বেলুনটার' জন্য আমাদের সম্পর্ক একটু খারাপ হয়েছিল। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আগের মতোই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথে হাঁটবে দুই দেশ। যদিও তারপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেলেও সেভাবে আলোচনায় বসেনি দুই দেশ। তবে অন্য কিছু হতে চলেছে দুই দেশের মধ্যে।

ক্রেসান্ডা সলিউশন্স ইস্টার্ন রেলওয়ের সাথে ভারতের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ও দ্বারস্থ পরিষেবার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ক্রেসান্ডা সলিউশন্স লিমিটেড (বিএসই ঃ ক্রেসান্স), একটি নেতৃস্থানীয় আইটি সমাধান, ডিজিটাল মিডিয়া এবং আইটি সক্ষম পরিষেবা সংস্থা, আজ ঘোষণা করেছে যে এটি পূর্ব রেলওয়ে, রেল মন্ত্রকের (ভারত সরকার) সাথে ট্রেনে বিজ্ঞাপন এবং দ্বারস্থ পরিষেবার প্রদানের জন্য একটি চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, এই চুক্তিটি ৫ বছরের জন্য বৈধ। কোম্পানিটি ৫০০ টিরও বেশি মেল, এক্সপ্রেস, প্রিমিয়াম, ইন্টার-সিটি এবং লোকাল ট্রেনের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অধিকার পেয়েছে। ক্রেসান্ডা সলিউশন নন-ক্যাটারিং আইটেমগুলোর অন-বোর্ড বিক্রয়, অন-বোর্ড ওয়াই-ফাই, ইন্টারনেট পরিষেবা এবং ট্রেনে চাহিদার বিষয়বস্তু সমন্বিত পরিষেবাগুলির একটি তোড়াও সরবরাহ করবে। কোম্পানিটি পূর্ব রেলের প্রধান রেল স্টেশন গুলির পিক আপ, ড্রপ এবং হুইলচেয়ার পরিষেবা প্রদান করবে। কোম্পানি উপরোক্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য তার সুপার অ্যাপও তৈরি করবে এবং স্থানীয় ভাষায় ডাবিং করার জন্য আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তু ও অর্জন করবে। এই উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে শ্রী অরুণ কুমার ত্যাগী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ক্রেসান্ডা সলিউশন্স বলেন, আমরা পূর্ব রেলওয়ের সাথে এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস রাখার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রকল্পটি একটি বিশাল ব্যবসার সুযোগ এবং এটি কোম্পানিগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে যারা ভারতের কেন্দ্রস্থলের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। আমাদের কৌশলগত অংশীদার দের সাথে, ইনহাউজ প্রযুক্তিগত এবং প্রোগ্রাম পরিচালনার ক্ষমতার সাথে, আমরা একটি অনন্য সমন্বিত যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম প্রদানে আত্মবিশ্বাসী যা আমাদের স্টেকহোল্ডারদের উপকৃত করবে। ক্রেসান্ডা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এর অধীনে ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (বিই সিআইএল) এর সাথে হাত মিলিয়েছে এবং রেল মন্ত্রকের এই মার্কি প্রকল্পের জন্য বিড করার জন্য একটি যৌথ কনসোর্টিয়ামে স্বাক্ষর করেছেন শ্রী ত্যাগী আরও বলেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসাবে, আমরা আমাদের গ্রামীণ যুবকদের জন্য স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আদ্রা বিভাগের বোকারো স্টিল সিটি স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পুনর্গঠন করা হবে

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বোকারো স্টিল সিটি স্টেশনটি মালবাহী চলাচলের পাশাপাশি ভারতীয় রেলওয়ের যাত্রী পরিবহন সেক্টরে একটি বিশাল তাৎপর্য রয়েছে কারণ এটি দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প এলাকায় পরিসেবা দেয়। স্টেশনটিকে ভারতীয় রেলওয়ের অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম-এর অধীনে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং এটিকে একটি বিশ্বমানের স্টেশন হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হবে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পটি সারা দেশে ১৩০৯ টি রেলস্টেশনকে রূপান্তরিত ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রস্তুত। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা রাজ্যের চারটি বিভাগ জুড়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মোট ৬৯ টি স্টেশন এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বিন্যাস করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বোকারো স্টিল সিটি হল দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগের অন্যতম প্রধান স্টেশন। এটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বোকারো শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় পরিবেশন করে। স্টেশনটি একটি বিশাল জনসংখ্যাকেও পরিবেশন করে এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল হেডগুলির সাথে ভালভাবে সংযুক্ত। এটি বোকারো স্টিল প্ল্যান্ট, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিমেন্ট কারখানা ইত্যাদির মতো বড় শিল্প দ্বারা বেষ্টিত। বোকারোর একটি মাল লোডিং ইয়ার্ডও রয়েছে। শহরটি জওহরলাল নেহরু বায়োলজিক্যাল পার্ক, গারগা ড্যাম, তেনুঘাট ড্যাম, সিটি পার্ক ইত্যাদির মতো পর্যটন স্পটগুলি হোস্ট করে। বোকারো স্টিল সিটি স্টেশনের পুনর্নির্মাণের জন্য ৩৩.৫ কোটি টাকার অনুমান সহ মাস্টার প্ল্যান প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন স্টেশন বিল্ডিংটি আইকনিক সমসাময়িক শৈলীতে নির্মিত হবে এবং শহরের উভয় দিকের একীকরণের সাথে পৃথকভাবে আগমন ও প্রস্থানের বিধানের সাথে বিকাশ করা হবে। স্টেশন প্লাজায় পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা এবং মাল্টি-মোডাল ইন্টিগ্রেশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা মসৃণ ট্রাফিক প্রবাহকে সক্ষম করে। বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা সহ প্রশস্ত কনকোর্স নির্মাণ করা হবে খুচরা, ক্যাফেটেরিয়া, বিনোদনের সুবিধা, আরামদায়ক ওয়েটিং এরিয়া, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, বিজনেস মিটিং এরিয়া ইত্যাদির জন্য। ভ্রমণ সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য প্রদর্শন করে। স্টেশনে যাত্রীদের আরামের জন্য ফুট ওভারব্রিজ, লিফট এবং এসকেলেটর থাকবে। স্টেশনটি দিব্যাং বন্ধুত্বপূর্ণ সুবিধা, বিনামূল্যের ওয়াই-ফাই, অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা, স্থানীয় পণ্যের প্রচারের জন্য একটি স্টেশন এক পণ্য কিয়স্ক ইত্যাদি প্রদান করবে। বোকারো স্টিল সিটি স্টেশন পরিকাঠামো উন্নত করতে এবং যাত্রীদের অভিজ্ঞতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতির জন্য একটি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে প্রস্তুত।

মধ্যপ্রদেশের ২২টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

ভোপাল, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, নর্মদাপুরম, রেওয়া সহ ২২ টি জেলায় সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। রবিবারও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ১৬টি জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। গত ৬ দিন ধরে মধ্যপ্রদেশে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে, তার ফলস্বরূপ রাজ্যে খরার সংকট এড়ানো গেছে। অন্যান্য জেলায়ও হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে হাওয়া অফিস। একই সঙ্গে মঙ্গলবার থেকে নতুন করে বৃষ্টির পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ১৬ টি জেলায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো, মালাজখণ্ড, জবলপুর, পাচমাড়ি, শিবপুরি, উমারিয়া, সাগর, গুনা, বেতুল, গোয়ালিয়র, সিওনি, নর্মদাপুরম, নরসিংহপুর এবং রাজগড়েও বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। অন্যান্য জেলায়ও গত ৬ দিন ধরে বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও, মধ্যপ্রদেশে গড় বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান ১৪ শতাংশের কম। আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, শাজাপুর, আগর-মালওয়া, সেহোর, দেওয়াস, হরদা, রাজগড়, সাগর, রাইসেন, বিদিশা, অশোকনগর, নর্মদাপুরম, বেতুল, শিবপুরি, ভিন্দ, মোরেনা, উমারিয়া, শাহদোল, অনুপপুর, সিধি, নিওয়ারি, এবং রেওয়াতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু ৬ জনের, আহত ২

ভরতপুর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় যাত্রীবোঝাই গাড়ি ও বাসের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু'জন। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। স্টেশন হাউস অফিসার বানে সিং বলেছেন, হতাহতরা সিকার জেলার খাটু শ্যামজিত মন্দির থেকে ঢোলপুর জেলায় নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন, সেই সময় রবিবার গভীর রাত একটা দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-হরেন্দ্র সিং (৩২), তাঁর স্ত্রী মমতা (৩০), তাঁদের মেয়ে জাহ্নবী (৬), মমতার বোন সুধা (৩৫), তাঁর স্বামী সন্তোষ (৩৭) এবং তাঁদের ছেলে অনুজ (৫)। দুর্ঘটনাস্থলে দু'টি ষাঁড়ও মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, ষাঁড় দু'টি রাস্তায় মারামারি করায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটি ধাতুর স্তূপে পরিণত হয়। দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হলেও, দুই নাবালক অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

Name Change

I, MONALI PAL (old name) D/O MANASA SEN Presently residing at KB-10/4, Sector-3, Salt Lake, PS-Bidhannagar South, Bidhannagar-700106 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MONALI SEN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. MONALI PAL and MONALI SEN both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAN BAHADUR CHETTRI S/O Late Sankar Bahadur Presently residing at 7, Durgadas Lane, PS-Watgunge, Kolkata-700023 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my mother's actual name LAKKHI DEVI instead of LAKSHMI DEVI CHEETRI, vide an affidavit sworn before The Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 10/08/2023. LAKSHMI DEVI CHEETRI and LAKKHI DEVI both are same and one identical person.

Name Change

I, SURENDRA KUMAR DHANANIA (old name) S/O DhanrajBerlia Presently residing at AE-121, Salt Lake City, Sector-I, Bidhan Nagar, PS-Bidhan Nagar (N), Kolkata-700064 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SURENDRA KUMAR GUPTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. SURENDRA KUMAR DHANANIA and SURENDRA KUMAR GUPTA both are same and one identical person.

Name Change

I, SUSHAMA GHOSH (old name) D/O ChakrapaniGhose Presently residing at Garia 79/1 Canal Side Road, Kolkata:. 700084 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) SUSHAMA GHOSE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. SUSHAMA GHOSH and SUSHAMA GHOSEboth are same and one identical person.

Name Change

I, SAMAD ALI MONDAL (old name) S/O NOOR MAHAMMAD Presently residing at Vill-Atghara, PO- Adhabpur, PS- Amdanga, North 24 Pgs-700125 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) MD SAMAD ALI MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. SAMAD ALI MONDALand MD SAMAD ALI MONDALboth are same and one identical person.

Name Change

I, UJJWAL KUMAR GANGULY (old name) S/O LATE RAMENDRA NATH GANGULY Presently residing at Flat no-0804, Block-2, Elita Garden Vista, Action area -III ,Newtown Akandakeshari Dist- North 24 Parganas, PS-Technocity West Bengal -700135 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) UJJWAL GANGULY, vide an affidavit sworn before The Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Bidhannagar on 05/09/2023. UJJWAL GANGULYand UJJWAL KUMAR GANGULYboth are same and one identical person.

Name Change

I, NARENDRA KUMAR KARWA (old name) S/O Late PUNAM CHAND KARWA Presently residing at WARD NO 2 MIRIK BAZAR MIRIK 734214 DARJEELING West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NARENDRA KARWA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. NARENDRA KUMAR KARWA and NARENDRA KARWA both are same and one identical person.

Name Change

I, PUE MONDAL alias PUE MANDAL(old name) W/O SANDEEP DEYASHI Presently residing at BL-6, Fl-34, Kankurgachi 2 nd Lane, PO- Phoolbagan, PS-Kankurgachi, Dist-Kolkata, Pin-700054 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PIU DEYASHI (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/09/2023. PUE MONDAL, PUE MANDAL and PIU DEYASHI both are same and one identical person.

Name Change

I, PRANAB HEMBROM(old name) S/O MONGAL HEMBROM Presently residing at Dampara, PS-Kalna, Purba Bardhaman-712146 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRANAB HEMBRAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. PRANAB HEMBROM and PRANAB HEMBRAM both are same and one identical person.

Name Change

I, SAWON HAQUE (old name) S/O FAZLUL HAQUE MOLLA Presently residing at Mathbari, PO-Malancha, PS-Minakha, N 24 Pgs-743425West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SADIQUE HAQUE MOLLA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. SAWON HAQUE and SADIQUE HAQUE MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, ANIL MONDAL (old name) S/O LATE KHOKAN MANDAL Presently residing at Vill-Pirpur, PO-Haldipara, PS-Hanskhali, Nadia-741502West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANIL MANDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. ANIL MONDAL and ANIL MANDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SEPHALI MANNA DAS (old name) W/O AMAR DAS Presently residing at Uttar Shibrampur, Namkhana, Sundarban, S. 24 Pgs-743357 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHEFALI DAS, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. SEPHALI MANNA DAS and SHEFALI DAS both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD ISMAIL (old name) S/O IMAM MONDAL Presently residing at MANDRA, RAJAPUR, BADURIA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743438 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ECHMAIL MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. MOHAMMAD ISMAIL and ECHMAIL MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SYED MOHAMMED NAZIMUDDIN S/O SYED MD GOLAM SHARWAR Presently residing at VILL- & P.O.- Furfura, P.S.- Jangipara, Dist- Hooghly, Pin- 712706, West Bengal, India, My daughter her (Old name) AAFIYA ZAINAB have changed her name to (shall henceforth be known as) AFIYA ZAINAB (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/09/2023.

Name Change

I FARJANA AND FARZANA KHAN,FARZANA ALI KHAN (OLD NAME), WIFE OF ZAHID KHAN, RESIDING AT 12,SHREE APARTMENT 4/G,TILJALA ROAD,PO - GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARJANA KHAN(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/09/2023.THAT FARJANA AND FARZANA KHAN AND FARZANA ALI KHAN ALSO FARJANA KHAN ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ZAHID ALI KHAN(OLD NAME),SON OF YAKUB ALI KHAN, RESIDING AT 12,SHREE APARTMENT 4/G,TILJALA ROAD,PO - GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA - 700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZAHID KHAN (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/09/2023.THAT ZAHID ALI KHAN AND ZAHID KHAN ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MST TAHAMAN KHATUN W/O MD HASIBUR RAHAMAN SIDDIQUE, D/O MD IBRAHIM SIDDIQUE Presently residing at VILL- & P.O.- Furfura, P.S.- Jangipara, Dist- Hooghly, Pin- 712706, West Bengal, India, My (Old name) MST TAHAMAN BEGUM AN MST TAHAMAN BEGAM have changed her name to (shall henceforth be known as) MST TAHAMAN KHATUN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/09/2023.

Name Change

I, MD HASIBUR RAHAMAN SIDDIQUE S/O MD HABIBUR RAHAMAN SIDDIQUE Presently residing at VILL- & P.O.- Furfura, P.S.- Jangipara, Dist- Hooghly, Pin- 712706, West Bengal, India, My (Old name) MD HASIBUR RAHMAN SIDDIQUE have changed her name to (shall henceforth be known as) MD HASIBUR RAHAMAN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/09/2023.

Name Change

I BAPI DAS SON OF KANU DAS RESIDING AT B/1 CMDA,CHARU CHANDRA PLACE EAST, TOLLYGUGNE, KOLKATA - 700033, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUNU DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/09/2023.THAT BAPI DAS AND RUNU DAS BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ABRAHAM (old name) S/O LAL THANGVUNG Presently residing at HMARVENG, Churachandpur, Churachandpur Sub-Division, Manipur-795128, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABRAHAM KHAWBUNG, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. ABRAHAM and ABRAHAM KHAWBUNG both are same and one identical person.

Name Change

I HASAN ALI SON OF KALU GAIN RESIDING AT SUTRAGARH, MANIKNAGAR, SANTIPUR, NADIA-741404, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASAN ALI GAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023. THAT HASAN ALI AND HASAN ALI GAIN ALL ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SWAPAN KUMAR GHOSE (old name) S/O NAKULESWAR GHOSE Presently residing at 25/1/1, U.K. Dutta Road, Dumdum, Pin-700028 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SWAPAN KUMAR GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. SWAPAN KUMAR GHOSE and SWAPAN KUMAR GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I, KASEM ALI S/0-LATE ABDUL AJIT residing at VILL+PO-MALIKAPUR, PS-DUTTA PUKUR, NORTH 24PGS-700126 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name KASHAK PARVEEN instead of KASHAK PARVIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. KASHAK PARVEEN and KASHAK PARVIN both are same and one identical person.

Name Change

I, MAMATA BIBI (old name) W/O KASEM ALI Presently residing at VILL+PO-MALIKAPUR, PS-DUTTA PUKUR, NORTH 24GPS-700126 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MAMTA BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. MAMATA BIBI and MAMTA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, SK KASEM ALI alias KASHEM ALI (old name) S/O LATE ABDUL AJIT Presently residing at VILL+PO-MALIKAPUR, PS-DUTTA PUKUR, NORTH 24GPS-700126 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KASEM ALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 11/09/2023. SK KASEM ALI, KASHEM ALI and KASEM ALI both are same and one identical person.

পুনরায় ভিনরাজ্যে প্রাণ হারালেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ আবার ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। দিল্লিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের একজন। সূত্রের খবর, মৃতের নামে মোকলেসুর রহমান, বয়স ৩৩ বছর। খবর পৌঁছতেই হাহাকার পরিবারে। সোমবার সকাল থেকে মৃতের বাড়িতে আত্মীয়, পড়শিদের ভিড়। ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে এই নিয়ে গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদের অন্তত তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলল। জানা গিয়েছে, মাস দুয়েক আগেই ধুলিয়ান থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করার উদ্দেশ্যে দিল্লির সরোজিনী নগরে যান মোকলেসুর রহমান। দিন কয়েক পরেই বাড়ি আসার কথা ছিল তাঁর। রবিবার অন্যান্য দিনের মতো কাজ করছিলেন মোকলেসুর। সেসময় পানীয় জলের প্রয়োজন পড়লে মোটর চালু করেন। কিন্তু তখনই মোটরে শর্টসার্কিট হয়, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর। তবু তড়িঘড়ি মোকলেসুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, রবিবার রাতেই মোকলেসুরের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছায় পরিবারে। ধুলিয়ান পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন কৃষ্ণপুরে তাঁর বাড়ি। ছেলে বাইরে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন, তা বিশ্বাসই করতে চাইছেন না পরিবারের সদস্যরা। খবর জানাজানি হতেই সোমবার সকাল থেকে মৃত শ্রমিকের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা। ইতিমধ্যেই দেহ বাড়ি নিয়ে আসতে তৎপরতা শুরু হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। এদিকে, দিন কয়েকের মধ্যেই ফের একবার ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকা জুড়ে।

স্থায়ী সমিতি গঠনে স্থগিতাদেশ, হাই কোর্টে ঝুলে রানিনগরের ভাগ্য

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের রানিনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি গঠনে জটিলতা দেখা দিয়েছে। স্থগিতাদেশ জারি করেছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যাবে না বলেই নির্দেশ তাঁর। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। সোমবারই রানিনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি গঠনের কথা ছিল। তার আগে রবিবার রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির দুই কংগ্রেস সদস্য এবং কাতলামারী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলে যোগ দেন। দলবদলের ফলে ২৭ আসনবিশিষ্ট রানিনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি হয়। ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছায় ঘাসফুল শিবির। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দাবিতে আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। সোমবার সকালে কংগ্রেস নেতৃত্বে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ওঠে মামলা। বিচারপতি আপাতত স্থায়ী সমিতি গঠনে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেন। ইতিমধ্যেই যদি সভা হয়ে থাকে তাহলে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যাবে না। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। সুতরাং তার ফলে আপাতত ঝুলেই রইল রানিনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠনের ভাগ্য।

উত্তরবঙ্গ কলেজ ও হাসপাতালে বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে চালু হবে হটলাইন পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও

হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা চিরতরে মেটাতে হটলাইন পরিষেবা শুরু করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। একইসাথে হাসপাতালে তৈরি হবে একটি নতুন মর্গ। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আয়োজিত রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক শেষে এমনটাই জানালেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সোমবার রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে হাসপাতালের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। জানা যায়, হাসপাতালের ক্যানসার ইউনিটের কাজ চালু করা হয়েছে। আরো বেশ কিছু কাজ রয়েছে যা নিয়ে ফের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক জানান, হাসপাতালে প্রায়ই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হত সেই সমস্যা সমাধানে হটলাইন পরিষেবা চালু হবে।

গোরক্ষপুর ক্যান্ট -কুশমি রেল সেকশনে তৃতীয় লাইনের নিরাপত্তা পরীক্ষা

গোরক্ষপুর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রী সুবিধার আপগ্রেড করার জন্য এবং পরিকাঠামোর পরিকাঠামো প্রসারিত করার জন্য, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের

গোরক্ষপুর ক্যান্ট - কুশমি রেলওয়ে সেকশনের মধ্যে তৃতীয় নবনির্মিত বিদ্যুতায়িত লাইনের নিরাপত্তা পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ পরিচালিত হয়েছিল রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার, উত্তর-পূর্ব সার্কেল শ্রী মনোজ অরোরা, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক নির্মাণ শ্রী এস.সি. শ্রীবাস্তব, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার লখনউ শ্রী আদিত্য কুমার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বারাণসী শ্রী বিনীত কুমার শ্রীবাস্তব, অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইনফ্রা) বারাণসী শ্রী রাহুল শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রকৌশলী নির্মাণ শ্রী এস.কে. কনৌজিয়া, প্রধান প্রকৌশলী নির্মাণ অখিলেশ কুমার ত্রিপাঠী, প্রধান বৈদ্যুতিক নকশা প্রকৌশলী নির্মাণ জনাব সুরেশ কুমার, প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী নির্মাণ জনাব নীলাভ মহেশ সহ লখনউ, বারাণসী বিভাগের বিভাগীয় ও নির্মাণ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছিলেন।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ উদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিলো আরপিএফ

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ১০.০৯.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৮.৪৫ টায়, একজন অন-ডিউটি মহিলা RPF কর্মীরা একটি রুটিন চেক করার সময় দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি ব্যাগ দেখতে পান। এই ব্যাগের কোনও দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পরে, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ব্যাগের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ব্যাগটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো ব্যাগ উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চায়েতের সঞ্চালক গঠন ঘিরে উত্তেজনা গাজোলে প্রকাশ্যে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির সামনে হাতাহাতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্চায়েতের সঞ্চালক গঠন ঘিরে উত্তেজনা মালদার গাজোলে প্রকাশ্যে তৃণমুলের অঞ্চল সভাপতির সামনে হাতাহাতি। ঘটনাটি মালদার গাজোলের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। স্থায়ী কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এলো তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নয় বাবুপুর স্ট্যান্ড এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। প্রকাশ্যেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কর্মীরা। জানা গিয়েছে, মালদার গাজোলের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ১২ টি। এর মধ্যে তৃণমূল পায় ৫ টি ও বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস ও জেডিপি পায় ৭ টি আসন। এরপর সিপিএম এর সিম্বলে জয়ী দিপালী বেসরা তৃণমুলে যোগদন করে। তৃণমূলের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ ও জোটের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৬। স্বাভাবিক ভাবেই টসের মাধ্যমে প্রধান হয় তৃণমূলের রোজী সুলতানা পারভিন ও উপপ্রধান হয় দিপালী বেসরা তৃণমূলের। সোমবার ছিল সঞ্চালক গঠনের দিন। এদিন পঞ্চায়েতে জয়ীরা উপস্থিত হয়। শুরু হয় সঞ্চালক গঠনের প্রক্রিয়া কিছুক্ষনের মধ্যে তৃণমুলের জয়ীরা বেড়িয়ে আসে। ফলে জোটের জয়ী প্রার্থীরা সঞ্চালক গঠন করে। তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর অভিযোগ যারা জয়ী হয়েছে তাদেরকে দলের একাংশ সঞ্চালক হতে বাধা দেয়। দলে তাদের ভাঙানো হয়েছে। যার কারনে এদিন আমরা বাধ্য হয়ে সঞ্চালক গঠন থেকে বেড়িয়ে যায়। অপর পক্ষের অভিযোগ মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ। দলে এই ধরনের কোন কাজ করা হয় নি। এরপর গ্রামপঞ্চায়েত থেকে বেড়িয়েই শুরু হয়ে যায় তর্কাতর্কি ও হাতাহাতি। জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি দুলাল সরকার বলেন, গাজলের স্থায়ী সমিতি গঠন প্রক্রিয়া ছিল। সেখানে বিরোধীদের উস্কানিতে আমাদের দলে গোষ্ঠীকোন্দল ধাক্কাধাক্কি হয়েছে শুনছি। খোঁজ নিয়ে দেখছি। যারা বিরোধীদের উস্কানিতে দলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে দল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপির সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, বাবুপুর গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে তৃণমুল বিভিন্ন ভাবে ব্যবস্থা নিয়ে ছিলো। তারা সেখানে কিছু করতে পারে নি। এদিনও তারা সঞ্চালক গঠনেও মেম্বারদের ভাঙিয়ে কিছু করবে। স্বাভাবিক ভাবে তারা ফাস্টেটেড হয়ে গেছে। সেই কারনে তৃণমূল তাদের মধ্যে ঝামেলা করেছে। এখানে তৃণমূলের কোন ভূমিকা ছিল না।

বর্ধমান শহরে ব্যবসার অচলাবস্থা কাটাতে ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতির বৈঠক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে বর্ধমান শহরের ভিতর দিয়ে বাইরের বাস চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ায় ইতিমধ্যেই মাথায় হাত পরেছে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীদের। এই অচলাবস্থা কি ভাবে কাটানো যায় তা নিয়ে চিন্তিত বর্ধমান শহর ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতি। ব্যবসায়ীদের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সমাধান সূত্র বার করার উদ্দেশ্যে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনকে নিয়ে রবিবার রাতে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয় বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে। বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতির একতা ভবনে আয়োজিত ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাসকে একটি লিখিত পত্রের মাধ্যমে বর্ধমানের নাগরিক তথা ব্যবসায়ীদের বাস বন্ধে উদ্ভুত সমস্যার কথা জানিয়ে, কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে, কিভাবে বাস শহরের মধ্য দিয়ে বাস চালিয়ে সকলকে সমস্যা মুক্ত করা যায় সেই কথা ভাবতে অনুরোধ করা হবে। এদিনের আলোচনা সভায় পৌরহিত্য করেন বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা সন্তোষ সাহা সিকদার, সভার কার্য্য পরিচালনা করেন সুরক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি গোপাল দাস। সমিতির সম্পাদক অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জী জানান, দূর্গাপুজা আসন্ন তাই এই সময় যে কোন আন্দোলন স্থগিত রাখা উচিত। সুরক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি সিয়াংজী ওয়াং ও সুভাষ বসু জানিয়েছেন তারা এই সমস্যার সমাধানে বিধায়কের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি গোপাল চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, পুজোর মুখে শহরে দুরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পরেছে বর্ধমান শহরের ছোট বড় সব ধরনের ব্যবসায়ীরা। বর্ধমানে প্রবেশ করতে হলে এখন দুবার বাস পাল্টে এবং টোটোর সাহায্য নিতে হচ্ছে। তাতে অতিরিক্ত গাঁটের পয়সা গুনতে হচ্ছে বাইরে থেকে আসা ক্রেতা সহ বর্ধমান শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্যবসায়ীদের। তার উপর বারংবার যানবাহন পাল্টানোর ধকল রয়েছে। এতে অর্থ, সময় ও শ্রম তিনটিই অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। ফলে সাধারণ ক্রেতা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বর্ধমান শহরে আসতে চাইছেন না। তারা লোকাল বাজার থেকেই প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে নিচ্ছেন অথবা কলকাতামুখী হচ্ছেন। যেহেতু হাইকোর্টের রায়ে বাইরের বাস বর্ধমান শহরে প্রবেশ বন্ধ রাখা হয়েছে, তাই এক্ষেত্রে কিছু করাও যাচ্ছে না। তবে বর্ধমানের বিধায়ক খোকন দাস এবিষয়ে কিছু সদর্থক পদক্ষেপ নেবেন বলেই আশাবাদী গোপালবাবু। এখন পুজোর মুখে বর্ধমান শহরের ব্যবসা ও ব্যবসায়ীমহলের স্বার্থে বিকল্প কিছু ভাবনা চিন্তা করা যায় কিনা সে দিকে তাকিয়ে ব্যবসায়ী মহল।

বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, হাসপাতালের ভিতর জল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ টানা দুই ঘন্টা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাধিক ওয়ার্ড। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শহরের একাধিক এলাকাও। সোমবার বিকেলে থেকে টানা বৃষ্টির জেরে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগ থেকে শুরু করে হাসপাতালের ভিতর জল ঢুকে যায়। বিভিন্ন বিভাগেও জল ঢুকে যায়। জরুরী বিভাগের সামনে হাঁটু জলে পরিণত হয়। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় রোগী এবং আত্মীয়দের। জরুরী বিভাগ থেকে রোগীদের ভর্তি করতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে কার্যত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় রোগীর আত্মীয়দের। গোটা হাসপাতাল চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ায় অনেক আত্মীয়তদের আবার দেখা গেল রোগীকে নিয়ে যাওয়ার সময় ড্রেনের মধ্যে কোমর পর্যন্ত ঢুকে যেতে। এই নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। রোগীর আত্মীয়রা রোগীদের বহির্বিভাগে এক্সরে ইসিজি সিটি স্ক্যান বুকের ছবি করতে গেলে টলিতে জলের উপর দিয়ে হেটে নিয়ে যাচ্ছে সেই ছবি দেখা যায়। এই ঘটনায় রীতিমত অসস্তিতে পড়ে যাই মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। যদিও চিকিৎসার কোন বিঘ্ন ঘটেনি বলে জানাচ্ছেন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমএসভিপি পুরঞ্জয় সাহা। তিনি জানান জল হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে বাইরেও রয়েছে ভিতরেও রয়েছে পি ডব্লিউ ডি কে বলা হয়েছে তারা বিষয়টি জল নামানোর জন্য কাজও শুরু করে দিয়েছে।

ছত্তিশগড়ে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা আগামীকাল দান্তেওয়াড়া থেকে শুরু করবেন অমিত শাহ

রায়পুর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ছত্তিশগড়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে

বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দান্তেওয়াড়া থেকে এটি শুরু করবেন। সোমবার এই রথের পুজো করা হয়। সোমবারের এই পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য ইনচার্জ ওম মাথুর, বিজেপির আঞ্চলিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজয় জামওয়াল, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পবন সাই প্রমুখ। অমিত শাহ, বস্তরের আরাধ্য দেবী মা দন্তেশ্বরীর দর্শনের পর পরিবর্তন রথযাত্রার পতাকা উড়িয়ে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য শঙ্খ বাজিয়ে দেবেন। বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা যশপুরের পরিবর্তন রথযাত্রা ১৫ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করবেন। দান্তেওয়াড়ায় এই কর্মসূচির সমন্বয়কারী হলেন মন্ত্রী মহেশ গাগদা। তিনি জানান, রথের ছাদে একটি মঞ্চ রয়েছে। মঞ্চে পৌঁছানোর জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা সদরের হাইস্কুল মাঠে শাহের জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি অরুণ সাও জানিয়েছেন, এই যাত্রার প্রথম পর্ব শুরু হবে দান্তেওয়াড়া থেকে বিলাসপুর পর্যন্ত। ১৬ দিন ধরে চলবে এই যাত্রা। যাত্রাটি প্রায় ১ হাজার ৭২৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে। বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৪৫ টি জনসভা, ৩২ টি স্বাগত সভা এবং ৫ টি রোড শো সম্পন্ন করার কর্মসূচি রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির।

খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু ৩ শ্রমিকের

শিমলা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, এছাড়াও ওই গাড়িতে থাকা ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। হতাহতরা পেশায় শ্রমিক, মৃত ৩ জন নেপালের নাগরিক। রবিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শিমলার রোহরুর চিরগাঁও এলাকার খাশধরের কাছে। মৃতদের নাম-জয় বাহাদুর (৪৮), দিল বাহাদুর (৩৬) এবং দিনেশ বাহাদুর (১৯)। সোমবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় শিমলার রোহরুর চিরগাঁও এলাকার খাশধরের কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। ওই গাড়িতে ৮ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নেপালের নাগরিক ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৫ জন আহত হয়েছেন। হতাহত শ্রমিকরা চিরগাঁওয়ে একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য পূর্ত দফতরের সঙ্গে নিযুক্ত একটি ঠিকাদারের জন্য কাজ করছিলেন এবং কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। আহতদের রোহরুর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্নাতকস্তরে ভর্তির সময়সীমা বাড়ানো হল ২০ সেপ্টেম্বর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকস্তরে ভর্তির সময়সীমা বাড়ানো হল ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভর্তির সময়সীমা পার হওয়ার পরেও বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালযে এখনও অনেক আসন ফাঁকা রয়েছে বলে শিক্ষা দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে। তাই ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মাফিক তাদের অনলাইন পোর্টাল খুলে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চালাতে পারবে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর আজ এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে। উল্লেখ্য, স্নাতকস্তরে ভর্তির শেষ তারিখ ছিল ৩১ জুলাই পর্যন্ত। সেই সময়সীমা বাড়ানো হল।

বিশ্বকর্মা পুজো, ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ গাজোলে বিশ্বকর্মা পুজোর প্রস্তুতি ঘিরে চলছে মৃৎশিল্পীদের মধ্যে জোড় ব্যস্ততা। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজো। বিভিন্ন কলকারখানা যানবাহন স্ট্যান্ডগুলিতে মূলতঃ বিশ্বকর্মা পুজোর প্রচলন রয়েছে। সঠিক সময় যাতে পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে যাতে প্রতিমা মৃৎশিল্পীরা পৌঁছে দিতে পারেন তার জন্যই শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা। গাজোলের কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী মধুসূদন পাল জানিয়েছেন, এবছর বিশ্বকর্মা মূর্তি অর্ডার ১২০ টি পেয়েছেন। এছাড়াও রেডিমেড বিশ্বকর্মা ঠাকুরের মূর্তি বানিয়ে থাকেন। বিশ্বকর্মা মূর্তি বিভিন্ন দামের রয়েছে যদিও এবছর প্রতিমা তৈরীর উপকরণ এর দাম অনেকটাই বেড়েছে ফলে কিছুটা হলেও মৃৎশিল্পীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

হাতির হানায় মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের চালসা চা বাগানে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পাশাপাশি হাতিটি এলাকার একটি রেশন দোকান সহ দুটি বাড়িতেও হামলা চালায়। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম প্রেম নায়েক। গতকাল রাতে চাপরামারি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বের হয়ে আসে চালসা চা বাগানের দ্বারা লাইন এলাকায়। ওই সময় বাড়ির বাইরে বের হয়েছিলেন প্রেম নায়েক। হাতিটি তাঁকে বাড়ির পাশে রাস্তায় সুর দিয়ে তুলে আছাড় মারে। খবর পেয়ে রাতেই বাগানে পৌঁছায় খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মী সহ মেটেলি থানার পুলিশ। রাতেই গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। চালসা চা বাগানের ওয়েলফেয়ার অফিসার দীপেন্দ্র শ্রেষ্ঠা বলেন, 'মৃত ব্যক্তি বাগানের স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে।'

দুই শিশুর মৃত্যু

উত্তরপ্রদেশ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারী ও একনাগাড়ে প্রবল বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায়। রবিবার রাত থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জেরে যসমন্দায় দেওয়াল চাপা পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। আপাতত গৃহহীন মানুষজন স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন।

কৃষকদের স্বার্থে রাজ্যের কৃষি দফতর চালু করল হোয়াটস অ্যাপ নম্বর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ কৃষকবন্ধু, শস্যবীমা যোজনার মতো রাজ্য সরকারের চালু করা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা মূলক প্রকল্পের সুযোগ রাজ্যের কৃষকেরা ঠিক মতো পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে কৃষি দফতর একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করল। নম্বরটি হল ৯৮৩০৩৮৩৩৮৩। রাজ্যের কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার কৃষকেরা যারা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়ে আছেন তাঁরা প্রকল্পের টাকা নিয়মিত কী না, কিংবা বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পে বিমার টাকা চাষিরা পেয়েছেন কী না, তা এবার থেকে ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর'র মাধ্যমেই জানতে পারবেন ও জানাতেও পারবেন। ওই হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠালে স্বয়ংক্রিয় মেসেজ আসবে। তারপর সেখান থেকে কৃষকেরা নিজেদের আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে কৃষকবন্ধু অথবা বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। দুয়ারে সরকারের শিবির থেকে কৃষি দফতরের আধিকারিকদের এই নম্বরটির জোরদার প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতদিন এই সব প্রকল্পের সুবিধা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসছে কিনা তা জানতে কৃষকদের কৃষি দফতর অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক-এ যেতে হতো। এবার থেকে তাঁরা ঘরে বসেই ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর'র মাধ্যমে সেই তথ্য জানতে পারবেন।

ট্রেনের টিকিটের জাল রমরমা কারবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মরসুমের আগে জাল টিকিটের রমরমা কারবার। সূত্রের খবর, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক বিশেষ সফটঅয়্যার ব্যবহার করে এই কাজ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি এমনই গুরুতর যে আসল-নকলই বোঝা দায়। আসল ভেবে 'দালালে'র কাছ থেকে নকল টিকিট প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা। জাল টিকিট ধরতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে টিকিট পরীক্ষকদেরও। জানা গিয়েছে, বহরমপুর থেকে সম্প্রতি ধরা পড়েছিলেন এক ব্যক্তি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই সামনে আসে এই বিশাল টিকিট চক্রের খোঁজ। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এই সবের পিছনে রয়েছে 'রেড চিলি' নামের এক সফটওয়্যার। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে নকল টিকিট তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে, টিকিট পরীক্ষকদের টিকিট পরীক্ষার সময় ভাল করে পিএনআর নম্বর, যাত্রী নাম ও তার আইডি দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রেলের টিকিট কাটার ব্যবস্থা আরও সুরক্ষিত করতে চাইছেন রেল কর্তৃপক্ষ। এই কারণে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকেই বাড়ছে তাঁদের ঝোঁক। রেল টিকিট কাটার ব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে CRIS নামক একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে রেল সূত্রের খবর। পাশাপাশি, আগামিদিনে দূরপাল্লার ট্রেনের যাতায়াতে কিউ আর কোড টিকিটের ব্যবহারও আসতে পারে।

মন্দারমনিতে মিলল যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ মন্দারমনিতে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর বিধানসভার মন্দারমনি কোস্টাল থানা এলাকার চাঁদপুর এলাকায় সিবিজেড-এর পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিন সকালে স্থানীয় মানুষ যাঁরা বোতল কুড়াতে আসেন, তাঁরাই পাথরের উপরে এই অর্ধনগ্ন মৃতদেহটি দেখতে পান। পরে স্থানীয়রা মন্দারমনি কোস্টাল থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। তবে স্থানীয় মানুষরা জানিয়েছেন এই তরুণী এখানকার নয়। কেউ তাকে বাইরে থেকে এনে খুন করেছে বলে দাবি স্থানীযদের। যদিও পুলিসের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই ধরনের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় মানুষের মধ্যে। মেরিন ড্রাইভ এলাকায় রাস্তা শুনশান থাকার কারণে এবং সেই সঙ্গে রাস্তার পাশে কোনও স্ট্রিট লাইট না থাকার কারণে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষদের।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Mechanical), Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/KM-07/23-24 (1st Call) Name of the work: **Development of road surface from Premises No.-51/B Sambhunath Pandit Street to 48 Sambhunath Pandit Street in Ward No.-71, BR-VIII, under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,97,547.29.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/KM-06/23-24 (1st Call) Name of the work: **Development of Haridevpur Brick Field road surface from Premises No.-891 to 892 in Ward No.-122, BR-XIII, under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,98,679.32.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2023 at 11.30 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposals (online): **25.09.2023 at 11.30 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 after 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/ASPH/PB/SD/10/23-24 Name of the work: **Supply and fixing of cable tray with re-laying of cables including allied electrical works at Asphaltum Department/Palmer Bazar.** Estimated amount (including GST, CESS & Contingency): ₹ **2,18,573.09.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **30 days.** Bid submission starting date and time: **15.09.2023 from 11 a.m.** Last date and time of submission of bid: **23.09.2023 up to 11 a.m.** Bid opening date for technical proposals: **25.09.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 after 11 a.m.**

(4) NIT No. : KMC/ASPH/GG/E-05/2023-24 Name of the work: **Repairing and replacement of load cell and other allied works of 80 Ton Weigh Bridge of Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **25.09.2023 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **27.09.2023 - 3 p.m.**

(5) NIT No. : KMC/ASPH/GG/E-03/2023-24 Name of the work: **Supply delivery installation of air circuit breakers and allied electrical works at Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: ₹ **4,94,772.74.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **27.09.2023 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **29.09.2023 - 2 p.m.**

(6) NIT No. : KMC/ASPH/GG/E-02/2023-24 Name of the work: **Illumination of backside of office building and augmentation of outdoor lighting system and allied electrical repairing works at Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: ₹ **3,39,653.18.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **25.09.2023 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **27.09.2023 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2023 (4 p.m.). (For Sl. No. 4 to 6).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/034/2023-2024/R Name of the work: **Desilting of drainage system at Bagdipara Road Bye-Lanes near Premises Nos. Z-3/254/1, Z-5/193/5 etc. in Ward No.-141, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,88,091.87.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/035/2023-2024/R Name of the work: **Desilting of drainage system at Bye-Lanes of Jelia Para Road & Riverside Road near Premises Nos. Z-4/21/B, Z-3/528/1 etc. in Ward No.-141, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,81,581.22.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **180 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/036/2023-2024/R Name of the work: **Development of drainage with allied works near Premises No. Y-2/156/A/1 to Bagdipara Road at Santinagar in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,75,473.01.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **25.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3).** Date of opening of tender: **27.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/XV/141/010/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call) Name of the work: **Construction of sanitary latrines with septic tank (3 Nos.) at various slum areas in Ward No.-141, BR-XV (Phase-I of 2023-24).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,89,272.99.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **180 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **15.09.2023 - 12.00 noon.** Documents download/sell start date (online) : **15.09.2023 - 4 p.m.** Documents download/sell end date (online) : **25.09.2023 - 4 p.m.** Bid submission start date (online) : **15.09.2023 - 4 p.m.** Bid submission closing date (online) : **25.09.2023 - 4 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **27.09.2023 - 4 p.m.** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/144(O)/001/23-24 Name of the work: **Deployment of contractual labour at different Immersion Ghats in Joka (I & II) of KMC (BR-XVI).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,24,857.17.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **20.09.2023 - 12 noon.** Tender will be opened on: **22.09.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/007/24/2023-2024 Name of the work: **Repairing of toilets and drainage system of labour quarter (Block-G) at Gallif Street in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,02,139.00.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/007/25/2023-2024 Name of the work: **Improvement of Bustee privies with ancillary civil works at 69A, 72/2, B.B. Street Bustee and other Bustee areas in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,14,139.00.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/007/27/2023-2024 Name of the work: **Relaying of kerb and channel stones along Akshoy Bose Lane, Haralal Mitra Lane and surrounding areas in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,84,913.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **21.09.2023 (Up to 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **23.09.2023 (11 a.m.) (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/IX/079/033/2023-2024 Name of the work: **Renovation of I.P. passage at 19, Coal Berth area in Ward No.-79.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,786.37.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **21.09.2023 - 12 noon.** Tender will be opened on: **23.09.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (711/23-24)

৪৭ নম্বর, ওডিআইতে ১৩ হাজার

কলম্বো, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ব্যাটে লেখা 'রান মেশিন'। এখন আর হাফসেঞ্চুরি করলে তাঁকে নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। হবেই বা কেন? বিরাট কোহলি নিজের মান সে ভাবেই সেট করে রেখেছেন। সেঞ্চুরি ছাড়া বাকি সব ইনিংসই যেন ব্যর্থ! কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রিজার্ভ ডে-তে তাঁর ব্যাটে হাফসেঞ্চুরি। ব্যাটটা শুধু তুলে ধরলেন ডাগআউট এবং তারপর গ্যালারির দিকে। অপেক্ষা শুরু হয় সেঞ্চুরির। হাফসেঞ্চুরি পেরোতেই ইনসাইড আউটে অনবদ্য একটা বাউন্ডারি বিরাটের ব্যাটে। কিছু পর ইফতিকার আহমেদের বোলিংয়ে স্টেপ আউট করে মিড উইকেটে একটা বিশাল ছয়। বিরাটের হাসিই বলে দিচ্ছিল, মিশন-এ নেমেছেন রানমেশিন। অবশেষে তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছলেন ৮৪ বলে। সঙ্গে আরও একটা মাইলফলক। সামান্য চোট থাকায় হ্যারিস রউফকে রিজার্ভ ডে-তে বোলিং না করানোর সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। বিশ্বকাপের আগে ঝুঁকি না নিতেই এমন সিদ্ধান্ত। তাঁকে আউট করার মরিয়া চেষ্টা হবে সেটাই স্বাভাবিক। নাসিম শাহর লেগ সাইডের ডেলিভারি। রিজওয়ানের হাতে পৌঁছতেই

আবেদন। আম্পায়ার ক্রিস গ্যাফানি সাড়া দেননি। বিরাট উইকেটের প্রত্যাশায় রিভিউ নেয় পাকিস্তান। পুরো স্টেডিয়াম সাইলেন্ট মোডে। সাউন্ড এলেও সেটা থাইপ্যাডে বল লাগার। বাকি থাকা একটি রিভিউও নষ্ট নয় পাকিস্তানের। নাসিম শাহর অফস্টাম্পের বাইরের একটা ডেলিভারি, শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দিতে সক্ষম। এগুলো যেন বিরাটের ফোকাসের স্তর বুঝিয়ে দেয়। সেই নাসিম শাহকেই স্ট্রেট বাউন্ডারিতে পরিচিত সেই ছয় মারলেন বিরাট। ঠিক যেমন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মেলবোর্নে হ্যারিস রউফের বোলিংয়ে মেরেছিলেন। ওয়ান ডে ফরম্যাটে সবচেয়ে রান মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের। সেই অবধি পৌঁছতে আরও অনেকটা পথ পেরোতে হবে। এ দিন ওডিআই-তে ১৩ হাজার রানের মাইলফলক পেরিয়ে গেলেন বিরাট কোহলি। সঙ্গে ওডিআই শতরানের সংখ্যায় মাস্টারের অনেক কাছে বিরাট কোহলি। ওয়ান ডে ফরম্যাটে সচিনের শতরানের সংখ্যা ৪৯। এই ফরম্যাটে বিরাট কোহলি ইতিমধ্যেই ৪৬টি সেঞ্চুরি করেছেন। আজ কেরিয়ারের ৪৭তম ওডিআই শতরান এল বিরাটের ব্যাটে। এশিয়া কাপে এখনও দুটি, ফাইনালে উঠলে তিন ম্যাচ বাকি ভারতের। বিশ্বকাপের ঠিক আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। তারপর বিশ্বকাপ। সচিন তেন্ডুলকরের ওয়ান ডে সেঞ্চুরির সংখ্যা দ্রুতই ছাপিয়ে যেতে পারেন বিরাট কোহলি। পরিস্থিতি তাই বলছে। বিরাট রেকর্ডের পিছনে না ছুটলেও রেকর্ড তো বিরাটকে ছুঁতে মরিয়া!

মেদভেদেভকে হারিয়ে ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম জয় জকোভিচের

ছুঁলেন মার্গারেটকে

নিউ ইয়র্ক, ১০ সেপ্টেম্বরঃ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' কে-না চায়! অর্থাৎ কোনও কিছুর সমাপ্তি সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঠিক যেমনটা ফ্লাশিং মিডোয় করলেন জোকার। একেই বলে মধুর প্রতিশোধ। একুশের বদলা পূর্ণ হল তেইশে ২০২১ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন নোভাক জকোভিচ ও দানিল মেদভেদেভ। সেই ম্যাচ জিতলে জোকার এক কীর্তি গড়তেন। এক মরসুমে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের বিরল নজিরে নাম লেখাতেন জোকার। তা অবশ্য হয়নি। রাশিয়ান টেনিস তারকা সে বার জকোভিচকে হারিয়েছিলেন। বছর দু'য়েক পর যেন সেই হারের বদলা নিলেন জকোভিচ। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে এ বারের ইউএস ওপেনের ফাইনালে দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে কেরিয়ারের ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম হাতে তুলে নিলেন সার্বিয়ান সুপারস্টার নোভাক জকোভিচ। একইসঙ্গে জকোভিচ স্পর্শ করেছেন মার্গারেট কোর্টকে। ৩৬ এর নোভাক জকোভিচের জয়ের খিদে যে এখনও মেটেনি, তা আরও এক বার প্রমাণিত হল। ইউএস ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনাল চলল ১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। তাতে দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে কেরিয়ারের ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা। প্রথম সেট থেকেই দাপট দেখান জকোভিচ। মুখিয়ে ছিলেন ২৪তম গ্র্যান্ড স্লামের জন্য। তাই প্রথম সেটের শুরুতেই রুশ তারকার সার্ভিস ব্রেক করেন নোভাক। এবং ওই সেট তিনি জেতেন ৬-৩ ব্যবধানে। এরপর দ্বিতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। এবং দ্বিতীয় সেট গড়ায় টাইব্রেকারে। দ্বিতীয় সেটের সময় জকোভিচের পায়ে টানও লাগে। কিন্তু তা অবশ্য তাঁকে আটকাতে পারেনি। এই সেটে ৩১ শটের লম্বা র‍্যালি খেলেন জকোভিচ ও মেদভেদেভ। শেষ অবধি অবশ্য হাসি ফোটে জোকারের মুখে। দ্বিতীয় সেট ৭-৬ (৭-৫) জেতেন সার্বিয়ান তারকা। পরপর ২টো সেট খুইয়ে ফেলার পরও, তৃতীয় সেটে মেদভেদেভ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন জকোভিচকে হারানোর। কিন্তু মেদভেদেভের শত চেষ্টার পরও তৃতীয় সেটে জকোভিচ জেতেন ৬-৩ ব্যবধানে। এবং একইসঙ্গে জকোভিচের ঝুলিতে আসে ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জকোভিচ আরও তীক্ষ্ণ হচ্ছেন। এ বছর তিনি তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম জিতে পুরুষ ও মহিলা টেনিস প্লেয়ারদের মধ্যে সব থেকে বেশি সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হওয়া মার্গারেট কোর্টকে স্পর্শ করেছেন জকোভিচ। পরের মরসুমে জকোভিচ তাঁকেও টপকে জেতেই পারেন।

ডেভিস কাপ থেকে অবসর নিতে চলেছেন বোপান্না!

বেঙ্গালুরু, ১০ সেপ্টেম্বরঃ উইম্বলডনে চমকে দিয়ে সেমিফাইনালে উঠে পড়েছিলেন। বয়স যে স্রেফ সংখ্যা ইউএস ওপেনে প্রমাণ করেছেন দিন কয়েক আগেই। ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। কিন্তু ৪৩ বছর বয়সেও যে ধারাবাহিক থাকা যায়, রোহন বোপান্না তার উজ্জ্বল উদাহরণ। টেনিস দুনিয়া তাঁর জাদুতে আচ্ছন্ন। তবু ভারতীয় থেকে গিয়েছেন একই রকম। ওপেন এরায় বোপান্নাকে দেখা যাবে আরও। কিন্তু ডেভিস কাপে আর খেলবেন না। ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর লখনউতে মরক্কোর বিরুদ্ধে ডেভিস কাপ টাই ভারতের। তাতেই শেষবার নামবেন বোপান্না। দেশের হয়ে শেষবার নামার আগে কী বলছেন তিনি? ২০০২ সালে প্রথমবার খেলেছিলেন ডেভিস কাপ। ২১ বছর পর থামতে চলেছেন। ডেভিস কাপে পঞ্চাশতম ম্যাচ খেলবেন বোপান্না। হাফসেঞ্চুরি ম্যাচের পরই অবসর নিয়ে নেবেন। সিঙ্গলসে জিতেছেন ১০টা ম্যাচ। হেরেছেন ১৭টা। ডাবলসে জিতেছেন ১২টা ম্যাচ, হেরেছেন

১০টা। সব মিলিয়ে ২২-২৭ জয়-হারের খতিয়ান। এক সাক্ষাৎকারে বোপান্না বলে দিলেন, "ছেলেবেলা থেকে একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করব। বাবা-মা যখন টেনিসে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, একদিন নিশ্চয়ই দেশের হয়ে খেলব। ২০০২ সালে যখন আমি প্রথম বার ডেভিস কাপে সুযোগ পাওয়ার পর বাবা-মা কুর্গে বিরাট পার্টি দিয়েছিল। ভারতীয় টিমে পা রাখার পর থেকে ডেভিস কাপে অদ্ভুত বন্ধুত্ব দেখেছিলাম। এখন সেটা আর নেই। ডেভিস কাপ এখন একটা ব্যক্তিগত টুর্নামেন্টে বদলে গিয়েছে।" কেন এমন বলছেন বোপান্না? "সেই পরিবেশ, বন্ধুত্ব আর নেই। সবাই শুধু নিজের ব্যাপারটাই দেখে। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, চিন্তিত। পুরনো ব্যাপারটা বেশ কয়েক বছর আর পাচ্ছি না। ওই ব্যাপারটা নেই বলে আমি ডেভিস কাপে থেমে যেতে চাইছি, তা নয়।" শেষ ডেভিস কাপ খেলার আগে বোপান্না নস্টালজিক হয়ে পড়ছেন। "লখনউতে শেষ ডেভিস কাপ খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। আমার পরিবার, বন্ধুরা হাজির থাকবে ওই সময়। সব মিলিয়ে ৭৫জন হাজির থাকবে। বেঙ্গালুরুতে হলে সংখ্যাটা ৪০০-৫০০ হত।"

১২ বছর জেল প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের

করাচি, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ডাচ রাজনীতিক গির্ট ওয়াইল্ডার্সকে খুন করার পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন। অনলাইন ভিডিয়ো পোস্ট করে ঘোষণা করেছিলেন যে খুন করতে পারবে ওয়াইল্ডার্সকে, তাকে ২১ হাজার ইউরো পুরস্কার দেবেন। ডাচ আদালতে এই জোড়া অভিযোগ নিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। সেই মতো ১২ বছর জেল হল পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার খালিদ লতিফের। সোমবারই লতিফের বিরুদ্ধে রায়দান করল ডাচ আদালত। বছর তিনেক আগে এই অভিযোগ উঠেছিল লতিফের বিরুদ্ধে। ওয়াইল্ডার্স ইসলামবিরোধী মনোভাবাপন্ন।

কিউয়িদের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা, ক্যাপ্টেন কেন উইলিয়ামসনের কামব্যাক

অকল্যান্ড, ১০ সেপ্টেম্বরঃ অপেক্ষার অবসান। ঘোষিত হল আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াড। ১৫ সদস্যের এই স্কোয়াডে যাঁর নাম সবার আগে জ্বলজ্বল করছে তিনি কেন উইলিয়ামসন। অবশেষে কিউয়ি সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটল। ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলতে এসে যে চোট পেয়েছিলেন কেন, তা থেকে তিনি সেরে উঠেছেন। ফলে ২২ গজে ফেরায় তাঁর আর কোনও বাধা নেই। নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিডের কথায় আগেই আঁচ পাওয়া গিয়েছিল, কিউয়িদের হয়ে বিশ্বকাপে খেলতে পারেন কেন উইলিয়ামসন। এ বার সেই খবরেই সিলমোহর। ক্যাপ্টেন হিসেবেই টিমে ফিরছেন কেন উইলিয়ামসন। কেমন হল নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াড? অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার ইশ শোধির পুরনো স্কুলে কিউয়িদের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন এবং অভিজ্ঞ বোলার টিম সাউদি রয়েছেন কিউয়িদের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। ২০১১ সালে ভারতে যে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে খেলেছিলেন উইলিয়ামসন ও সাউদি। এ বারের বিশ্বকাপের জন্য নিউজিল্যান্ড টিমে প্রথম বার সুযোগ পেয়েছেন ছয়জন ক্রিকেটার। মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, ড্যারেল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপস টি-২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে অতীতে থাকলেও এই প্রথম বার ওডিআই বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন। তরুণ অলরাউন্ডার রচিন রবীন্দ্র এবং উইল ইয়ংও এই প্রথম বার সিনিয়রদের ওডিআই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন। বিশ্বকাপের সুযোগ পাওয়া একঝাঁক নতুন ক্রিকেটারের সঙ্গে থাকছেন অভিজ্ঞ ট্রেন্ট বোল্ট, ম্যাট হেনরি ও টম ল্যাথামরা। আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপে টম ল্যাথাম বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি কেন উইলিয়ামসনের ডেপুটি। এ ছাড়া ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে খেলা লকি ফার্গুসন, জিমি নিশাম, মিচেল স্যান্টনার ও ইশ সোধিও রয়েছেন এ বারের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে। ভারতের মাটিতে হতে চলা বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করে কিউয়ি কোচ গ্যারি স্টিড বলেন, "কোনও টুর্নামেন্টের জন্য দল ঘোষণা করাটা সব সময়ই খুশির। আমি ১৫জন সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাই। দেশের হয়ে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছ তোমরা, যা ভীষণ গর্বের। কেন ও টিমের এটা চতুর্থ বিশ্বকাপ অন্যদিকে অনেকের এটা প্রথম বিশ্বকাপ। তবে সকলের কাছেই বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়াটা দারুণ অনুভূতি।"

এক ঝলকে দেখে নিন বিশ্বকাপের জন্য নিউজিল্যান্ডের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড। কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), ট্রেন্ট বোল্ট, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, টম ল্যাথাম (সহ-অধিনায়ক ও উইকেট কিপার), ড্যারেল মিচেল, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টিম সাউদি ও উইল ইয়ং।

চোট কাটিয়ে ফিরলেন মেসি, বলিভিয়ার বিপক্ষে কি খেলবেন

বুয়েনস আইরেস, ১০ সেপ্টেম্বরঃ ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচটি শেষ করতে পারেননি লিওনেল মেসি। খেলা শেষ হওয়ার একটু আগে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনিকে মাঠ ছাড়ার কথা মেসি নিজেই বলেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে বলিভিয়ার বিপক্ষে বুধবারের ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়েও তৈরি হয় শঙ্কা। তবে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের জন্য সুখবর হচ্ছে, মেসির শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোনও সমস্যা পাওয়া যায়নি। এমনকি এর মধ্যে মেসি হালকা অনুশীলন করেছেন বলেও জানিয়েছে একাধিক আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম। তবে বলিভিয়া ম্যাচে মেসি শুরুর একাদশে থাকবেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি। মেসির বর্তমান শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়া অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ম্যাচ উপভোগ করার পর মেসি বুয়েনস আইরেসের একটি হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষায় মেসির শরীরে চোটের কোনও উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। চোটমুক্ত হওয়ায় বলিভিয়ার বিপক্ষে মেসির মাঠে নামতে কোনও বাধা নেই বলেও জানিয়েছে তারা। এর আগে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচের পর মেসিকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার বিষয়ে স্কালোনি বলেছেন, "উঠে আসার কথা লিও-ই বলেছিল। নইলে আমি এটা করতাম না। এখন দেখতে হবে, ওর (মেসি) কী অবস্থা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। জানি না, কী হয়েছে তার। তবে সুস্থ থাকলে বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে।" ভারতয় সময় মঙ্গলবার রাত দেড়টায় বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগে গত শুক্রবার ফ্রি কিক থেকে মেসির গোলেই ইকুয়েডরকে ১-০ ব্যবধানে হারায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে বাছাইপর্বে অংশ নেওয়া ১০টি দল ১৮টি করে ম্যাচ খেলবে। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ ৬ দল সরাসরি সুযোগ পাবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ। বাছাইপর্ব নিয়ে স্কালোনি বলেছিলেন, "এটা কখনো সহজ হবে না। সর্বশেষ ম্যাচটাই বেশ কঠিন ছিল এবং সামনেও এমনই হবে। আমাদের সবকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, আমরা অজেয় নই।" এ ছাড়া বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি লা পাজে হওয়ায় কিছুটা অস্বস্তি থাকতে পারে আর্জেন্টাইনদের। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ায় খেলোয়াড়দের বেশ ভুগতে হয় এই মাঠে। এর আগে এ মাঠে আর্জেন্টিনার ৬-১ গোলে হারের অভিজ্ঞতাও আছে। তবে বলিভিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে সুখস্মৃতি আছে মেসির। তাঁর হ্যাটট্রিকে সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। যদিও ম্যাচটি হয়েছিল আর্জেন্টিনার মাটিতেই।

বৃষ্টির চোখরাঙানিতে বদলে যেতে চলেছে এশিয়া কাপ ফাইনালের ভেনু

কলম্বো, ১০ সেপ্টেমম্বরঃ 'রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে, কাম এগেইন অ্যানাদার ডে' ইংরেজি ভাষার এই জনপ্রিয় নার্সারি ছড়া কমবেশি সকলেরই জানা। এই ছড়া আওড়ানোর মতোই এখন অবস্থা হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট প্রেমীদের। বৃষ্টির কারণে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস হয়েছিল। পাকিস্তানের ব্যাটিং হয়নি। সুপার ফোর পর্বে দুই দলের ম্যাচেও থাবা বসিয়েছে বৃষ্টি। এই ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রয়েছে। কিন্তু কলম্বোতে যা পরিস্থিতি, তাতে রিজার্ভ ডে-ও ভারত-পাক ম্যাচ সম্পূর্ণ করতে পারবে কিনা তা বলা কঠিন। তবে শুধু ভারত-পাক ম্যাচেই নয়, এ বারের এশিয়া কাপে একাধিক ম্যাচে বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে। সূত্রের খবর, এ বার তাই টুর্নামেন্টের ফাইনালের ভেনুই বদলে যেতে চলেছে। তা হলে কোথায় হবে চলতি এশিয়া কাপের ফাইনাল? এ বারের এশিয়া কাপ যেন ভাসিয়েই দিল বৃষ্টি। এখনও সুপার ফোরের এখনও তিনটি ম্যাচ বাকি। তারপর হবে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল। কলম্বোর আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখে এ বার বদলে যেতে চলেছে ফাইনালের ভেনু। আগামী রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর রয়েছে এশিয়া কাপের ফাইনাল। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যা হওয়ার কথা ছিল কলম্বোতে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সূত্রের খবর, কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের জায়গায় এ বারের এশিয়া কাপের ফাইনাল হবে ক্যান্ডিতে। পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। কলম্বোতে প্রবল বৃষ্টির কারণে, ভারত-পাক সুপার ফোরের ম্যাচে বিরাট প্রভাব পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওই ভেনুতে টুর্নামেন্টের ফাইনাল করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না আয়োজকরা।

অবশেষে পদত্যাগ করলেন 'চুমু-কাণ্ডে' সমালোচিত লুইস রুবিয়ালেস

মাদ্রিদ, ১০ সেপ্টেম্বরঃ অবশেষে পদত্যাগ করতেই হলো স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুইস রুবিয়ালেসকে। মহিলা বিশ্বকাপের পুরস্কার মঞ্চে খেলোয়া। হেনি হেরমোসোর ঠোঁটে চুমু খাওয়ার পর থেকেই মূলত ঝড় ওঠে বিশ্ব ফুটবলে। সমালোচনা দিয়ে শুরু হলেও পরে আইনি প্রক্রিয়াও নেওয়া হয় তাঁর বিরুদ্ধে। এসবের প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা করলেন রুবিয়ালেস। পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আমি আমার কাজ চালিয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" এই সময় রুবিয়ালেস ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পেদ্রো রোচার কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথাও বলেছেন রুবিয়ালেস। শুধু স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির পদ থেকেই নয়, উয়েফার নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতির পদ থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন রুবিয়ালেস। পদত্যাগের ঘোষণার সময় রুবিয়ালেস বলেছেন, তিনি সরে দাঁড়ানোয় ২০৩০ বিশ্বকাপে মরক্কো এবং পর্তুগালের সঙ্গে স্পেনের বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক হওয়ার যে উদ্যোগ, তা ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে রুবিয়ালেস বলেছেন, "আমার নিজের সত্যের ওপর আস্থা আছে এবং জেতার জন্য আমি নিজের শক্তি অনুযায়ী সবকিছু করব। আমার মেয়ে, পরিবার এবং যারা আমাকে ভালোবাসে, তারা

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" এত দিন নিজের অবস্থানে অনড় থেকে শেষ পর্যন্ত কেন সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, জানতে চাইলে রুবিয়ালেসের উত্তর ছিল এমন, "আমার বাবা এবং মেয়েদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তারা জানে, বিষয়টা আমাকে নিয়ে নয়। আর কিছু বন্ধুও বলেছে, লুইস তোমার নিজের মর্যাদার ওপর মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং নিজের জীবন চালিয়ে নেওয়া দরকার। যদি তা না হয় তবে তুমি ভালোবাসার মানুষদের এবং যে খেলাটিকে ভালোবাসো তার ক্ষতি করবে। বিষয়টা তাই শুধু আমাকে নিয়ে নয়।" এর আগে 'চুমু-কাণ্ডে'র ঘটনায় রুবিয়ালেসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার হেনি হেরমোসো। মঙ্গলবার দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে উপস্থিত হয়ে তিনি এই অভিযোগ করেন। নতুন করে আনা এই অভিযোগের ফলে ৪৬ বছর বয়সী রুবিয়ালেসকে ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি হতে হবে। শুধু এটুকুই নয়, বিশ্বকাপের ফাইনালের পর এই ঘটনায় রীতিমতো ঝড় বয়ে গেছে। ঘটনার পর সমালোচনার মুখে ফিফার নিষেধাজ্ঞায় পড়েন রুবিয়ালেস। এরই মধ্যে ছাঁটাই হয়েছেন রুবিয়ালেসের কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত স্পেনকে বিশ্বকাপ জেতানো ৪২ বছর বয়সী কোচ হোর্হে ভিলদাও। যদিও তাঁকে বরখাস্তের কারণ জানানো হয়নি। এ ঘটনায় স্পেনের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারা শুরু রুবিয়ালেসকে সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করে আসছেন। স্পেনের প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলাররাও এই ঘটনা নিজেদের ক্ষোভের কথা জানান। এমনকি তিনি দায়িত্বে থাকলে না খেলার ঘোষণাও দেন অনেক ফুটবলার। বিবিসির দেওয়া তথ্য বলছে, বিশ্বকাপজয়ী ২৩ ফুটবলারসহ স্পেনের ৮১ জন খেলোয়াড় জানান, রুবিয়ালেস দায়িত্বে থাকলে তাঁরা জাতীয় দলের হয়ে আর খেলবেন না। এসবের পরও দায়িত্ব ছাড়বেন না বলে জানিয়ে আসছিলেন রুবিয়ালেস। এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রুবিয়ালেস বলেছিলেন, চুমুর বিষয়টি ছিল পারস্পরিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ, যা অবশ্য অস্বীকার করেন হেরমোসো। স্পেনের মহিলা ফুটবলারদের ইউনিয়ন 'ফুটপ্রো'কে নিয়ে যৌথ বিবৃতিতে হেরমোসো বলেছেন, "আমার স্বার্থ রক্ষা করতে এজেন্সি টিএমজের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে ফুটপ্রো এবং তারা এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকায় আছে। এই ধরনের আচরণ করে কেউ যেন পার না পায়, সেটি নিশ্চিত করতেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।"

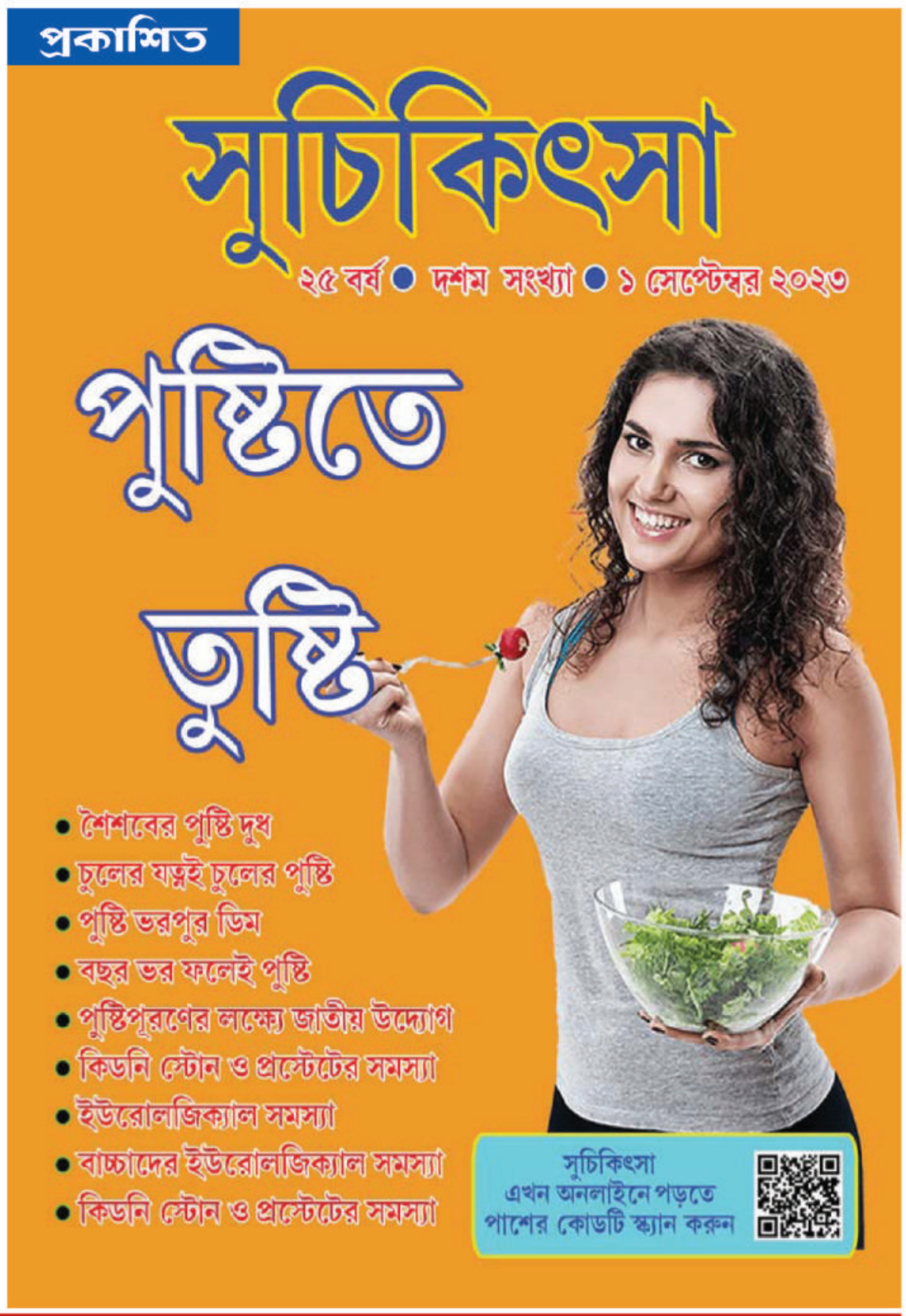

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501